চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা

ডঃ সুমঙ্গল রাণা



ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * ১৯৮১

প্রকাশক :
ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৮-

মুদ্রাকর :
এন. সি. শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
২৬/২এ তারক চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৫

স্বর্গগত মাতামহ

নরহরি রায়-এর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে-

সূচীপত্র



কঙ্করীপাদ



লুইপাদ



নাগার্জ্জুনপাদ



কুক্কুরীপাদ

॥ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসখানি পড়িয়া লুই-পা-আদি বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যগণের একটা ছবি মনে মনে অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে লুই, কুক্কুরী, নাগার্জুন ও কঙ্করী-পার [কল্পিত-] মূর্তি তিব্বতী চিত্রপটে দেখিয়াছি। কিন্তু ভরসার কথা এই যে, তাঁহাদের কেহ-ই স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পদ-গীতিকা পুনরায় (যাহা ইতিপূর্বে বহুবার বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে) সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিবার আদেশ আমাকে দান করেন নাই ; তাহা হইলে গ্রন্থোৎপত্তির কৈফিয়ৎ দান করা সম্পাদকের পক্ষে সহজ হইত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ধর্মঠাকুর এদেশে প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ। এই বিশ্বাসের 'পাথুরে প্রমাণ' সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তাঁহার নেপাল গমন এবং 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোহা'র আবিষ্কার। যাহাই হউক, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই রচনার প্রতি তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' চতুর্থ সংস্করণে এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে চর্যাগীতির নাম-গন্ধ নাই।

অবশ্য পরবর্তিকালে আচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখের প্রচেষ্টায় চর্যাগীতির সহগামী বিচিত্র বিদ্যার মূল্যবান আলোচনা এবং পদ সম্পাদনার কার্য সম্পন্ন হয়। সাম্প্রতিক কালেও গ্রন্থখানির বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ অব্যাহত ধারায় চলিতেছে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এইরূপ পরিস্থিতিতে চর্যাগীতির আর একটি সংস্করণ প্রকাশে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এক কথায় এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে অগ্রসর হইবার অধিকার সকলেরই আছে। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে অন্ধকারটা প্রায় এক হাজার বৎসরের।

এতাবৎকাল চর্যাগীতি সম্পাদিত হইয়াছে সম্পাদকগণের স্বকীয় প্রবণতা অনুসারে। ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত' (সাহিত্য-সভা-বর্ধমান) সংস্করণে অবলম্বিত হইয়াছে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনার প্রচলিত পদ্ধতি। প'বর্তী সংস্করণে (ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স) তিনি প্রধানত ধরিয়াছেন মূল পাঠ; পাদটীকায় স্থান পাইয়াছে সম্ভাবিত পাঠ। প্রাচীন সাহিত্যের গ্রন্থ সম্পাদনার প্রধান উদ্দেশ্য যথাসম্ভব মূলের কাছাকাছি পৌঁছানো। কারণ পরবর্তিকালে অনুলিপিত পুঁথিতে মূল পাঠের বিপর্যয় ঘটিয়া যায় নানাবিধ কারণে। সেক্ষেত্রে একাধিক পুঁথির পাঠ সংগ্রহ ও সংকলন করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও বিশুদ্ধ পাঠ বাছাই করা প্রচলিত-রীতি। কিন্তু চর্যাগীতির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্নরূপ। প্রথমতঃ পুঁথি সবেধন একটাই; তাও সেটি মূল হইতে লিপিকৃত তো নহেই উপরন্তু মূলে এবং মুনিদত্তে অনেক ব্যবধান। প্রাপ্ত-পুঁথি আরও পরবর্তিকালের।

চর্যাগীতির প্রাপ্ত-পুঁথির পাঠে অবিচল থাকিলে দুর্বোধ্য চর্যাগীতি অবোধ্য হইয়া পড়ে। ৩নং পদের মূল-পাঠ 'শুণ্ডিনিণী' অপেক্ষা 'শুণ্ডিণী' পাঠ আমাদের বিবেচনায় শুদ্ধ। ২৮নং পদের 'পইসন্তে' বাদ দিয়া মূলের পাঠ 'সইসন্তে' ধরিলে অর্থ বিগড়াইয়া যায়। ১৪নং পদের মূল-পাঠ 'পোইআ' স্থলে 'যোইআ' পাঠ গ্রহণ-যোগ্য। মুনিদত্ত উক্ত শব্দের প্রসঙ্গে স্পষ্টতই বলিয়াছেন 'যোগীন্দ্র'। ৩৬নং পদের মূল পাঠ 'সুশবাহ' পরিত্যাগ করিয়া 'সুনবাহ' পাঠ ধরিলে মূলের প্রতি আনুগত্য ক্ষুণ্ন হয় কিন্তু অর্থসংগতি বজায় থাকে। একই যুক্তিতে ৪নং পদের 'সগাঅ' ছাড়িয়া 'সমাঅ' ধরা চলে। টীকাকার এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'অন্তর্ভবতি'। ১৭নং পদের মূল পাঠ 'পিচিউ' ছাড়িয়া মুনিদত্তের 'চাপিতং'-এর অনুসরণে 'চাপিউ' পাঠ ধরিলে অশুদ্ধ ভাগবত কিয়দংশে শুদ্ধ হইবে। এগুলি স্পষ্টতই লিপিকর-প্রমাদ।

কিন্তু তাই বলিয়া সন্দিগ্ধ স্থলে সর্বত্রই মুনিদত্তকে আকড়াইয়া ধরিলে ঠকিতে হইবে। ৩নং পদের 'সহজে থির করি বারুনি সান্ধে'র সান্ধে শব্দটি দুর্বোধ্য ভাবিয়া মুনিদত্তের 'বন্ধনং কৃত্বার' অনুসরণে 'বান্ধে' পাঠ-ই নিরাপদ বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মূল 'সান্ধে' পাঠ শুদ্ধ। কারণ বিদ্যাপতির কীর্তিলতায় মদ তৈয়ারী অর্থে 'সঁধ' শব্দের উল্লেখ আছে। মূল সর্বত্রই ভ্রান্তিজনক এমন নহে। ৩২নং পদে শাস্ত্রী ও বাগচীর 'কাঙ্কণ' পাঠ অপেক্ষা মূল-পাঠ 'কাঙ্কাণ' শ্রেয়। তেমনি ৩৩নং পদের 'হাড়ীত' শব্দটি মুনিদত্ত সংস্কৃত প্রীতির দরুন 'হণ্ডী' বলিয়া বাহাদুরি করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য, মুনিদত্তের এই প্রবণতা সর্বত্র

অনুসরণযোগ্য নহে। এ সকল ক্ষেত্রে সম্পাদককে 'কাণ্ডজ্ঞান' সজাগ রাখিতে হইবে।

কাণ্ডজ্ঞানের সূত্রে বলি, চর্যাপদের পুঁথিতে word-division ছিল না। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। পুঁথি পঠনের প্রাথমিক জ্ঞান সক্রিয় রাখিলেই এই বিষয়টির সহজ মোকাবিলা হইয়া যায়। চর্যাপদের শব্দ অ-চেনা কিন্তু এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবেই ঊনবিংশ-শতাব্দীর অনুলিখিত অন্নদামঙ্গলের পুঁথিতে উল্লিখিত 'তোটক ছন্দ' 'ছোট কবিচন্দ্র'-রূপে একদা গবেষকদের চিত্ত চমৎকৃত করিয়াছিল। যাহাই হউক, পুঁথিতে শব্দ-বিভাজন না থাকায় চর্যাপদের সুষ্ঠ সম্পাদনা উৎকটরূপে ব্যাহত হয় নাই।

মুনিদত্তের সংস্কৃত-প্রীতি এক জায়গায় কাজে লাগাইয়াছি। ২০নং পদের 'হাঁউ নিরাশী খমণ ভতারে'র পরিবর্তে টীকায় উল্লিখিত 'সর্বশূন্যং মনঃস্বামীর' অনুসরণে 'সাঁঙ্গ' পাঠ ধরিয়াছি। 'ভতারে' অপেক্ষা 'সাঁঙ্গ' শব্দটি Sophisticated এবং তাহাতে পরবর্তী ছত্রের সঙ্গে Consistency বজায় থাকে। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কোনো কোনো গ্রন্থে আবার উক্ত পাঠটি দেখিতেছি 'ভতারেই' রূপে। এই পাঠের উৎস সম্পর্কে সম্পাদক কোনো হদিশ দেন নাই। 'ভতারে' শব্দটি অক্ষত রাখিয়া অন্ত্যমিলের তাড়নায় উক্ত পাঠ জ্ঞাতসারে সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য সম্পাদনায় এই রীতি সর্বৈব পরিত্যাজ্য। ডঃ সুকুমার সেনের ইষ্টার্ণ পাবলিশার্সের ২৮নং পদের 'উষ্ণা উষ্ণা' পাঠ কোথা হইতে পাওয়া জানি না। মুদ্রাকর-প্রমাদ হইলে মঙ্গল। এই গ্রন্থে মূল পদ-অংশে একটি মুদ্রণপ্রমাদ রহিয়া গেল। ১৬নং পদের বিপথ শব্দটি 'বিপথ' হইয়া গিয়াছে।

তিব্বতী অনুবাদের সহায়তায় চর্যাপদের উন্নততর পাঠ আবিষ্কৃত হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিব্বতী-অনুবাদে পাঠ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। যেমন, ২৩নং পদের 'কদিনি' স্থলে কহানী; ৩৭নং পদের পিথক স্থলে 'পথক'।

আমি ব্যাকরণ জানি না; ফলতঃ লাভ হইয়াছে দুই প্রকার। (১) ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বলিয়া কোনো পাঠ ব্যাকরণ-সম্মতভাবে সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। (২) চর্যাপদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হইতে রেহাই পাইয়াছি। এ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আচার্য সুনীতিকুমারের O.D.B.L. পড়িয়া লইবেন। চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে শুধু সাধারণ অথবা নগণ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া রাখি।

এদেশে এখনও মদ্দা হাঁসকে বলা হয় হাঁসা, স্ত্রীকে বলে হাঁসি। ৬নং পদে পুরুষ হরিণকে বলা হইয়াছে হরিণা, স্ত্রীকে হরিণী, ৯নং পদে পুরুষ হস্তীকে বলা হইয়াছে করিণা, স্ত্রীকে করিণী। এছাড়া ৩নং পদের 'চিঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ' ছত্রটির সরল অর্থ শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থে—চিকণ বল্কল দ্বারা বারুণী মদ্য বাঁধিলেন। সেন মহাশয়ের গ্রন্থে—চিয়ান-বাকড মদ বাঁধে। প্রথমটি গোলমেলে, দ্বিতীয়টিতে অর্থ স্পষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, এদেশে মদ চোলাই করার দেশীয় বিশেষ-প্রক্রিয়ার নাম 'চিয়েন-ভাঁটী', আর মদ্য প্রস্তুতের রাসায়নিক বটিকার নাম বাকড়। এই সকল তথ্যের সাহায্য লইলে ছত্রটির অর্থ পরিষ্কার হইবে।

অনেক পদের অভিধা-অর্থ-ও অদ্যাপি আমাদের নিকট অজ্ঞাত। ১৬নং পদের 'নিরন্তর গঅণন্ত তুঁসে ঘোলই' ছত্রটি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন আমাকে এক পত্রে জানান—"তুঁসে" শব্দটির ঠিক অর্থ বোধ হয় না। "তৃষ্ণায়" পরিকল্পিত হলেও সঙ্গত। "তৃ">"তু" এমন বিকৃতির উদাহরণ নেই।…তৃষ্ণাতুর জল ঘাঁটছে তবুও তৃষ্ণা মিটছে না—এ অর্থ গ্রহণ ছাড়া উপায় দেখি না।" এই অনুমান অনেকাংশে তথ্যভিত্তিক অতএব গ্রহণযোগ্য কিন্তু 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ' ছত্রের অর্থ নিরূপণে নদী-বহুল বঙ্গদেশে প্রবল বন্যায় তেঁতুল বৃক্ষ সমান জলস্ফীতির সূত্রে কুম্ভীরের তেঁতুল বৃক্ষে আরোহন ও ক্ষুধার তাড়নায় তেঁতুলফল ভক্ষণের প্রসঙ্গ-ও কোথাও কোথাও আলোচিত হইতে দেখা যায়। ও সব কথা থাক্।

১৭নং পদের—'সুনতাস্থিধ্বনি বিলসই রুণা'র শেষোক্ত শব্দটির অর্থ দেওয়া হইয়াছে শাস্ত্রীর গ্রন্থে—করুণা, ডঃ সেনের গ্রন্থে – করুণ, করুণভাবে<রুগ্‌ণ। কোনো গ্রন্থে আবার মধুরভাবে। রুগ্‌ণই ঠিক। কারণ এদেশে গ্রামাঞ্চলে কোনো চারাগাছ উপযুক্ত বৃদ্ধি না পাইলে বলা হয় 'গাছ রুনিয়ে যাওয়া।' এই তথ্যটি জানিতে পারি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনায়।

প্রস্তুত গ্রন্থে চর্যাগীতির বৌদ্ধত্ব বিচার করি নাই কারণ ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে এই ভরসায়। ধর্মতত্ত্ব-দর্শন প্রসঙ্গ যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করিয়াছি কারণ এ বিষয়ে অধিকারী ভেদ আছে। কেবলমাত্র পদের Internal evidence ধরিয়া যতখানি পাইয়াছি তাহাই বলিয়াছি তদতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করি নাই। চর্যাপদের ছন্দ, আলংকারিক সৌন্দর্য, রূপক-উপমা প্রয়োগের চমৎকারিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ভিজা

কম্বল ভারী করি নাই। তাহাতে গ্রন্থের কলেবরও স্ফীত হইয়া উঠিত বিপুল পরিমাণে। একে তো প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ভীতি সর্বজনবিদিত!

পদকর্তাগণের পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইল। উৎসাহের আতিশয্যে চারিজন সিদ্ধাচার্যের ছবিও ছাপাইয়া দিলাম। সাহিত্যিক পরম্পরায় চর্যাগীতির অনুবৃত্তি সম্পর্কে নূতন তথ্যভিত্তিক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি যথাস্থানে। ৪নং পদের 'তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী' ছত্রটি গোর্খবিজয়ে প্রায় হুবহু অনুসৃত হইতে দেখি 'চাপ তিন তিহড়ি' রূপে। শূন্য-পুরাণের 'ধবল বরণ ঘোড়া নিলয় না জানি' সহজেই স্মরণ করায় ৬নং পদের প্রথম ছত্রটি। ৫নং পদে চাটিল ধর্মের জন্য সেতু তৈয়ারীর কৃতিত্ব দাবী করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাহাকেই বলিয়াছেন 'ধর্ম্মসেতু'। তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ পাইতেছি—'নিজ ছিষ্টে রক্ষিবারে কৈলে ধর্মসেতু'।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরীতে' কম্বলাম্বর-পার 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী'র সাদৃশ্য আবিষ্কার না করিয়া সরহ-পার ২২ নং পদ 'অপণেঁ রচি রচি ভবনির্বানা'র সহিত রবীন্দ্রনাথের 'আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ!' এর ভাবগত সাদৃশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। যদিচ এই ভাবনাটিও আমার নিজস্ব নহে।

চর্যাপদের প্রাদেশিক দাবী কি এবং কেন বুঝিতে পারি না; তথাপি তাহার অস্তিত্ব আছে। প্রস্তুত গ্রন্থের ভূমিকায় স্বভাবতই উক্ত প্রসঙ্গ আসিয়াছে। আমার ধারণা ছিল 'রাউত' পদবী কেবলমাত্র ওড়িষ্যাতেই প্রচলিত আছে কিন্তু এদেশেও এই পদবীর সন্ধান মিলিতেছে। শাস্ত্রীর মতে, 'রাউত' গন্ধবেণেদের একটি আশ্রমের নাম। ইহারা ছাউনিতে বসিয়া গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিত।

প্রাচীন সাহিত্য সম্পাদনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শব্দ-সূচী ও শব্দার্থ টীকা। চর্যাগীতির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে অতীতে একজন পণ্ডিতের কৃতকর্ম পরবর্তিকালের গ্রন্থাদিতে অনুসৃত হইতে দেখা যায় পরিসংখ্যানগত ভ্রান্তি এবং মুদ্রণ-প্রমাদ সমেত। এ বিষয়ে আমিও মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর সাহায্য লইয়াছি কিন্তু নির্ভর করিয়াছি মুনিদত্তের টীকার উপর। ডঃ সেনের দুইখানি গ্রন্থেই অপতিঠান' ৩১নং পদের শব্দরূপে মুদ্রিত। 'চর্যাপদ' (অতীন্দ্র মজুমদার) গ্রন্থেও তদ্রূপ। The old Bengali Language and Text গ্রন্থেও Apatithana-Baseless-3। শব্দটি আসলে ৩৪নং পদের।

তেমনি 'উলাস' শব্দটিও পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থে ৩৫নং পদের শব্দরূপে উল্লিখিত। বলা বাহুল্য, এই ভ্রান্তিগুলি ডঃ সেনের গ্রন্থ হইতে মুদ্রিত। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইতে চাহি না। সেন মহাশয়ের গ্রন্থে 'কমলিনী' ২৮ নং পদের শব্দ; অর্থ পদ্মলতা। The old Bengali Language and Text গ্রন্থে Kamalini—Lotus Stem 28। প্রথমতঃ শব্দটি ২৮ পদের নয়; ২৭ নং পদের। দ্বিতীয়তঃ কমলিনী অর্থে পদ্মলতা বা Lotus Stem এমন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। মুনিদত্তের মতে, 'কমলরসং মহাসুখরসমস্যান্তীতি কমলিনী সৈব প্রকৃতি পরিশুদ্ধা-বধূতিকা নৈরাত্মা।' কঙ্গুচিনা অর্থে শাস্ত্রী-মহাশয়ের কাঁকুড় নয় কাঙ্গনিদানা, শ্যামাঘাসের বীজ; অধুনা এদেশে পক্ষীখাদ্যরূপে ব্যবহৃত। Etymological অভিধানে আছে Bird-Seed. ঘাণ্টে শব্দটির প্রতিশব্দ Stir খুব লাগসৈ হইয়াছে; প্রচলিত অর্থে ঘাঁটাঘাঁটি কিন্তু মুনিদত্ত বলিয়াছেন সংযোগঘট্টৌ। মুনিদত্তের সব অর্থই ব্যাকরণসম্মত এমন নহে কিন্তু চর্যাপদের দুরূহতা অপনোদনের সহায়ক বলিয়া গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিয়াছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের কাণ্ডজ্ঞান (যেটুকু আছে) কাজে লাগাইয়াছি। বলিতে ভুলিতে গিয়াছি মুনিদত্তের টীকার সার্বিক বঙ্গানুবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।

প্রস্তুত গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নাই। চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়ঃ চর্যাগীতিকোশ প্রভৃতি নাম গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যভিত্তিক কিন্তু ওজনে ভারী। 'আশ্চর্যচর্য্যাচয়ে'র আশ্চর্য শব্দটির ধারে গ্রন্থের কি পরিণাম ঘটিবে স্থির করিতে না পারিয়া বাদ দিয়াছি। 'চর্যাগীতি পদাবলী' নামটি বাংলাসাহিত্যের সহিত সুন্দর খাপ খায়। ২নং পদের 'চর্য্যা' এবং ৩৩ নং পদের 'গীত' জোড়া লাগাইয়া 'চর্যাগীত' এবং তৎসহ 'পদাবলী' সংযোজন গূঢ় অর্থদ্যোতক। **চর্যাগীতি-পঞ্চাশিকা** নামটি গৃহীত হইয়াছে নিছক গীত সংখ্যার কথা স্মরণে রাখিয়া। মূল সংকলন-গ্রন্থে মোট কতগুলি গান সংকলিত হইয়াছিল জানা যায় না। প্রাপ্ত পুঁথির সর্বশেষ পদটি ৫০ সংখ্যক। তিব্বতী অনুবাদে মোট গীতসংখ্যা ৫১। মূলের সংখ্যাও মনে হয় ৫১। হিন্দু সংস্কারে ৫০ অপেক্ষা ৫১ সংখ্যাটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই গ্রন্থের নামকরণে শূন্যান্ত পঞ্চাশিকা শব্দই গৃহীত হইল; কারণ কোনোরূপ প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখি না।

যাঁহার প্রেরণায় গ্রন্থখানি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হইল তিনি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ ভূদেব চৌধুরী। সমগ্র গ্রন্থখানির পরিকল্পনায় তাঁহার মূল্যবান

উপদেশ কাজে লাগাইতে পারিয়াছি। যাঁহাকে আদ্যন্ত গোপন রাখিয়া গ্রন্থ সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করিয়াছি তিনি বিশ্বভারতীর বাঙ্গালাপুঁথি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাচীন সাহিত্যের কোনো গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে হইলে অনেক জন্ম লাগিয়া যায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের কোনো পরিকল্পনাই এই সংস্করণে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ইঁহারা প্রত্যেকেই আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক; সুতরাং ঋণ স্বীকারের কোনো দায় নাই; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রশ্নই ওঠে না।

মুনিদত্তের টীকা অনুবাদে আমার প্রথম হাতে খড়ি বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট। পরে ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দুর্গেশদা) এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেন। কয়েকটি শব্দের সাহায্যে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব না। বিভিন্ন সময়ে সময়োপযোগী সাহায্য করিয়াছেন অগ্রজপ্রতিম শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। শ্রীমান্ চন্দন রাণার নামও গ্রন্থে যুক্ত হইল।

গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ফার্মা কে এল এম এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। গ্রন্থ প্রকাশের লগ্নে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উক্ত সংস্থার অন্যতম কর্মী শ্রীশচীন চক্রবর্তী মহাশয়ের কর্মতৎপরতাও উল্লেখযোগ্য।

॥ এক ॥

প্রথমে জাতি এবং ভাষা ; তারপরে দেশ ; সাহিত্য আরও পরবর্তিকালের ঘটনা। 'বঙ্গ' শব্দটির অর্থ ও ব্যুৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। 'বঙ্গ' শব্দের 'অং'-অংশের সঙ্গে গঙ্গা, হোয়াং-হো, ইয়াং-সি-কিয়াং প্রভৃতি নদী-নামের 'অং' অংশের সমত্ব ধ'রে অনুমিত হয় শব্দটির মৌলিক অর্থ জলাভূমি। এ ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ। মধ্যরাঢ়ের একটি প্রাচীন গ্রাম—নাম 'ব্যাঙ-চাত্‌রা' অধুনা বঙ্গছত্র নামে পর্যবসিত। এই সূত্রে কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা 'ব্যাঙ' শব্দটি বঙ্গ শব্দের প্রাক্‌রূপ। চাত্‌রা শব্দের অর্থ জানি না। এই নাম উত্তর-রাঢ়ে আরও আছে। গ্রাম-দেবতা অথবা গ্রাম-দেবীর নাম অনেকক্ষেত্রে স্থান-নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। প্রাচীন সুহ্ম দেশের দেবী সুহ্মারূপা। সাঁওতাল-পরগণার আলগ্‌-পথর গ্রামের গ্রাম-দেবী আলগ্‌-চণ্ডী। কোনো দেবতার বীজমন্ত্রের বিশেষ কোনো শব্দ সহযোগে কোনো দেশের নাম নিষ্পন্ন হয় কিনা জানা নেই ; তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ-রাঢ়ে বোড়ো গ্রামের বলরাম দেবতার বীজমন্ত্র 'বং'। বোড়ো নামটি নিশ্চিতরূপে মঙ্গোলয়েড্‌ গোষ্ঠীর 'বোদো' জাতির নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম 'বাঙ্গ্‌' বা 'বঙ্গ'-দেশ তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তবকাৎ-ই নাসেরী গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশ Bang রূপে উল্লিখিত। ১২৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে মীনহাজ-ই-সিরাজ গ্রন্থখানির রচনা সম্পূর্ণ করেন।

'বঙ্গ' শব্দটি ঋক্‌বেদীয় নয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন, ঐতরেয় আরণ্যকে (২-১-১-৫) 'বয়াংসি বঙ্গাব ধাশ্চেরপাদা বা বগধাশ্চ ইরঃপাদা'—শ্লোকাংশে বঙ্গ, বগধ চেরপাদ বা ইরপাদ এই তিনটি জাতি নামের উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক আর্যগণের দৃষ্টিতে এদেশের প্রাক্‌ আর্য আদি-অধিবাসীরা ছিল বয়াংসি বা বায়স বা পক্ষী-স্বভাব। হয় ভ্রাম্যমান যাযাবর অর্থে ; নয়ত যাদের মুখের ভাষা অস্ফুট—এই অর্থে। জলাভূমিতে বসবাসের দরুন তাদের উচ্চারণে নানা-রকম বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল। তারা মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতো। এই প্রসঙ্গে শতপথ-ব্রাহ্মণের কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য।

[দুই]

আর্য-অভ্যাগমের আদি-পর্যায়ে প্রাচীন ধারার যে পুরাতন শাখা 'সদানীরা' অতিক্রম ক'রে 'বিদেঘ' অর্থাৎ বিদেহভূমিতে উপনিবিষ্ট হয়েছিল সে ধারাকে অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে আসুর বা ব্রাত্যরূপে অভিহিত করা হয়েছে। 'ওহে শত্রুগণ!' এই অর্থে 'হে হরয়ঃ'র পরিবর্তে 'হেলয়ো'—এই উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে নবাগত আর্যধারার কাছে এরা পরাভূত হয়।

'বয়াংসি'র অর্থ দস্যুজাতীয় ধরলে বঙ্গ বা বঙ্গাল মানে দুর্ধর্ষ-লুটেরা হতে হয়। চর্যাগীতির ৪৯ নং পদে নির্দয় দস্যুদল কর্তৃক লুঠতরাজের একটি প্রতীক-কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে। রাঢ়ের মতো 'বঙ্গাল'-শব্দটিরও নিন্দাবাচক অর্থ-পরিণতি ঘটেছিল। জিপ্সী ভাষার ওয়েলেশ্-উপভাষায় 'বেঙ্গালী জুবেল' মানে অসতী-নারী।

॥ দুই ॥

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল বাংলা নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে আল্ (আলি বা আইল) যুক্ত হয়ে বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। আল্ শুধু শস্যক্ষেত্রের আলি নয়; আল অর্থে ছোট-বড় বাঁধ। নদীমাতৃক (সদানীরা—সর্বদা জলপ্লাবিত অঞ্চল) দেশে বৃষ্টি ও বন্যাস্রোত প্রতিরোধের নিমিত্ত এবং বারিপাত যেখানে কম সেখানে বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্য (যেমন বীরভূম অঞ্চলে) এই উভয় প্রয়োজন-ই আল্ দ্বারা সিদ্ধ হ'তো। 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বঙ্গাল শব্দটি দশম-দ্বাদশ শতকে অথবা তারও অনেক পূর্ব থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। চর্যাগীতি-পদাবলীতে 'বঙ্গ' শব্দ নেই; কিন্তু ৪৩ নং পদটি বঙ্গাল-রাগে গীত হবার নির্দেশ আছে। ৪৯ নং পদের বর্ণনা থেকে মনে হয়, বঙ্গাল বিশেষ কোনো জাতি বা সম্প্রদায় কর্তৃক লালিত আচার অথবা সংস্কৃতির নাম। সেই বঙ্গাল আচারের প্রধান ধারক তখন চণ্ডাল জাতি। সংগুপ্ত পর্যায়ের অভিজাত সঙ্গীত ঘরানা অর্জন করার মতো সিদ্ধাচার্য-ভুসুকু চণ্ডালী-বিবাহের মধ্য দিয়ে সেই বঙ্গীয় আচারে দীক্ষিত হয়ে বাঙ্গালী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা। ৩৯ নং পদ।

বিশেষজ্ঞগণের মতে, চণ্ডাল ও ডোম দু'টি জাতি বরাবর আর্যভাষী ছিল। অনেকে বলেন, এরা আদিতে আর্যশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল পরে আর্যশ্রেণীভ্রষ্ট হয়। অর্বাচীনকালের পুরাণগুলিতে এরা অন্ত্যজ রূপে উল্লিখিত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত বর্ণবিন্যাস-সূচিতে দেখা যায়—চণ্ডাল (বা চাঁড়াল) অধম-সংকর (বা অন্ত্যজ), বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত অতএব অস্পৃশ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চণ্ডাল অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য পর্যায়ের অন্যতম জাতি-বিশেষ। কিন্তু কবিকঙ্কণের কাব্যের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেকালের সমাজে চণ্ডালেরা অস্পৃশ্য ছিল না।[১] দ্বাদশ শতাব্দের বৌদ্ধ-পণ্ডিত অদ্বয়-বজ্রের উক্তি অনুসারে, চণ্ডাল জাতির উপবীত সংস্কার ছিল।

এদেশের আর একটি অতি প্রাচীন জাতি ডোম। এরা মদ্যপানে আসক্ত; বলিষ্ঠ এবং দুর্ধর্ষ। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কতদিনের জানি না; ঐতিহাসিকতাও সন্দিগ্ধ তবে উক্ত কাহিনীর পরম্পরায় দুটি চরিত্র মনে হয় কাল্পনিক নয়। একজন আশোয়া-চণ্ডাল; অপরজন কালুডোম। কালুডোম এদেশের ডোম জাতির আদিপুরুষরূপে কথিত। এর জন্মতিথি অথবা বিজয়-তিথি এদেশের ডোমজাতি কর্তৃক সাড়ম্বরে পালিত হয়। কালুবীর বা কালুডোমের বংশোদ্ভূত সন্তান এদেশের ডোমজাতি 'বীরবংশী' পদবীতে চিহ্নিত। বীর অর্থে কালুবীর; বংশী অর্থে বংশীয় বা বংশোদ্ভূত। ডোম এবং চণ্ডাল এই দুটি জাতি প্রাচীন বঙ্গীয় সংস্কৃতির শীর্ষদেশে একদা আসীন ছিল এবং সম্ভবতঃ দেশরক্ষা ও শাসনকার্যে এদের নৈপুণ্য ছিল সুবিদিত। কারণ সর্দার, দলুই (দলপতি), প্রধান বা পরধান ইত্যাদি পদবী ডোম বা চণ্ডালদের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত। নিজেদের সমাজে এরা নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলে। কোনো কোনা পণ্ডিতের মতে আর্য-ভাষাভাষী ডোমদের কয়েকটি দল দুই হাজার—দেড় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ ছেড়ে ইরাণে চলে যায় এবং তারপরে ইওরোপে পৌছে। তাদেরই ইংরেজী নাম জিপ্‌সি।[২] এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিমূলে কি তথ্য আছে জানি না। সে যাই হোক, বৈদিক মতে, এদের সংস্কারহীন ব্রাত্য[৩] বলা হয়েছে। পুরাণোক্ত তালিকায় এদের

১ চণ্ডাল নিবসে পুরে। লবন বিক্রয় করে। পানিফল কেশুর পসারে॥ —চণ্ডীমঙ্গল।

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড পূর্বার্ধ।

৩ ব্রাত্য শব্দটি পরবর্তীকালে প্রযুক্ত হয়েছে ব্রতবাহ্য অর্থাৎ আর্য-সংস্কৃতিচ্যুত অর্থে, কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃঃ—১৩.

অন্ত্যজরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরাই তখন বঙ্গীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আচার-আচরণে, ধর্মবিশ্বাসে, ভাষায় এরা আর্য-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। এরা কদাচ সংস্কারহীন ছিল না।

এই সংস্কৃতির দুর্নিবার আকর্ষণেই ভুসুক-পার বঙ্গদেশে আগমন এবং চণ্ডালী-বিবাহ। কাহ্ন-পার ডোম্বী-বিবাহের কারণ-ও একই। তারও অনেক পূর্বে জৈনধর্মের ২৪তম তীর্থংকর রাঢ়দেশে এসেছিলেন এবং তাঁর 'আর্হৎ' লাভ হয়েছিল এদেশের জৃম্ভীক গ্রামে (অধুনা বর্ধমান জেলার জৌগ্রাম) শ্যামাক নামে কৃষকের কৃষিক্ষেত্রের সংলগ্ন শালবৃক্ষের নীচে ; ঋজুপালিকা নদী-তীরে।

মুনিদত্তের টীকায় উক্ত 'লাড়ী-ডোম্বী' নামটিও গূঢ় অর্থদ্যোতক। লাড়ী অর্থে রাঢ়-দেশীয়। সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গজনেরা লাল (রাঢ়) জনদের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। জৈন-প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে বঙ্গজনদের সঙ্গে লাল (রাঢ়) জনদের 'উল্লেখ ক'রে উভয়কেই আর্য বলা হয়েছে। আচারঙ্গ সূত্রে রাঢ়া জনপদের দু'টি বিভাগ—বজ্‌জ বা বজ্রভূমি, সুব্‌ভ বা সুহ্মভূমি। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে (একাদশ শতকের প্রথম দিক) উত্তর লাঢ়ম (উত্তর-রাঢ়) তক্কণ লাড়ম (দক্ষিণ-রাঢ়) নাম দুটি পাওয়া যায়। ষোড়শ-শতকে রচিত কবিকঙ্কণের কাব্যে 'রাঢ়' শব্দটি কখনও অস্পৃশ্য (অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়ার। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥), কখনও চোয়ার-জাতির ঘৃণাসূচক বিশেষণ (আমার দেশের কাঁকড়া রাঢ়-চোয়ারে খায়॥) কখনও ব্যাধ জাতির বিশেষণ (অক্ষটি হিংসুক রাঢ় চৌদিগে পশুর হাড়) রূপে উল্লিখিত। 'রাঢ়-চোয়ার' শব্দটির মতো 'ডোম-চণ্ডালী' শব্দটিও কালক্রমে নিন্দাবাচক যৌনাচারের নামে পরিণতি ঘটে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—'কিসক পাতহ রাধা ডোম্ব-চণ্ডালী।' অন্যদিকে 'ডোম-চাঁড়ালি' এ দেশের কোনো কোনো তান্ত্রিক দেবীর উপাসনার অপরিহার্য কৃত্য-বিশেষ, প্রকারান্তরে পূজা-পদ্ধতির রূপান্তর। কৃষ্ণবজ্র পা রচিত ১৮ নং পদটি ডোম চণ্ডালী নয় কামচণ্ডালী। চর্যাগীতে ডোম-চণ্ডালী গীত আসলে শবর-পা রচিত ২৮ নং পদটি। কারণ শবর-শবরীর দৈহিক মিলন কাহিনী এই পদে যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমন আর কোনো পদে নয়। এইরূপ ঘটনাই সম্ভবতঃ এ দেশের স্মৃতিকার-উক্ত শবরোৎসবের আদিরূপ অথবা রূপান্তর।

চণ্ডাল ও ডোমের মতো শবর জাতিও পূর্ব-ভারতের অন্যতম প্রাচীন জাতি-বিশেষ। এই জাতিও প্রাক্-আর্য যুগের এবং একদা বিশেষ সংস্কৃতি-সম্পন্ন ছিল। সংস্কৃতি-সম্পন্ন এই কারণে যে এই জাতির নামে চিহ্নিত একটি সঙ্গীত-ঘরানার সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাপদের ২৬ নং পদ শীবরী এবং ৪৬ নং পদ শবরী রাগে গীত হবার নির্দেশ আছে। প্রধানত ওড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল এই জাতির আদিবাসভূমি। উক্ত অঞ্চলে শবর-পূজিত শবরী-নারায়ণের অস্তিত্ব আজও আছে। তাছাড়া পুরীর জগন্নাথদেব মূলত শবর-জাতির দেবতা। এই দেবতার মূর্তি-কল্পনা কদাচ আর্যভাবনা-আশ্রিত নয়। জগন্নাথ দেবের ভোগ আয়োজনের অন্যতম প্রধান সামগ্রী কাঁজি (আমানি = পচা ভাত এবং জলমিশ্রিত মাদক রস-বিশেষ) আর্যগণের খাদ্যরুচির অন্তর্গত নয়। জগন্নাথের পূজায় 'হাড়ির ঝাঁটা' অনুষ্ঠান অদ্যাপি অপরিহার্য কৃত্য-বিশেষ।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। চর্যাপদের কোনো কোনো পদকর্তা ওড়িষ্যা-বাসী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অকুণ্ঠ বক্তব্য—একজন পদকর্তার বাড়ী উড়িষ্যাদেশে, তাঁহার গানটিও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গলায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে 'ল' থাকে, তাহাতে সেখানে ড় আছে, যেমন 'গাহিল—গাইড়'। সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি।[১]—হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা। —মুখবন্ধ পৃ-১৭। কিন্তু তৎসত্ত্বেও History of Oriya literature (Sahitya-Academi) গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার রীতিমতো ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছেন, In the fine introduction to his book Buddha Gan O Doha M. M. H. P. Sastri, the discoverer of those Songs, Says (P.6) : I believe those who wrote in this language (i, e that of these Buddhist Songs and Psalms) were of Bengal or the neighbouring Countries. He admits again in the same introduction at page 17 that one poet's domicile happens to be Orissa, and his Songs also is written in the Oriya language. I have taken that to be an Oriya poem. But strangely enough he forgot to name this Supposed Oriya Poem or the poet. কিন্তু চর্যাপদে যে কোনো

১ উক্ত শব্দের প্রকৃত পাঠ গাইড় নয় গাইউ।

সংস্করণের মাত্র দুটি পাতা ওলটালেই বোঝা যায় পদটি ২নং ; পদকর্তা কুক্কুরী। ৬ পৃষ্ঠার অপরাধ সম্পর্কেও জবাবদিহি আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে কেবলমাত্র ওড়িয়া বললে হ'তে না তাঁকে বলতে হতো ওড়িষ্যা-আসাম-বিহার-মিথিলা। তার চেয়ে প্রতিবেশী রাজ্য বলায় ভাগবত অশুদ্ধ হয়নি।

ওড়িয়া সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মতে, ৫০ নং পদে চিত্রিত পরিবেশে ওড়িষ্যার কোনো পাহাড়ী গ্রাম চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এই পদে ব্যবহৃত 'তইলা' শব্দটি ওড়িয়া ভাষায় Newly reclaimed Jungle অর্থে ব্যবহৃত। ওখানকার অধিবাসীরা কুঠার (Kuradhi)-এর সাহায্যে জঙ্গল কেটে অকৃত-ভূমিকে কৃতক্ষেত্রে পরিণত ক'রে তাদের প্রিয় শস্য Kangoo এবং Jahna (Cheena) বপন করে। কিন্তু কঙ্গুচিনার সূত্র ধরে কোনো রচনার ওড়িয়াত্ব প্রমাণ হয় না। কারণ কঙ্গুচিনা উড়িষ্যার একচেটিয়া ফসল নয় ; কঙ্গুচিনা বাংলাদেশেও উৎপন্ন হতো ; বর্তমানে এদেশে এর নাম কাঙ্গনিদানা ; ব্যবহৃত হয় বিশেষত পক্ষীখাদ্যরূপে। তাছাড়া জঙ্গল কেটে কঙ্গুচিনা বপন করার যে প্রসঙ্গ ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে অনুরূপ প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'রাজু পাঁড়ে' গল্পটি। উক্ত গল্পের পটভূমি উড়িষ্যা নয় বিহারের লবটুলিয়া-বইহার অঞ্চল। এছাড়া ২৮ নং পদের 'দারী' এবং 'লোড়িব' শব্দ দুটি অবলম্বনেও ওড়িয়া দাবী প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু দারী শব্দটি এদেশেও প্রচলিত অসতী রমণী অর্থে। গোর্খবিজয় কাব্যে বর্ণনা আছে—এমত সাহস তোর কৈলি চুরিদারি। পৃঃ—১১৬। সুতরাং একটি দুটি শব্দের উপর নির্ভর করে বিশেষ কোনো প্রাদেশিক দাবী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, বলা বাহুল্য, উচ্চস্তরের গবেষণারীতি নয়।

প্রকৃতপক্ষে লোকায়ত স্তরে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় রূপ এবং উত্তর ভারতের সর্বজনবোধ্য শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রচলন ছিল যথেষ্ট। এই শেষোক্ত ভাষায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা গান ও পদ রচনা করেছিলেন। মাগধী-অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়বঙ্গীয় রূপের সঙ্গে শৌরসেনী-অপভ্রংশের বড় কিছু পার্থক্য ছিল না। নব-সৃজ্যমান বাংলাভাষায় রচিত চর্যাগীতিগুলিতে যে-ভাষা অনুসৃত হয়েছে তা মাগধী-অপভ্রংশের গৌড়বঙ্গীয় রূপেরই সহজ স্বাভাবিক বিবর্তন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার উপর শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবও কিছু পড়েছে।[১]

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস

সেইজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে চর্যাপদের ভাষারীতিতে এমন অনেক বৈশিষ্ট্যই আছে যা বাঙ্গালা ভাষার এবং একই সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির। চর্যাপদ যে যুগে র'চত হয়েছে, ভরসার কথা, তখন আজকের মতো প্রাদেশিকতাবোধ মানুষকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে নি।

হরপ্রসাদের মন্তব্যের সূত্র ধরে নিছক একজন পদকর্তা ওড়িষ্যাবাসী এবং একটি পদের একটি মাত্র ক্রিয়াপদ-ই যে ওড়িয়া প্রভাবিত এমন নয়। ভুসুকু-পার জীবনী আলোচনায় দেখা যায়, তিনি কিছুকাল ওড়িষ্যায় অবস্থান করেছিলেন। ভুসুকু ৪৩ নং পদে নিজেকে 'রাউতু' বলেছেন। 'রাউত' রাজকর্মী হতে পারে, Horseman হতে পারে, রাজপুত্র হতে পারে কিন্তু রাউত পদবীর প্রচলন বর্তমানে ওড়িষ্যাতেই আছে। সিদ্ধাচার্য সরহ-পাদ ওড্র-বিষয়ে মন্ত্রযান শিক্ষা করেন; পরে মহারাষ্ট্রে গিয়ে যোগিনী-আচারে সিদ্ধ হন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, লুই-পা কে ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে পূজা করা হয়।

স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখলে চর্যাপদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওড়িয়া-সংস্কৃতির সংযোগাত্মক সাদৃশ্য আরও অনেক পাওয়া যাবে। পুরীর বড়-দেউলের ভিত্তি-চিত্রে দিগম্বর নরনারীর বিপরীত-বিহার চিত্রের সঙ্গে—'বিপরীত করণে দারক সিধা' অংশের সাদৃশ্য আছে বলে জনৈক পণ্ডিত অনুমান করেছেন।

এছাড়া অর্বাচীন কালের কোনো কোনো পুরাণে 'জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য' অংশে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। সূর্য-বংশজাত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বাসনা হ'লো স্বর্ণদেউলে কমললোচন স্থাপনের। সমুদ্রের বালুকাতটে তিনি সুবর্ণ দেউল নির্মাণ করলেন। কিন্তু দেবতার ইচ্ছায় সে দেউল বালুকাগর্ভে তলিয়ে গেল। এই ভাবে রূপা ও তামার মন্দিরও তলিয়ে গেল। সবশেষে তৈরি হল প্রস্তর দেউল। কমললোচন স্থাপিত হলেন। তিঅ-ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী—২৮নং পদের এই ছত্রটি, আমার মনে হয়, উক্ত গল্পের সঙ্গে কোনো ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। চর্যাপদ বহুলাংশে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'। ওড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঘটেছিল এই ধর্ম-প্রচারের আদিযুগেই। উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে ব্রাহ্মী হরফে খোদিত অশোকের অনুশাসন আছে। শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্তি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক বলে অনেকে মনে করেন। দেববিগ্রহে সংযুক্ত বিষ্ণুপঞ্জর অনেকের মতে, বুদ্ধাস্থি। তবে ওড়িষ্যার আদি শবর সংস্কৃতির সঙ্গে নবাগত বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় সহজে হয়নি তার পরিচয় বড়-

দেউলের দেওয়াল-চিত্রে অদ্যাপি সুস্পষ্ট। দশাবতারের মূর্তিতে বুদ্ধর মূর্তি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে জগন্নাথ বিগ্রহ অঙ্কিত হয়েছে।

শবর বা শবরী জাতির আদি বাসভূমি যদি ওড়িষ্যা হয় তাহলে উক্ত জাতির কোনো শাখা কোনো কারণে এদেশে এসে বসতি স্থাপন ক'রে হাড়ি রূপে পরিচিত হয়েছিল। এই নামের ভাষাগত বিবর্তন এই রকম—শবরী > হঅড়ি > হারি, হাড়ি।[1]

এদেশে হাড়ি জাতির সাধারণ পদবী হাজরা। বীরভূমে হাজরা নামে গ্রাম আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত জাতি-নামের তালিকায় 'হড্ডি' নামে একটি জাতি অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। হড্ডি সম্ভবতঃ হাড়ি নামের কষ্টকল্পিত সংস্কৃত-রূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণও কত পুরানো বলা মুশ্‌কিল। প্রকৃতপক্ষে হাড়ি জাতির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে এদেশের ধর্মপরম্পরায়—নাথ ঐতিহ্যের সৃষ্টিপত্তন কাহিনীতে।

বল্লুকা নদীর ঘাটে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পিতৃস্তবে নিরত হলে আদিনাথের পূতিগন্ধময় মৃতদেহ বল্লুকার স্রোতে ভেসে এলো। গলিত শবের দুর্গন্ধে ব্রহ্মা আসন ছেড়ে পালালেন; বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনি জল ঠেলে মৃতদেহ দূরে সরিয়ে দিলেন; শিবের কাছে গেলে তিনি বুঝতে পারলেন এ নিশ্চয় পিতার মৃতদেহ। দুই ভাইকে ডেকে শিব পিতার মৃতদেহ সৎকারে উদ্যোগী হলেন। শিবের জানুর উপর অনাদিনাথের শবদাহ করা হলো। ব্রহ্মা হলেন অগ্নি, বিষ্ণু হলেন কাঠ। দাহ্যমান শবের নাভি থেকে উদ্ভূত হলেন মীননাথ, ললাট (মতান্তরে জটা) থেকে নির্গত হলেন গোর্খনাথ, হাড় থেকে নির্গত হলেন হাড়ি-পা।[2]

ঘটনার পটভূমি যেহেতু বল্লুকা নদী এবং কল্পনা যেহেতু বঙ্গীয় কবির তাই স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে ঘটনাস্থল বঙ্গদেশ। সে যাই হোক, দেবতার অভিশাপে মীননাথ বাসনা ভোগ করতে গেলেন কদলী-কামরূপে নারী রাজ্যের

১ সাহিত্য-প্রকাশিকা। —৪র্থ খণ্ড

২ হাড়ি-পার নামান্তর জালন্ধরি। কাহ্নপাদের ভনিতায় ১২টি চর্যাগীতি মিলিয়াছে তাহার মধ্যে অন্ততঃ ছয়টিকে তান্ত্রিক যোগীসিদ্ধ কান-পার রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই। একটিতে গুরু জালন্ধরির দোহাই আছে—শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।

৩৬ নং—গোর্খবিজয়

রাজা হয়ে। হাড়ি-পা গেলেন মেহারকুলে (ত্রিপুরা) রাণী-ময়নামতীর ঘোড়া-শালায় হাড়ি-কর্ম (ঝাড়ুদারের কাজ) করতে।

এই যোগসাধনার সূত্রেই বঙ্গদেশের সঙ্গে ত্রিপুরা-আসাম-কামরূপের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। দিবসই বহুড়ি কাগ ডরে ভাঅ। রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥—কুক্কুরী-পার ২নং পদটির যে গৃহবধূ দিনের বেলা কাক ভয়ে ভীত হয়; রাত্রি গভীর হলে সে-ই কামরূপে অভিসার করে। বহির্বঙ্গে ছত্রটি ঈষৎ রূপান্তরে গ্রাম্যছড়ায় চালু আছে—কামরূপের পরিবর্তে ভোটান।

একটি তিব্বতী পুঁথির তথ্যের উপর নির্ভর করে Dr. G. Tucci সিদ্ধান্ত করেন, মীননাথ কামরূপে জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরদর্শন নিবন্ধ থেকে যে চারছত্র মুনিদত্ত উদ্ধৃত করেছেন, অসমীয়া পণ্ডিতদের মতে, পদটি কামরূপের মীননাথের রচনা।[১] পদটি এইরূপ—

কান্তি গুরু পরমার্থের বাট। কর্মকুরঙ্গ সমাধি কপাট॥
কমল বিকশিল কহি [হ] ন জমরা। কমল মধু পিবি ধোকে ন ভমরা॥

আসামের এই দাবী অসঙ্গত নয়। কিন্তু পদটির ভাষা বিচার ক'রে অসমীয়া সাহিত্যের খ্যাতিমান ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করেছেন পদটি আসলে কামরূপ এবং মিথিলার মিশ্র উপভাষায় রচিত—From a careful study of these compositions it appears that the dohas fit into the prevailing spirit of age. Though they appear to be written in a mixed dialect of kamrupi and Maithili and are mainly didactic in purpose these poems have a significant literatriay value in the evolution of old Assamese poetry. P 40-41—Assamese literature—Hem Barua.

১ প্রকৃতপক্ষে মীননাথ "বাঙ্গদেশে" সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৎস্য-প্রীতির জন্য তাঁকে ধীবর বলে অনুমান করা হয়। তাঁর আদিলীলা সুন্দরবন সন্নিহিত সমুদ্র অঞ্চলে; গোর্খবিজয়ের সাগর বঙ্গোপসাগরের ইঙ্গিত হতে পারে।……মধ্যলীলা কামরূপে। শেষ বয়সে মীননাথ গোর্খ কর্তৃক 'বিজআ ভুবনে' সম্ভবতঃ নেপাল অঞ্চলে নীত হন। ……উপরোক্ত চার ছত্রের……অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি শোনা যায় দ্বিজলক্ষ্মণের 'অনিল পুরাণে' মীননাথ-শ্রুত হরগৌরীর তত্ত্ব সংবাদে—

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা। মৎস্য নাহি চেনে বক জল কৈল ঘোলা॥

—ভূমিকা: গোর্খবিজয়

প্রকৃতপক্ষে, শিষ্ট সমাজের উচ্চস্তরে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা বাদ দিলে মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় বিবর্তিত রূপই ছিল এই পর্বে রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতট-চট্টলের লোকায়ত ভাষা। মূলতঃ এই ভাষায় আর্যেতর অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটব্রহ্ম প্রভৃতি ভাষাগোষ্ঠীর নানা স্থানীয় 'বুলির' যথেষ্ট প্রভাব ছিল উচ্চারণ ভঙ্গীতে, বাক-ভঙ্গীতে, পদবিন্যাসরীতিতে। কাজেই এই ভাষায় রচিত সাহিত্যে পূর্বভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষার স ক্ষর কম-বেশী থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও খাস্ বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য চর্যাগীতি পদাবলীতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(ক) চর্যাপদের পাঠকদের কাছে এই সংবাদ আজ আর অজ্ঞাত নয় যে, নদীমাতৃক বঙ্গদেশের পটভূমিতে অধিকাংশ পদ রচিত। ৪৬½টি পদের মধ্যে অন্ততঃ সাতটি পদে কোনো-না-কোনো ভাবে নদ-নদীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অনেকে বলেন, ৪৯ নং পদের 'পঁউআ খাল' আসলে পদ্মানদী। বিষয়টি বিবেচনা-সাপেক্ষ। কারণ কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, পদ্মা অর্বাচীনা নদী। রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, ষোড়শ শতক থেকে গঙ্গার পূর্ব-যাত্রা অর্থাৎ পদ্মার সূত্রপাত।

১৪নং পদে উল্লিখিত 'গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ' অংশে হুগলীর ত্রিবেণী-সংগমের কথা বলা হয়েছে বলে মনে করি। ত্রিবেণী-সংগমের অন্যতম নদী সরস্বতীর এখন আর অস্তিত্ব নাই। যমুনাকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাসের কাব্যে উল্লেখ আছে—গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বরী। রেনেলের মানচিত্রে যমুনা অতি-খর্ব ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র।

ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া সপ্তগ্রাম একদা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাছাড়া, এই অঞ্চলের খ্যাতি ছিল বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে। কবিকঙ্কণ উল্লেখ করেছেন—সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না জায়। ঘরে বসি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায়॥ এই অঞ্চল একদা বৈশ্যদের স্থায়ী বাসভূমি ছিল। বৈশ্যেরা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বৈশ্যদের বলা হয়েছে বৌদ্ধ—বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব। নিত্যানন্দ প্রভু এঁদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। চৈতন্য-ভাগবতে তার উল্লেখ আছে। তৎপূর্বে এই অঞ্চল ছিল দরাপ-খাঁ প্রমুখ গাজী-পীরের আস্তানা। কাজেই ১৪নং পদের রচয়িতা সিদ্ধাচার্য ডোম্বী-পা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণে এই অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন।

(খ) অনেক চর্যাপদ বহির্বঙ্গেও রচিত হতে পারে; কিন্তু একমাত্র 'বঙ্গ' ছাড়া আর কোনো দেশ-নাম কোনো পদে পাওয়া যায় না। 'গৌড়' নামটিও আছে পদশীর্ষে রাগ-নামে। ২নং ও ৩নং পদে রাগ-গবড়া, ১৮নং পদে আছে 'গউরা'; ৪০নং পদে রাগ-নির্দেশ করা হয়েছে 'মালসী গবুড়া' নামে। ৪৩নং পদে 'বঙ্গাল' রাগের উল্লেখ আছে। দেশ-নাম ও জাতি-নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাগ-নামের পরিচয় সঙ্গীতশাস্ত্রে অনেক আছে। এগুলিও গৌড বঙ্গে উদ্ভুত নিজস্ব রাগমার্গ। অবশ্য তার দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণ হয় না যে এগুলি একমাত্র বাংলা সাহিত্যের-ই সামগ্রী। কারণ কাওয়ালী গান কাওয়াল জাতি ছাড়া অন্য জাতির মধ্যেও বেশ প্রচলিত আছে। আবার জারিগান, সারিগান বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ।

(গ) 'বঙ্গাল' শব্দটি চর্যাপদে পাওয়া যায় জাতি নাম রূপে। তাছাড়া বাঙ্গালা দেশের ভূমিজ জাতিগুলির নাম চর্যাপদে আছে। যেমন—ডোম, চণ্ডাল, শুড়ি, কুলীন, কাবালি, তাঁতি, কৈবর্ত, গোয়ালা, তাম্বুলী। পদকর্তাগণের নামগুলি যদি জাতি-বাচক হয় তাহলে তৈলিক পাদ, তন্তি-পা, ধোবী, চর্মারু, কর্মার, কুম্ভকার ইত্যাদি নাম বর্তমান প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) চর্যাগীতিকারগণ অধিকাংশই বঙ্গদেশীয়। অনেকে জন্মসূত্রে; অনেকে কর্মসূত্রে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—'পদকর্তা-পরিচয়' অংশে। এ ছাড়া তিব্বতী-গ্রন্থের সাক্ষ্যে আরও কয়েকজনকে জন্মসূত্রে বাঙ্গালীরূপে পাওয়া যাচ্ছে। তেঙ্গুরে সরোহ [-বজ্র] বা সরহকে বলা হয়েছে উড্ডীয়ান বিনির্গত; কিন্তু পাগ্-সাম জোন-জাং গ্রন্থে সেই সরহকে বলা হয়েছে বঙ্গালের অধিবাসী। অবধূতপাদ বা অদ্বয় বজ্রকে তেঙ্গুরে এক জায়গায় বলা হয়েছে উড্ডিয়ান বাসী অন্য অংশে সেই অদ্বয় বজ্রকে বলা হয়েছে বাঙ্গালী। পাগ্-সাম-এ যে লুইকে বলা হয়েছে উড্ডীয়ান বিনির্গত, তেঙ্গুরে সেই লুইকে বলা হয়েছে বাংলার অধিবাসী। তেঙ্গুরে যে তৈলিক-পাদকে বলা হয়েছে উড্ডীয়ান-বাসী সেই তৈলিকপাদকে পাগ্-সাম-এ চট্টগ্রামীয় এক ব্রাহ্মণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পাগ্সাম-এ নাগবোধির বাড়ী বলা হয়েছে বরেন্দ্রের শিব সর গ্রামে। অথচ স্বয়ং নাগবোধি নিজের বর্ণনা দিয়েছেন উড্ডীয়ান-বিনির্গত বলে। এইসব সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সিদ্ধান্ত করেছেন, উড্ডীয়ান বাংলা দেশে-ই। পাগ্সাম গ্রন্থে শান্তি রক্ষিতের পরিচয় আছে বাঙ্গালীরূপে; অন্যত্র শান্তি রক্ষিতকে-বলা হয়েছে গৌড়ের অধিবাসী।

তারনাথের মতে, সরোবহ-বজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুক্কুরীপাদ, কম্বল পাদ বা কম্বলাম্বর পাদ। কুক্কুরী বাংলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থম্পার মতে, শবরী ছিলেন বঙ্গাল দেশের পর্বতবাসী এক ব্যাধ বা শবর। রসায়নাচার্য নাগার্জুন যখন বাংলাদেশে ছিলেন তখন তিনিই শবর-পাদ ও তাঁর দুই স্ত্রীকে তন্ত্রধর্মে দীক্ষা দান করেন। বাংলার সিদ্ধাচার্য লুই-পা ও নারো-পার শিষ্য দারিক-পা। তিব্বতী মতে, এঁর বাড়ী ছিল সালিপুত্র নামক স্থানে। তিনি পালবংশীয় ইন্দ্রপালের সমকালীন।

(ঙ) চর্যাপদের ঐতিহ্যগত ধর্ম ও সাধনা প্রকারান্তরে এদেশের বিভিন্ন ধর্ম-ধারায় অনুসৃত হতে দেখা যায়। সে সম্পর্কে অনেক গ্রন্থে অনেক আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে এ ক্ষেত্রে একটি নূতন তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৪০ নং পদে কাহ্ন-পা গুরুশিষ্যের আচরণ বিধির নির্দেশ দান প্রসঙ্গে বলেছেন—জেতই বোলি তে ত বিটাল। গুরু বোব সে সীসা কাল॥ হেবজ্র-তন্ত্রের ছোম্বা পটলে গুরুশিষ্যের কায়িক-সংকেতের একটি ফরমূলা আছে। যদিচ মৌনী সাধনার পরম্পরায় কায়িক ইংগিতের মাধ্যমে মনোভাব ব্যক্ত করার রীতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই কম-বেশী প্রচলিত আছে তৎসত্ত্বেও বাউলতীর্থ বীরভূমের প্রাক্-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পীঠস্থানে এই রীতি হুবহু অনুসৃত হতে দেখেছি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে। দধিয়া বৈরাগ্যতলা গ্রামে গোপাল-দাসের মহোৎসবে সমবেত মাধ্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই রীতিতে নির্দিষ্ট কয়েকদিন এই সাধনায় মগ্ন হন।

(চ) চর্যাগীতে প্রতিফলিত সমাজ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সে সমাজ বাঙালা সমাজের সৌরভমণ্ডিত। জাতি-বৃত্তি তো বটেই এমনকি চর্যাপদে যে সকল জাতকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি বঙ্গীয় সমাজব্যবস্থায় একই রূপে অনুসৃত হচ্ছে। দশ-সংস্কারবিধির অন্ততঃ প্রধান তিনটি সংস্কার (জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু) চর্যাপদে যেভাবে পালিত হয়েছে তার মধ্যে বঙ্গীয় প্রতিরূপ প্রতি-ফলিত। ২০ নং পদে জন্ম, ১৯ নং পদে বিবাহ এবং ৫০ নং পদে শব-দহন, মৃত সৎকার ও পারলৌকিক ক্রিয়া এদেশের বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করেছে।

(ছ) চর্যাগীতি পদাবলী বিশিষ্ট সাহিত্যরীতির অনুবর্তন দেশী সাহিত্যে যতখানি হয়েছে ততখানি অন্য কোনো দেশের সাহিত্যে বোধহয় নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সুভাষিত-সংগ্রহে একটি পদ আছে; পদটির ভাব ও ভাষা চর্যাপদের অনুরূপ। পদটি এইরূপ—

করুণ ছড্‌ডী জো সুন্নহী লগ্‌গু।
ণাই সো পাবৈ উত্তম মগ্‌গু॥
অহবা করুণা কেবল ভাবৈ।
জন্ম সহস্‌সহি মোক্‌খুণি পাবৈ॥
সুন্ন করুণ জৈ জোউন্ন সক্‌কৈ।
ণৌ ভবে ণৌ নিব্বণহী থক্‌কৈ॥

[করুণা ছাড়িয়া যে শূন্য আশ্রয় করে, সে উত্তম গতি পায় না। অথবা শূন্য-বিরহিত কেবল করুণাচিন্তনে সহস্র জন্মেও মোক্ষলাভ হয় না। করুণা ও শূন্য একত্র উপলক্ষিত হইলে দ্রষ্টার ভব ও নির্বাণ এক হইয়া যায়।]

কুক্কুরী এবং ঢেণ্টণ-পা যে রীতিতে পদ রচনা করেছেন তাকে বলা যায়—অসম্ভব ঘটনামূলক প্রহেলিকা-রীতি। বলাবাহুল্য, এঁরা উক্ত রীতির উদ্ভাবক নন। সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রহেলিকা-বিলাসিতা এদেশে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে এই জাতীয় শ্লোকের নাম দিয়েছেন ভ্রাজ। ঢেণ্টণের পদের সঙ্গে কবীরের একটি দোহার আশ্চর্য মিল আছে। আবার 'বেঙ্গ সে সাপে বহিল জাঅ' (বেং সাপের উপর চড়ে যায়) এই ছত্রটি বৈষ্ণব রাগাত্মিকা পদাবলীর বহু-ব্যবহৃত লাগসৈ উৎপ্রেক্ষা-বিশেষ। সহজিয়া বৈষ্ণব পদ তাঁদের রচনায় অসম্ভব-ঘটনামূলক রীতির ব্যবহার বেশ প্রচলিত। একটি পদের অংশ-বিশেষ উদ্‌ধৃত হ'লো—

তোরা পরপতি সনে সদাই গোপনে সতত করিবি লেহা।
নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি ভাবিনী ভাবের দেহা॥
তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী থাকিবি লোকের মাঝে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি হইলে তবে ত পিরীতি সাজে॥

শূন্য-পুরাণের সম্পাদকের মতে, শূন্য-পুরাণের বহুস্থানে রূপকাশ্রয়ী প্রহেলিকা জাতীয় রচনায়, যার সূত্রপাত চর্যাপদে, এই বঙ্গীয় উত্তরাধিকার প্রকটিত। যেমন—

মন হৈল নৌকা পবন কেরআল। সুনার নৌকা যে পবন কেরআল॥

—বৈতরণী

মন পবনের বস গোসাঞি ডাক নাহি যয়। গঙ্গা যমুনা তারা হালে ঢেকে রয়।

—সৃষ্টিপত্তন, ধর্মপূজাবিধান

এই রীতি অনুসৃত হয়েছে বাংলার নাথসাহিত্যের ধারায়। দু'একটি রচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হ'লো—

গুরু কার বোলে কে না পাতিয়ায় ॥ ধ্রু ॥
পুতকি-দুগুধে সমুদ্র উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়।
... ...
মধ্য সমুদ্রে নৌকা রাখিনু কাঁকড়া ধরিল কাছি।
মশার লাথিতে দেউল ভাঙ্গিল পিপীড়ার মনে হাসি ॥
... ...
গাই বুড়াইল বলদ বিয়াইল চিঙ্গিড়া ঘন দেয় স্তন।
আকাট বাঁঝার পুত্র হইয়াছে সে খাত্যে চায় পয়রার দুধ।
... ...
সকুনি-দুগধে লাকড়ি শুষিল বিলাই পালায় তরাসে।
... ...
বাঘে বলদে হালখানি জুড়িলাঙ মন-পবন তাহার কৃষাণ।
পানির কুম্ভীরে হুড় ঝাড়িয়া যান মুষায়ে বুনিঞা যান ধান ॥
মশার হাড়ে কুড়াখানি নিল কুমের লম্বের ঘর ছায়।
বঞ্চিকার পুত্র খড় তুলিয়া দেন আন্ধলা গাড়ি চিয়াঃ ॥ ইত্যাদি।

বাউল সঙ্গীতে—

মনচোরা রে ধরবি যদি মন ফাঁদ পাতো আজ তিরপিনে,
আমাবস্যা পূর্ণিমাতে বারাম খানা সেইখানে ॥
... ...
ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে ॥
সদাএ সে নীরাঞ্জন নীরে ভাসে ॥
... ...
জানা চাই আমাবস্যা [য়] থাকে চাঁদ কোথায় ॥ ইত্যাদি।

সবশেষে, চর্যাপদে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন দেশীয় সাহিত্যে অনুসৃতির প্রসঙ্গ। আলোচনার প্রারম্ভে বলে রাখা ভালো এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতও ঝোঁকের মাথায় নিতান্ত কষ্ট-কল্পিত সব সাদৃশ্যের অবতারণা করেছেন। ধর্ম পূজা-পদ্ধতির 'পখুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া। ঘন ঘন

আইলে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া ॥' এই দুই ছত্র কাহ্ন-পাদের ১০ নং পদের প্রথম দুই ছত্রের রূপান্তর কি? ৪১নং পদের.........খেলই বহুবিহ খেড়া।-র সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'চোর রাজা খেড়ি খেলো দেব বনমালী'র একটি মাত্র শব্দ ছাড়া আর কি সাদৃশ্য আছে বুঝতে পারি না। ১০নং চর্যার 'তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী'র সঙ্গে দীনবন্ধু দাসের 'হাম চাতক ধনি তুহুঁ নব মেহ' কোন্ সূত্রে সম্পৃক্ত বোঝা দুষ্কর। আবার অনেকে, ৮নং পদ 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরীর' সাদৃশ্য আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হন। এ রকম দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। বর্তমান গ্রন্থে চর্যাপদে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন এবং বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী কিভাবে পরবর্তীকালের সাহিত্যে এবং আধুনিক বাংলা কথ্য-ভাষায় প্রচলিত আছে তাই দেখাবার চেষ্টা করছি।

(১) অপণা মাংসে হরিণা বৈরী। চর্যা-৬
আপন গাএর মাসেঁ হরিণী বিকলী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
আপনার মাসেঁ হরিণী জগতের বৈরী।
জগৎ হৈল বৈরী আপনার মাংসে। কবিকঙ্কণ

(২) আপনে নাহি মো কাহেরি শঙ্কা। চর্যা-৩৭
পরিবর্তিত রূপ—ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়। আধুনিক বাংলা

(৩) আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ চর্যা-১৫
পরিবর্তিত রূপ—চোখ কান বুজে......। আধুনিক বাংলা

(৪) কোড়ি মঝেঁ একু হি অহি সমাইউ। চর্যা-২
লাখো না মিলল এক : বৈষ্ণব পদাবলী
কোটিকে গুটিক হয়। "
ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস : আধুনিক বাংলা

(৫) জো বুঝহ তা গলে গলপাস ॥ চর্যা-৩৭
গলায় দড়ি।—মেয়েলি কথ্য-ভাষা

(৬) জো সো চৌর সোই দুষাধী ॥ চর্যা-৩৩
দিনে সাধু রাতে চোর।—আধুনিক বাংলা

(৭) বেঙ্গ সে সাপেঁ বহিল জাঅ। চর্যা-৩৩
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি। পদাবলী
সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি। বাংলা ছড়া

(৮) তঁহি তোলি শবর ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী। চর্যা-৫০
দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদা।—আধুনিক বাংলা

(৯) তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ণ পানী। চর্যা-৬
ঘাস জল খাওয়া। (ব্যঙ্গার্থে)—আধুনিক বাংলা

(১০) দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়। চর্যা-৩৩
ক্ষীরাইল দুধ বানে হামায় না। আসামের প্রবচন

(১১) সংস্কৃত সদুক্তি ছড়ায়—
দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সন্তরতে নদীম্।
তত্র নক্রভয়ং নাস্তি তাদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ॥

[দিনের বেলা কাককে ভয় করে, রাত্রিতে নদী সাঁতরে পার হয়। নদীতে কুমীরের ভয় নেই? নদী যারা পার হয় তারা তার প্রতিকার জানে।]

ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ—

দিবসই বহুড়ি কাড়ই (কাগ) ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥ চর্যা-২

(১২) বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে। চর্যা-৩৩
পরিবর্তিত—বাঁঝা গাই দুহিআ চু ড়ি।—বিপ্রদাস

(১৩) হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। চর্যা-৩৩
ঈষৎ পরিবর্তিত—ঘরে ভাত নাই নাঙে ঢেলাচ্ছে।

—বীরভূমের প্রবচন

(১৪) ···বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দেঁ। চর্যা-৩৯
দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।—আধুনিক বাংলা

(১৫) হত্থ কঙ্কণং কিং দপ্পণেন পেক্খীয়দি· কর্পূরমঞ্জরি
হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপন। চর্যা-৩২
হাথের বলআ কভু দর্পণে না চিনি। গোপাল বিজয়
কোথাকো হাতের শঙ্খ দর্পণে না দেখি!
হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণ হেরি চল তুঁহু তাকর গেহ।

—গোবিন্দ দাস

করের কঙ্কণে নেহালি দর্পণে বিমল কুলের কালি॥ কবিকঙ্কণ
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি। ঘনরাম

এছাড়া, ১৩নং পদের 'তিশরণ ণাবী' বিণয়লক্ষ্মণের শিবায়ণ কাব্যে পরিণত হয়েছে তুঁষের নৌকায়—তুঁষের নৌকায় দেবী বল্লুকা হৈলা পার। ১৯নং পদে 'জাল' শব্দ যোগে বহুবচন করা হয়েছে—জোইনি জালে রএণি পোহাঅ। এই রীতি মাইকেল মধুসূদনের রচনায়—মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥ —বঙ্গভাষা।

শেষোক্ত তথ্যটি চর্যাগীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবসঞ্জাত অথবা চর্যাপদের অনুসরণ, অনুকরণ বা রূপান্তর এমন কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের নেই; তবে এই সাদৃশ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তাই প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করা গেল।

চা-চা সঙ্গীত॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবার-গ্রন্থাগার থেকে বৌদ্ধগান ও দোহা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর রাহুল সাংকৃত্যায়ণ তাঁর 'দোহাকোষে' কয়েকটি চর্যাগীত প্রকাশ করেন। পদগুলির রচয়িতা 'বিনয়শ্রী'। গানগুলির ভাষা প্রাচীনত্বের পরিপন্থী নয়। তন্মধ্যে একটি পদ ভুসুকুর ৪৯নং পদের সমালোচনা বলে মনে হয়। উক্ত পদের 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী॥' অংশের প্রতি ইঙ্গিত করেই বিনয়শ্রী লিখেছেন,—

মেহলি চণ্ডালী ঘরবি বামহণ। জগ বিটালন্তি তে তুহি লাম্বন॥ ধ্রু॥
হল সহি কা মঞি অচাভুঅ দিট্‌ঠা। বাহ্মণ মণুস চণ্ডালিএঁ তুট্‌ঠা॥
অইসি নিরাজক মান ন দিশই। মাউগ চণ্ডালী বাহ্মণে পইসই॥
দেখু চণ্ডালীর বাহ্মণ জার। পাঞ্চ বান্ন ভইল্ল একাকার॥
... ...। ভণই বিনয়শ্রী সদ্‌গুরু বোহেঁ॥

রাহুল সাংকৃত্যায়ন-আবিষ্কৃত চর্যাগানের মধ্যে ১৩টি গান 'বিনয়শ্রী' নামাঙ্কিত; ১টি পদে কাহ্নিল, ১টি পদে লুই, ২টি পদে সরুঅ, ১টি পদে অবধূ ভনিতা আছে; ২টি পদ ভনিতাহীন।

১৯৫৫ খৃঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজের রীডার বিশিষ্ট ভারতীয় সংগীতবিদ্ Dr. Arnold Bake নেপালে বজ্রাচার্য সম্প্রদায়ের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কয়েকটি গান সংগ্রহ করেন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লণ্ডনে গিয়ে সেই গানগুলি শুনে তার কাব্যরূপ ও ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। তাঁর মতে, গানগুলি চর্যাপদের কাল থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যের কালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এবং দুই যুগের মধ্যে এই গানগুলি

যোগসূত্র রক্ষা করেছে। দেশে ফিরে এসে ডঃ দাশগুপ্ত নেপাল অঞ্চলে গিয়ে ওই রকম শতাধিক গান সংগ্রহ করেন। তাঁর আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে এই গান-গুলির গভীরতর গবেষণায় ছেদ পড়ে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই গানগুলি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশের চেষ্টা চলছে।

অধ্যাপক বাকে যে বাইশটি গানের সন্ধান পান তন্মধ্য অন্ততঃ চার-পাঁচখানি গানে হাজার বছরের পুরাতন সুর শোনা যায়, এগুলির সঙ্গে চর্যাগীতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তাঁর আবিষ্কৃত একটি গান উদ্ধৃত হ'লো—

এ মহিমণ্ডল হেরু সমুদ্রা
ধন জন যৌবন উদক বিন্দু চন্দা।
প্রেমুরে অমুস্মিন্ লোয়ন গয়ণে
ফুল্ল পরিহাসই জিন গুণ লয়া॥ ধ্রু॥
কণ্ঠে দারী ইন্দ্রিয়া বিষয় সর্ব একা
সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা।
পবন ছুয়ি ভেদিয়া দৃঢ় থিরে চিআ
জলয়ি বজ্রানল দহদিহ কাহা।
সুগতি ভান ভাবয়িয়া না হোয়ি রে স্বধা
সুগত বজ্র ভণয়িয়া অচিন্তালয় বোধা॥

(শশিভূষণ দাশগুপ্তের সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত)[১]

নীলরতন সেন রচিত Early Eastern NIA Versification গ্রন্থে এই পদটি মুদ্রিত হয়েছে নিম্নলিখিতরূপে—

এ-মহি মণ্ডল মে-রু সমুদ্রা।
জলধারা জোবন উদ বিন্দু চন্দ্রা॥
পেখরে অনুদিন লোঅনে গমনে।
ফুল্ল পরিহাসই জিনগুণ বঅনে॥
স্কন্ধে ধারী ইন্দি বিষয় সর্বএকা।
সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা॥

১ সুবর্ণলেখায় সংকলিত নিবন্ধ 'ইতিবৃত্ত ও স্মৃতিকথা'—ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

পবন দুই ভেদিয়া দিঢ় থিবে চিঅা ॥
জল য় বজ্রানল দহদিহ দহিঅা ॥
স্থগত ভেদ ভাবই আন হোয়িরে স্বধা।
স্থগত ভণই অচিন্তালয় বোধা ॥

(গীত সংখ্যা-৫ দাশগুপ্ত সংগ্রহ 'ক' শ্রেণী)

স্থগত-বজ্রের এই পদটি ভাবে এবং ভাষায় চর্যাগীতিকারই অনুরূপ। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশ থেকে স্থানান্তরিত চর্যাপদগুলি নেপাল অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করার পর এর কিছু অংশ তিব্বতে যায় এবং তিব্বতী ভাষায় সেগুলি অনূদিত হয়। কালক্রমে সনাতন হিন্দুধর্মের দাপটে এবং ইসলামের প্রতিকূলতায় এদেশে প্রকাশ্যভাবে চর্যাগীতির চর্চা বাহ্যত লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু চা-চা সংগীত আবিষ্কারের পর বোঝা গেল এখনও দার্জিলিং-নেপাল-ভুটানের বৌদ্ধবিহারগুলিতে সাধক-সিদ্ধাদের মধ্যে চর্যাপদের অনুরূপ গীতিকার প্রচলন আছে। চা-চা শব্দ চর্যা শব্দের অপভ্রংশ হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

এগুলি মূলতঃ বৌদ্ধ মহাযানের উপশাখা বজ্রযান ও সহজযানের সাধন-ভজন বিষয়ক গীতিকা। কিন্তু পরবর্তিকালে বঙ্গদেশে প্রসারিত ব্রাহ্মণ্য-শাক্ত-তন্ত্রের প্রভাব এতে প্রচুর। তাই অনেক পদে বৌদ্ধ মতের সঙ্গে শাক্ত-তন্ত্রের অনেক তত্ত্ব সহজেই মিশে গেছে। দেবী নৈরামণি সহজেই পরিবর্তিত হয়েছেন উমা পার্বতী দুর্গা চণ্ডিকায়। ডঃ দাশগুপ্ত এই পদগুলির মধ্যে বাচ্ছালি, বাচ্ছলি নামক দেবীর উল্লেখ পেয়েছেন। এ তথ্য নিঃসন্দেহে বহুবিতর্কিত 'বাসলি' সমস্যার সমাধানে নূতন আলোকপাত করতে পারবে। আমাদের মনে হয়, বজ্রেশ্বরী বা বিশালাক্ষীর বিবর্তনে বাসলির উদ্ভব হয়নি। ডঃ দাশগুপ্তের 'বৎসলার' রূপান্তরও বাসলি নয়। দেবীর মূল নামটাই বাসলি। বীরভূমে অজয় তীরবর্তী অঞ্চলে 'বাসুরি' বা বাসরি পদবীযুক্ত সদ্গোপ জাতি বিষহরি দেবীর পূজা করেন। এঁদের পূর্বপুরুষেরা রাজপুতনা অঞ্চলে বসবাস করতেন। দেবী বাসলি 'বাসরি' পদবীযুক্ত রাজপুত-সদ্গোপ জাতির কুলদেবী। বজ্রেশ্বরী স্পষ্টতই বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী; বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে দেবী চণ্ডী বলে চেনা যায়। সদ্গোপ-প্রধান বীরভূমেই বাসলী দেবীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

সে যাই হোক, বৌদ্ধ সহজিয়া ধারার সঙ্গে শাক্ত ধারার সমন্বয়ে রচিত একটি পদ এখানে উদ্ধৃত হলো—

বামাঙ্গিবে স্থিত ত্রিদল সরোজা দিনকর মণ্ডল মধ্যস্থিতা।
রক্ত ধর্মোদয়া চাপিয়া তাণ্ডবী মুক্তকেশা দিগম্বরা॥ ধ্রু॥
প্রণমামি বাচ্ছসি শ্রীবজ্রযোগিনী অনুত্তর বোধি প্রদায়িনী।
দ্বিভুজ এক মুখ ত্রিনি লোচনা লোহিত বর্ণ প্রজ্জ্বলিতা॥
ত্রিভুবন ব্যাপিনী দহিণ করোটীধারী মজ্জপূরিত কপালধারা।
চক্রী কুণ্ডল কণ্ঠিধারী হাথে রোচক বিভূষিণী॥
চরণে নৌপূর দহিণ কটিয়ে মেখলা নরশির মালা বিভূষিতা।
বিশ্বজননী পরম গুহ্যেশ্বরী ভবভয় তারিণী বীরেশ্বরী
সহজানন্দ স্বরূপিণী দেবী সিদ্ধি সিদ্ধি চরণ প্রসাদ দায়িনী॥

শশিভূষণ দাশগুপ্ত মোট ৯৮টি গীত সংগ্রহ করেন। রচনাকাল অনুসারে এগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তন্মধ্যে ১৯টি গান দশম-দ্বাদশ শতকের রচনা, ৪৪টি গান দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের এবং ৩৫টি গান পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে রচিত বলে অনুমান করা হয়।

স্বরূপ॥ বৌদ্ধ-সহজিয়া ধর্ম ধারার সাধনক্রমে সপ্রপঞ্চ-চর্যা, নিষ্প্রপঞ্চ-চর্যা, নিরংশুক-চর্যা—নামগুলি পাওয়া যায়। এ সকল ক্ষেত্রে 'চর্যা' অর্থে যোগীর ব্যবহার-বিধি বা আচার-আচরণ। মুনিদত্তের টীকায় চর্যাধারী কাপালিকের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—হঁউ কাপালিকঃ। চর্যাধরশ্চ।

সাহিত্যিক পরম্পরায় 'চর্যা' শব্দ দিয়ে গ্রন্থ-নাম রাখার বিশেষ প্রচলন ছিল সে যুগে। যেমন, বোধিসত্ত্ব-চর্যাবতার, প্রজ্ঞাপারমিতাচর্যা, যোগচর্যা ইত্যাদি। সাধারণভাবে তান্ত্রিক-বৌদ্ধদের একটি সাহিত্য শাখার নাম—চর্যা।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পদগুলি নামে চর্যা এবং স্বরূপে দুর্বোধ্য সঙ্গীত সেকথা কুক্কুরী-পার রচনায় স্পষ্টতই নির্দেশিত হয়েছে—অইসন চর্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইউ। কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহি সমাইউ॥ প্রকৃতপক্ষে পদগুলি কয়েকটি ধ্রুবপদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদশীর্ষে রাগের উল্লেখ আছে। 'ইন্দ্রতাল' নামে একটি তালের (?) উল্লেখ পাওয়া যায়। ঢেণ্ঢণ-পা তাঁর পদটি 'গীত' রূপেই বর্ণনা করেছেন—ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝই॥

পক্ষান্তরে, চর্যাপদগুলিতে সিদ্ধাচার্যগণ প্রায়ই উত্তমপুরুষে নিজেদের বক্তব্য নিবেদন করেছেন। যেমন, ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা। ১নং॥ হাঁউ নিরাসী খমণ ভাঁই। মোহোর বিগোআ কহণ না জাই॥ ২০নং॥ অন্তে ন জানহু অচিন্ত

জোই। জাম মরণ ভব কইসন হোই ॥ ২২নং—এ রকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। পদমধ্যে পাত্র-পাত্রীর উক্তি অনেক ক্ষেত্রে নাট্য সংলাপে পরিণত হয়েছে। যেমন, জে ইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি। তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥ ৪নং ॥ অথবা, হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে। আইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবে ॥ ১০নং ॥ অবশ্য এগুলি সবই এক-তরফা উক্তি; one-way traffic-এর মতো। কিন্তু প্রশ্নোত্তর বা উক্তি-প্রত্যুক্তিও কোথাও কোথাও আছে। যেমন, কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস। জো মনোগোঅর সো উআস ॥ ৭ নং ॥ ভণ কইসে সহজ বোলবা জাঅ। কাঅ বাক চিঅ জসু ন সমায় ॥ আলে গুরু উএসই সীস। বাকপথাতীত কাহিব কীস ॥…ভণই কাহ্ন জিণরঅণ বি কইসা। কালে বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ৪০নং। ১০নং পদে নট-পেটিকার উল্লেখ আছে। স্বয়ং ডোম্বী নৃত্য করেন চৌষট্টিদল পদ্মের উপর। ১৭নং পদে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধনাটক বিষমা হোই ॥

এই সব তথ্যের সাপেক্ষে চর্যাগীতিগুলিকে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বলা যায় গীতি-নাট্য অথবা নাটগীত। কোনো পদের বর্ণনায় বীণাধ্বনি অসীম শূন্যে মিলিয়ে যেতে শোনা যায়। কোনো পদে পটহ-মাদল করণ্ডকশালার সম্মিলিত ঐক্যতান। তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসন ঘন গাজই। ১৬নং ॥ ইত্যাদি বর্ণনায় অনেক সঙ্গীতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। একেলী শবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী। ২৮নং ॥—চমৎকার নাটকীয় মুহূর্ত। এই রকম বর্ণনা চর্যাপদগুলিতে ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে।

হেবজ্রতন্ত্রের চর্যাপটলে (প্রথম কল্প : ষষ্ঠ পটল) চর্যার ছয়টি শ্রেণী উল্লিখিত হয়েছে—১. নিরংকুচর্যা ২. মুদ্রাগ্রহণ ৩. বজ্রপদ নৃত্যগীত ৪. উন্মত্ত ব্রতাচরণ ৫. সপ্রপঞ্চ চর্যা ৬. নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা। টীকাকার মুনিদত্ত অনেক পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনটি কোন্ শ্রেণীর চর্যা সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, ২নং চর্যা অতীত নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা, ১০নং চর্যা নিরংকুশ চর্যা এবং সপ্রপঞ্চ চর্যা, ১১নং চর্যা কপাল চর্যা, ১৯নং চর্যাকে তিনি বলেছেন, যোগীন্দ্র প্রসাদাদ্ যোগীন্দ্রস্য চর্যা।

মণ্ডলচক্রের মতো কোনো তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে বজ্রপদ পরিবেশিত হ'তো। উদ্দেশ্য, নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগানো অর্থাৎ মোহ নিদ্রায় অভিভূত যোগীকে অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। গোরখবাণী গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লিখিত হয়েছে—

মনসা দেবী বৌপার বাঁধৌ পবন পুরষি উতপণা,
জাগ্যৌ জোগী অধ্যাত্ম লাগৌ, কায়া পাটণ মৈঁ জাঁনাঁ॥

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা—মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে। বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গলের মূলপালা 'জাগরণ' নামে চিহ্নিত।

১৮নং পদটি কাহ্ন-পা 'কাম-চণ্ডালী' নামে চিহ্নিত করেছেন। শব্দটি সংস্কৃত কর্মচণ্ডালিকার অপভ্রংশ নয়। এই পদের উদ্দিষ্ট নায়িকা ডোম্বী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই শব্দটি কালোচিত পরিবর্তন লাভ ক'রে পরিণত হয়েছে 'ডোম্বচণ্ডালীতে'; অর্থ, অবৈধ প্রণয়-ঘটিত ছলাকলা। ধাম-পার ৪৭নং পদটিও এই শ্রেণীভুক্ত। এই পদে নায়িকারূপে ডোম্বী এবং চণ্ডালী দু'জনেই উপস্থিত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কোনো কোনো পদ প্রশ্নোত্তর-রীতি অনুসারে পরিকল্পিত। বৈদিকযুগের ব্রহ্মোত্ম বা বাকোবাক্য প্রশ্নোত্তরমূলক। অর্বাচীন কালের মেয়েলি ব্রতে, ধর্মীয়-ছড়ায় এই রীতির অনুসরণ লক্ষণীয়। পুণ্যিপুকুর ব্রতানুষ্ঠানে—

প্রশ্ন : পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পোজেরে সকালবেলা ?
উত্তর : আমি সতি লীলাবতী
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।
প্রশ্ন : এ পূজলে কি হয় ?
উত্তর : সাত ভাই-এর বোন হয়॥ ইত্যাদি।

কোনো কোনো পদে সিদ্ধাচার্য প্রত্যক্ষ-রীতিতে উপদেশ দান করেছেন; কোনো কোনো পদে রূপকের আশ্রয়টুকুর উপর নির্ভর করে। কোনো কোনো পদের উদ্দেশ্য বিধেয় গোপন রাখাই সিদ্ধাচার্যগণের অভিপ্রায়। সে সব ক্ষেত্রে 'দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা ঠাট' অনুসৃত হয়েছে। এই রীতি খুব জনপ্রিয় এবং বেশ প্রাচীন। পতঞ্জলি এই শ্রেণীর কবিতা 'ভ্রাজ শ্লোক' রূপে উল্লেখ করেছেন। বৈদিক যুগের ব্রহ্মোত্ম, মধ্যযুগের আর্যাতর্জা হেঁয়ালির আধারে পরিবেশিত। বৈদিককাল থেকেই হেঁয়ালি রচনার উৎকর্ষের উপর কবির খ্যাতি নির্ভর করতো। বেদের সূক্ত-প্রণেতা কবি এবং অধ্যাত্ম-জ্ঞানী। চর্যাপদেও হেঁয়ালি-কবিতা অনেক ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম।

পরিশেষে, চর্যাপদের স্বরূপ বিশ্লেষণে আর একটি সম্ভাবনার উল্লেখ করতে

হয়। যে পদটি প/কর্তা 'চর্য্যা' বলে উল্লেখ করেছেন; মুনিদত্তের মতে সেটি সন্ধ্যাভাষায় রচিত। পদটির প্রথম cuplet ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে রচিত। দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥ ২নং। আবার, ৩৩নং পদটি, মুনিদত্তের মতে, সন্ধ্যাভাষায় রচিত। এদের রচনা-রীতিও ব্যঙ্গাশ্রয়ী। তা'হলে চর্যাগীত, সন্ধ্যাভাষা এবং অসম্ভব-ঘটনামূলক-প্রহেলিকা-আশ্রিত ব্যঙ্গ-শ্লেষ—এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোথায় যেন যোগসূত্র রয়েছে। সন্ধ্যা বা সন্ধা শব্দের সঙ্গে 'সন্ধি' শব্দের সম্পর্ক আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সন্ধি অর্থে শ্লেষ।

বৃত্তি ও অনুবাদ ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল দরবার-গ্রন্থাগারে তালপাতার যে পুথিখানির সন্ধান পেয়েছিলেন সেটি সটীক চর্যাগীতি-সংগ্রহ। মূল গ্রন্থখানির নাম ছিল—চর্যাগীতিকোষ। 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ' নামটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত—আশ্চর্যচর্যাচয়। প্রাপ্ত পুথিখানি আসলে টীকার তবে লিপিকর টীকার সঙ্গে মূল চর্যাগুলিও যোগ করেছিলেন। টীকাকারের নাম যে মুনিদত্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক আবিষ্কৃত তিব্বতী অনুবাদ থেকে সে কথা জানা যায়। চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সন্ধান পান আচার্য সুনীতিকুমার। পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী সমগ্র অনুবাদ সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেন। দীপঙ্করের 'চর্যাগীতিবৃত্তি'-ও চর্যাপদের টীকা-বিশেষ। আর্যদেবের 'চর্যামেলায়েনপ্রদীপ'-ও এই শ্রেণীর গ্রন্থ। আচার্য শাক্যমিত্র গ্রন্থখানির পঞ্জী রচনা করেন।

ভাষা ॥ চর্যাগীতির ভাষা দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্যতার একটা কারণ অ-পরিচয়ের দূরত্ব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সপক্ষে যে ওকালতনামা একদা উচ্চারিত হয়েছিল চর্যাগীতির পক্ষেও সেটি সমভাবে প্রযোজ্য। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বানান একটু বিশেষ রকমের এবং ইহার ভাষা প্রাচীন বলিয়া কিছু দুর্বোধ বটে, কিন্তু অবোধ্য নহে। আনুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্য-কুঞ্জে একবার প্রবেশ লাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন।"

চর্যাগীতির ভাষার দুর্বোধ্যতার অন্যতম প্রধান কারণ তার সন্ধ্যাভাষা। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের মতে, 'সম্ ধৈ ধাতুর পরিবর্তে, 'সম্-ধা' থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই তাঁর মতে, শব্দটির বৈজ্ঞানিক বানান 'সন্ধ্যা'

নয়, সন্ধা। বিশুদ্ধ বানান যাই হোক, সন্ধ্যা ভাষা যদি Language Enigmatique বা ভাষা-প্রহেলি হয় তাহলে শব্দটি নিঃসন্দেহে দুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত-বাহী। সর্বোপরি, এ ভাষা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অধিকারীভেদ আছে। সম্ভবতঃ এই কারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একরকম হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন,—সন্ধ্যাভাষা মানে আলো আঁধারী ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সেকথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই…।

চর্যাপদ বুঝতে হলে সন্ধ্যাভাষা জানতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কারণ তথাকথিত সন্ধ্যাভাষায় কোনো পদই রচিত হয়নি। সন্ধ্যাভাষা পুরোপুরি আভিপ্রায়িক নয়; কারণ আভিপ্রায়িক অর্থবিশিষ্ট শব্দমাত্রই সন্ধ্যাশব্দ নয়। Eliade-এর …intentional Language—a secret, obscene language with a double meaning"ও সন্ধ্যা-ভাষার প্রকৃত সংজ্ঞা হতে পারে না। কারণ চর্যাপদে ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে ভাব গোপনের সংকেত রয়েছে কিন্তু সেগুলি যে সন্ধ্যাভাষা এমন কোনো উল্লেখ কোথাও নেই।

হেবজ্রতন্ত্রে সন্ধ্যা শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আছে কিন্তু তারমধ্যে একমাত্র 'অবধূতি = নৈরাত্মা' ছাড়া আর কোনো শব্দই চর্যাপদকর্তারা ব্যবহার করেন নি। বরঞ্চ শহীদুল্লা দোহাকোষ থেকে যে সন্ধ্যা শব্দাবলী সংগ্রহ করেছেন চর্যাপদে তার অনেক ব্যবহার আছে। যেমন, পদ্ম = ভগ, উষ্ণীষ = কমল, বজ্র = লিঙ্গ, রবি = পিঙ্গলা, শশি = ইড়া, বোধিচিত্ত = শুক্র, গৃহিণী = মহামুদ্রা, দিব্যমুদ্রা, জ্ঞানমুদ্রা, করিণ = চিত্ত ইত্যাদি।

চর্যাপদগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুনিদত্ত সন্ধ্যাবচনগুলির উল্লেখ করে দিয়েছেন। তাঁর মতে,

২ নং পদে দুলি = দ্বয়াকার যে মহাসুখকমলে লীন হয়

৩ নং পদে বারুণী = সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত

৫ নং পদে নদী—ললনা রসনা

৬ নং পদে হরিণী = জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা

৮ নং পদে করুণা = বোধিচিত্ত

১০ নং পদে ডোম্বী = পরিশুদ্ধাবধূতি নৈরাত্মা

১২ নং পদে ঘোড়ে = ষট্‌ত্রিংশৎ শত প্রকৃতি

১৩ নং পদে নৌকা = মহাসুখকায়

১৪ নং পদে গঙ্গাযমুনা = চন্দ্রাভ্যাস সূর্যাভাস গ্রাহ্যগ্রাহক

১৪ নং পদে নৌকা = শুক্র নাড়িকা

১৪ নং পদে পুলিন্দ = নপুংসক

১৭ নং পদে শূন্যতা ধ্বনি = প্রভাস্বর অনাহতরূপ

১৮ নং পদে ডোম্বী

২১ নং পদে মূষক = চিত্ত পবন

২৬ নং পদে বেমকটরণ = প্রাণ অপান প্রজ্ঞোপায়াত্মক বাতদ্বয়

৪৭ নং পদে বাঙ্গ = বিট নাড়িকা

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও 'সন্ধ্যাভাষা' নামক বিষয়টি আমাদের কাছে গোলমেলে হয়ে রইল কারণ ২ নং পদ সম্পর্কে মুনিদত্ত বলেছেন, তমেব মহাসুখরাজানং স্বানন্দাসবপান প্রমদোমনসা কুক্কুরী-পাদাঃ সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহুঃ। দুলীত্যাদি—দ্বয়াকারং যস্মিন্ লীনং গতং মহাসুখকমলং। দুলি সন্ধ্যাসঙ্কেতে বোদ্ধ(ধ)ব্যং। কিন্তু দুলি ছাড়া আর কোনো সন্ধ্যাশব্দের উল্লেখ তিনি এ পদ থেকে করেন নি। অথচ এই পদেই রয়েছে 'সসুরেত্যাদি শ্বরিতাদিশ্বাসং' কিন্তু এটা সন্ধ্যাশব্দ নয়। তেমনি ৩৩ নং পদটি, মুনিদত্তের জবানীতে, সন্ধ্যাভাষায় রচিত অথচ এই পদের বিশেষ কোনো শব্দকে তিনি সন্ধ্যাশব্দ বলে চিহ্নিত করেন নি। তবে কি ৩৩নং পদের সব শব্দই সন্ধ্যাশব্দ? না একমাত্র ২নং এবং ৩৩নং পদ ছাড়া আর কোনো পদই সন্ধ্যাভাষায় রচিত নয় কেবলমাত্র একটি দুটি শব্দ ছাড়া? ৫০নং পদে প্রথমেই দু'বার 'গগন' শব্দের উল্লেখ আছে। মুনিদত্তের মতে, দু'বার গগনের উল্লেখ থেকে শূন্যাতিশূন্য বুঝতে হবে কিন্তু "তল্লগ্নবাটিকা সন্ধ্যয়া তৃতীয়ং মহাশূন্যঞ্চ হৃদয়েনেতি।" একই শব্দ সন্ধ্যাভাষায় বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন 'গৃহিণী' শব্দটি। আবার, সন্ধ্যা শব্দ সর্বত্র সন্ধ্যা অর্থে ব্যবহৃত না-ও হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, চর্যাপদ যেহেতু ধর্মীয় পদ; গুহ্য সাধন সংকেত এগুলির বিষয়বস্তু তাই সরাসরি সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষা স্বতই পরিহার ক'রে কিছু পরিভাষা কিছু বাচনিক-সংকেত বা সংকেত-বচন ব্যবহার করতে হয়েছে। এই রীতি শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রে নয়; ব্যবহারিক জীবনেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুক্ত হতে দেখা

যায়। সেনাবাহিনীতে এই রীতি বিশেষ কার্যকর। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুব্যূহের মধ্যে সৈনিকদের কথা বলা নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশ কায়িক-সংকেতের মাধ্যমে দান করা হয়। চর্যার সাধনক্রমেও বলা হয়েছে, গুরু বোবা এবং শিষ্য কালা হলেও পরিস্থিতি অচল হয় না।

সংকেত বচনের ব্যবহার ব্যবসায়ী মহলে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে ব্যবসা সংক্রান্ত 'সংগুপ্ত-পর্য্যায়ের' খবর আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে। বিশ্বভারতীয় প্রাচীন পুঁথি বিভাগে রক্ষিত 'স্বর্ণকারের ব্যবসায় সংকেত' নামে একটি পুঁথিতে কোন্ শব্দের গোপন অর্থ কি তার একটি তালিকা আছে।

এই রকম সাংকেতিক ভাষার প্রচলন সবচেয়ে বেশী বোধহয় অপরাধ জগতে। কেবলমাত্র এদেশে নয় বিদেশেও। এদেশে অপরাধীরা 'ধনী ব্যক্তি' বোঝাতে সোনার হরিণ শব্দটিও ব্যবহার করে; ইংল্যণ্ডে অপরাধ জগতের পরিভাষায় Wealthy Person অর্থে Gold Fish; আবার একটি শব্দের প্রতিশব্দও অনেক। যেমন ল্যাটা মাছ মানে পিস্তল, বিড়ি মানেও পিস্তল। ধনী-ব্যক্তি বোঝাতে 'সোনার হরিণ' ও 'মুরগি' দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুলিশ অর্থে মাচি, রাবোণ-বিভিসোন ছাড়াও আরও অনেক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাবিরহ' খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের যোগধ্যানমগ্নতার প্রসঙ্গে বড়ু-চণ্ডীদাস লিখেছেন—

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥
*　　*　　*
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী॥
দশমী দুয়ারে দিলো কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট॥

কিন্তু চর্যাপদে ৪৬½ টি কবিতার মধ্যে কোথাও ইড়া-পিঙ্গলা শব্দের ব্যবহার নেই; তার পরিবর্তে ধমণ-চমণ, বাম-ডাহিন, গঙ্গা-জউনা, আলি-কালি, চান্দ-সুজ, রবি-শশী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অপ্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলি-কালি শব্দটি তাসের জুয়ায় পকেটমারদের সাংকেতিক ভাষা।

তবে ভরসার কথা এই যে, চর্যার ভাষা সন্ধ্যাশব্দ কণ্টকিত নয়; একটি দুটি

পদ ছাড়া অধিকাংশই সরল সহজ ভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ রীতিতে সাধনার কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে চর্যাপদের ভাষা দুর্বোধ্য করার চেয়ে উপমা রূপকের সার্থক প্রয়োগে সহজবোধ্য এবং শোভন ক'রে তোলার দিকেই সিদ্ধাচার্যগণের প্রয়াস নিবদ্ধ হয়েছে।

চর্যাপদের ভাষা কতদিনের? হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর খুব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল চর্যা-পদের ভাষা 'হাজার বছরের পুরান'। তাঁর সিদ্ধান্ত যে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রধানত সিদ্ধাচার্যগণের আবির্ভাবকাল। এই আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে যেসব লোকশ্রুতি কিম্বদন্তীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে কোনো কোনো পণ্ডিত নারাজ। কিন্তু বলা বাহুল্য, সিদ্ধাচার্যগণের কাল নিরূপণে কেবলমাত্র লোকশ্রুতি-কিম্বদন্তী-ই একমাত্র তথ্য নয়। প্রত্যেক সিদ্ধাচার্য সম্পর্কে না হলেও কোনো কোনো সিদ্ধাচার্যের অস্তিত্বকাল নির্ণয়ে যেসব ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেছে তাতে চর্যাপদের ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করলে ঐতিহাসিক প্রমাণ অগ্রাহ্য করা হয়।

এখন সমস্যা হচ্ছে, চর্যাপদের যে পুঁথিখানি পাওয়া গেছে সেই পুঁথিতে বিধৃত ভাষা কতদিনের। চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিখানি যে তারিখে অনুলিখিত সেই সময়কার ভাষা পুঁথিতে ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পুথিটি তারিখ-যুক্ত নয়। শাস্ত্রীর ধারণা ছিল চর্যাপদের পুঁথি দ্বাদশ শতাব্দে লিপিকৃত। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যে পুথিগুলি [চর্যা ও দোহার পুথি] পাইয়াছি সেগুলি মুসলমান আমলের পূর্বে লেখা; সে তালপাতা প্রায় কাগজের মতো। আর অক্ষর সেই সেকালের বাঙ্গালা। পুঁথগুলিতে তারিখ নাই। কিন্তু ওই কালের যে সমস্ত তারিখওয়ালা পুথি আছে তাহার সহিত ইহাদের বেশ মিল আছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চর্যাগীতির পুঁথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির চেয়ে পুরানো নয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকাল ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান চর্যাগীতির পুঁথি চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অনুলিখিত।

হরপ্রসাদশাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন—এঁদের অনুমান থেকে জানা যাচ্ছে পুঁথিখানির লিপিকালের উর্ধ্বতম সীমা দ্বাদশ শতক, নিম্নতম সীমা ষোড়শ শতক।

চর্যাপদের পদকর্তাদের প্রত্যেকেই এক সময়ে আবির্ভূত হননি। রচয়িতা-দের কালের ব্যবধান একশ' দু'শ তিনশ' বছরও হতে পারে। গানগুলির ভাষায় তিনশ' বছরের বিবর্তনের ধারা অবশ্যই রক্ষিত হয়নি। না হলেও চর্যা-গীতের পুথির ভাষার Pattern uniform নয়। ভাষার ক্ষেত্রে heterogeni-ous উপাদান কোথাও গানের ভাষার মধ্যে homogenous হয়ে যায় নি। ৩৯ নং পদে 'দুঠ' এবং 'দুট্‌ঠ', 'অপ্যনা' এবং 'অপনা' এক-ই সঙ্গে বিরাজ করছে।

প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কে একটি প্রবাদ শোনা যায়—সাত নকলে আসল খাস্তা। চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিটি কতবার অনুলিখিত হয়েছিল জানি না কিন্তু আসল যে খাস্তা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুনিদত্ত ৩২ নং পদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—ঘাঁমন গুম্না (গুম্মা) খড়দতি বোহঅ অক্ষি বুঝিআ মাগ (আগ) চালী॥ এই ছত্রটি যদি ১৫ নং পদের 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥ এই ছত্রের প্রাক্‌রূপ হয় তাহলে বোঝা যায় এই পরিবর্তন ভাসা-তাত্ত্বিক বিবর্তন-জাত নয়, এ পরিবর্তন সার্বিক।

॥ ধর্ম ও সাধনা ॥

চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিমিশ্র, সাধনাও অনির্দেশ্য; সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা চলে না। বিভিন্ন পদে প্রকাশিত তথ্যাবলী সংকলন এবং বিশ্লেষণ করাই এ ক্ষেত্রে সহজ পথ। বৃহত্তর অর্থে পৃথিবীর তাবৎ ধর্মমতই বিমিশ্র। আদিতে যে মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে কোনো ধর্মের সূচনা ঘটে বিখ্যাত প্রবক্তাগণের তিরোধানের পর কালক্রমে সেই মৌলিক চিন্তাধারায় নানা ধর্মের নানা উপাদান স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ ক'রে এক স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করে। কখনও কখনও মৌল প্রতিশ্রুতি চাপা পড়ে যায়। যেমনটি হয়েছিল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রে।

এক সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তরিত পরিশেষ। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি পুথি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নেপাল গমন করেন। অবশেষে নাকের পরিবর্তে নরুণের সন্ধান মেলে। শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৬ খৃঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে যে বইখানি প্রকাশ করেন তার মধ্যে নেপাল দরবার-গ্রন্থাগারের চারখানি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রথম গ্রন্থখানিই সবৃত্তিক চর্যাগীতি সংগ্রহ। মূল গ্রন্থখানির নাম ছিল

চর্যাগীতিকোষ। মুনিদত্ত বৃত্তি রচনা করেন পরবর্তিকালে। প্রাপ্ত পুথিখানি আসলে বৃত্তির তবে লিপিকর মূল চর্যাগুলিও অন্য পুথি থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন। পদগুলি কোনো বিশেষ ধর্মমতের উপর নির্ভর করে রচিত। স্বয়ং আবিষ্কর্তা পদগুলি প্রকাশ করলেন 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়ে। কিন্তু সত্যিই কি এগুলি বৌদ্ধগান? সম্পাদক মহাশয়েরও সংশয় ছিল। তাই উক্ত গ্রন্থের মধ্যেই প্রত্যেক পাতার শিরোনামায় লেখা আছে 'বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাঙ্গালা গান।'

চর্যাগীতিতে বৌদ্ধধর্ম ও তত্ত্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত জৈনধর্ম যেমন পরবর্তীকালে দিগম্বর-শ্বেতাম্বর-আদি সম্প্রদায়বিশেষে বিভক্ত হয়েছিল বৌদ্ধধর্মও তেমনি কালক্রমে মহাযান, হীনযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ে বিভিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এগুলি কখনই বৈজ্ঞানিক বিভাজন নয়। দীর্ঘকাল পরে গবেষণা ক'রে এই বিভাগগুলির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু সেকালে এই বিভাগগুলি এত স্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী ছিল না। তাই দেখা যায়, ভুসুকু-পা একই সঙ্গে নির্দ্বিধায় মহাযান সম্পর্কিত সূত্রসমুচ্চয়, শিক্ষাসমুচ্চয় এবং বজ্রযান বা সহজযানের উপর বোধিচর্যাবতার গ্রন্থ রচনা করেছেন।

চর্যাপদে বৌদ্ধতান্ত্রিক শব্দাবলীর যথেচ্ছ ব্যবহার চর্যাপদকে বৌদ্ধগানরূপে অভিহিত করার পক্ষে যথেষ্ট। শূন্যতা, করুণা, ত্রিশরণ পঞ্চতথাগত, তথতা, নির্বাণ, মার, অমন ধ্যান, এসব তো আছেই উপরন্তু 'বুদ্ধনাটক বিসমা হোই' পর্যন্ত। কিন্তু এহো বাহ্য। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের মূল বিশ্বাসগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হুবহু অনুসৃত হতে দেখা যায়।

চর্যাপদের মহাসুখতত্ত্বে প্রাচীন বৌদ্ধমতের প্রতিধ্বনি। বৌদ্ধদর্শনে তৃষ্ণার নিবৃত্তিই নির্বাণ লাভের উপায়। লুইপাও বলেছেন—এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস। ইন্দ্রিয় পারিপাট্যের আশা পরিত্যাগ করে শূন্যতায় নির্ভর কর। কামলি-পা বলেন, শূন্যতার সঙ্গে করুণার সম্যক্ মিলন ঘটাতে হবে। রূপজগৎ তাহলে দূরে যাবে। কামলি তুই স্বচ্ছন্দে সেই নৌকা বেয়ে চল শূন্যতার দিকে। দেখি কেমন করে জন্ম ফিরে ফিরে আসে।—এই পথেই বোধিচিত্তের অদ্বয় অবস্থা যোগী লাভ করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে স্বীকার করা হয়েছে—'শূন্যতা করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে'। শূন্যতা ও করুণার অভিন্ন অদ্বয় অবস্থাই

বোধিচিত্ত। বিশেষজ্ঞগণের মতে, প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের শূন্যতাধর্মী নঞর্থক নির্বাণের সঙ্গে মহাযান মতবাদের সর্ব প্রাণীর প্রতি প্রসারিত করুণার সংমিশ্রণে বোধিচিত্ত গঠিত। ইহা শূন্যতা ও নির্বাণের অদ্বয় যুগনদ্ধরূপ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদগুলিকে বৌদ্ধসহজিয়া মতের বাঙ্গালা গান রূপে অভিহিত করেছেন। সহজ শব্দটি Easy, Inborn, Spontaneous অর্থেও গ্রহণ করা চলে। পদকর্তারাই বলেছেন, এ ধর্মে জটিলতার কোনো স্থান নেই। এই ধর্ম সহজ একথা কদাচ বিস্মৃত হ'য়ো না। অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই। সহজ পিথক জোই ভান্তি মা হো বাস (৩৭ নং)। এই পথ আঁকাবাঁকা নয় ঋজু। উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বাঙ্ক (৩২ নং)। চর্যাযোগীগণের অভিপ্রেত মহাসুখ নামান্তরে সহজানন্দ। মুনিদত্ত অনেক সিদ্ধাচার্যের বিশেষণ দিয়েছেন 'সহজ-রসপানেপ্রমত্ত'। এই সহজানন্দ বা মহাসুখের পরিকল্পনা একই সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধতত্ত্ব প্রভাবিত। বৌদ্ধমতে, তণ্হা বা বাসনা-নিবৃত্তির উপায়রূপে লুই-পা শূন্যতাকেই অবলম্বন করতে বলেছেন। পক্ষান্তরে, সহজসুখের চরমকেন্দ্রকে অনেক পদে বলা হয়েছে জিনপুর। কাহ্নুপা দু' দু'বার নিজেকে দিগম্বর-যোগীরূপে বর্ণনা করেছেন। নিঘিন কাহ্নু কপালি জোই লাঙ্গ (১০ নং), সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা (৩৬) তাছাড়া খাঁটি সন্ধ্যাভাষায় রচিত কুক্কুরী-পার ২নং পদের প্রথম দুটি ছত্র আমার মতে জৈনতত্ত্ব প্রভাবিত। জৈনধর্মের পরম্পরায় নবম তীর্থংকর সুবিধি নাথ [সুবুদ্ধি নাথ] বা পুষ্পদন্তের প্রতীক কাঁকড়া বা কুমীর এবং বিংশতিতম তীর্থংকর মুনিসুব্রতের প্রতীক কচ্ছপ। দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥—ছত্র দুটি মনে হয়, জৈনধর্মধারার সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। ফলত: জৈনতত্ত্ববিদ্ সঙ্গত কারণে দাবী করেন চর্যাপদে প্রতিপাদ্য ধর্মীয়-বিশ্বাস বিশিষ্ট পর্যায়ে জৈনতত্ত্ব প্রভাবিত। অভ্যন্তরীণ তথ্যের মদত থাকলে বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকে না।

কিন্তু চর্যাপদের ঐতিহ্যে অন্যতম আদি-প্রবক্তা সরহ-পা তীক্ষ্ণ ভাষায় জৈন-বৌদ্ধ ধর্মসাধনের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। আসলে তিনি ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অর্হৎ, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাঙ্খ্য—এই ষড়দর্শন খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর

ব্রাহ্মণত্ব রহিল কি করিয়া ? যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে! আর আগুনে ঘি দিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে অন্য লোকে দিক না। হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বলে। প্রথম তাহাদের অথর্ব বেদের সত্তাই নাই, আর অন্য তিন বেদের পাঠও সিদ্ধ নহে, সুতরাং বেদেরই প্রামাণ্য নাই। বেদ ত আর পরমার্থ নয়, বেদ ত আর শূন্য শিক্ষা দেয় না, বেদ কেবল বাজে কথা বলে।

যাঁরা ঈশ্বর ধর্ম মানেন তাঁদের সম্পর্কে সরহের উক্তি—ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশাণ কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্‌মিট্ করে, কানে খুসখুস করে ও লোককে ধাঁধা দেয়। অনেক 'রণ্ডী' 'মুণ্ডী' এবং নানাবেশধারী লোক এই গুরুর মতে চলে। কিন্তু যখন কোন পদার্থই নাই, যখন বস্তুই বস্তু নয় তখন ঈশ্বরও ত বস্তু, তিনি কেমন করিয়া থাকেন। ব্যাপকের অভাবে ত ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। বলিবে. কর্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বস্তুই নাই, তখন ঈশ্বর কি করিবেন ?

ক্ষপণকদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত—ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে, তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়। নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুকুরের মুক্তি আগে হইবে। যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয়, তাহা হইলে অনেক পদার্থের মুক্তি হইবে। ময়ূরপুচ্ছ গ্রহণ করিলে যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে হাতী-ঘোড়াকে ত ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজায়, তাহা হইলে তাদের আগে মুক্তি হওয়া উচিত। ক্ষপণকদের যে মুক্তি, সে আমার কিছুই বলিয়া মনে হয় না। তাহারা তত্ত্ব জানে না, তাহারা জীব বলিয়া যে পদার্থ মানে, সে জীব জীবই হইতে পারে না, সকলই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সকলই ভ্রান্তি। তাহারা বলে—মোক্ষ নিত্য, কিন্তু এ কথা হইতেই পারে না; কারণ, তাহারা বলে, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মোক্ষ ছত্রাকারে ছিয়াশী হাজার যোজন ব্যাপিয়া আছে, কিন্তু

ব্রহ্মাণ্ড ত অনিত্য, তাহার ত নাশ আছে, ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইলে ছত্র কোথায় থাকিবে ? মোক্ষ লোপ হইয়া যাইবে।

শ্রমণদের সম্বন্ধে সরোরুহ বলেন,—যে বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশশিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য—সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান তাহাদের যদি শীলভঙ্গ হয়, তাহারা তৎক্ষণাৎ নরকে যায়। যাহারা শীল রক্ষা করে, তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় নরকই হয়। কেহ পুস্তক লেখে, কিন্তু পুস্তকের অর্থ জানে না, সুতরাং তাহাদের নরকই হয়। সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।

অতঃপর পুঁথির একটি পাতা না থাকায় সরোরুহ কি প্রকারে লোকায়ত ও সাঙ্খ্য মত খণ্ডন করেছেন জানা যায় না। তিনি বলেন, সহজ মতই মুক্তির পথ।...ইত্যাদি।

প্রচলিত কোনো ধর্ম-আচরণের প্রতি এদের কোনো রকম আস্থা ছিল না। তাই অনেকে এঁদের Spritual Nihilist রূপে আখ্যাত করতে চেয়েছেন। Spritual Nihilist অর্থে আধ্যাত্মিকতার রাজত্বে নৈরাজ্যবাদী। রাশিয়ায় এই রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। চর্যাবাদীরা একমাত্র গণ্য এবং মান্য করেন গুরুকে। লুই-পা অন্যতম প্রাচীন সিদ্ধাচার্য হয়েও বলেছেন—'গুরু পুচ্ছিঅ জান। এই গুরুর অভিধা সদ্গুরু। কামলি-পা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন—'বাহ তু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি॥' যে ধর্মে সিদ্ধি-অসিদ্ধি, আচরণীয়-অনাচরণীয় প্রসঙ্গ আছে অথচ সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রায় কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই; সমস্ত বিষয়টাই যখন গুরুমুখী, তাহলেই বুঝতে পারা যায় এই ধর্ম-ঐতিহ্যে গুরুর ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। 'সদ্গুরু' শব্দটি গভীর অর্থদ্যোতক। জ্ঞানে গরিমায় তাকে 'অনুত্তর-স্বামী' রূপে খ্যাতি অর্জন করতে হয়। পাছে গুরু বাকসর্বস্ব হয়ে ব্যাখ্যাতীত অনুভবগম্য বিষয়কে বৃথা বাক-আড়ম্বরে পরিণত করেন সেইজন্যই বোধহয় অন্যতম সিদ্ধাচার্য কাহ্ন-পা প্রকৃত গুরুর Code of Conduct লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন ৪০ নং পদে।

আলে গুরু উএসই সীস। বাক পথাতীত কাহিব কীস।
জেতই বোলী তেত বিটাল। গুরু বোব সে সীসা কাল॥ ইত্যাদি।

লুই-পা রচিত প্রথম পদে ধ্যানযোগের প্রসঙ্গ আছে—ভণই লুই আম্হে ঝাণে দিঠা। এই ধ্যান হয়ত শূণ্যতা-নির্ভর অমনস্ক-ধ্যান—গঅণে উঠি চরন্ত অমন ধান। আবার কুক্কুরী-পার পদে 'কুম্ভীর' শব্দ যদি কুম্ভক-যোগের নির্দেশ বহন করে তাহলে বুঝতে হবে দেহবৃক্ষের ফল বা আত্মাকে তিনি কুম্ভক-যোগের দ্বারা বিনষ্ট করতে বলেছেন। এই কুম্ভক-যোগ বা শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ ২নং পদে রূপকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সুসুরা নিদ গেল বহুড়ি জাগঅ। ৪নং পদে—সাসু-ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল ইত্যাদি। গুণ্ডরী-পা কুন্দুর (দ্বি-ইন্দ্রিয় যোগ) যোগের মাহাত্ম্য ঘোষণা ক'রে বলেছেন—ভণই গুডরী আহ্মে কুন্দুরে বীরা। ইত্যাদি। মহাসুখ সাধনায় কুন্দুরযোগের গুরুত্ব সরহ-পাও স্বীকার করেছেন—

'রঅণেঁ সঅল বি জোহি নউ গাহই। কুন্দুর-খনহি মহাসুখ সাহই॥' এই দ্বি-ইন্দ্রিয় চর্যাপদের সন্ধ্যাভাষায় 'কমল-কুলিশ'। ৪নং পদে গুণ্ডরী-পা পরিশুদ্ধ-অবধূতিকা নিরাত্মাযোগিনীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানান—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী। কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহুঁ বিআলী॥ ৪৭নং পদে—কমল কুলিশ মাঝে ভইম মিঅলী। সমতা জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী॥

বর্তমান প্রসঙ্গে ধ্যান ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ ৩৪ নং পদে লুই-শিষ্য দারিক-পা বলেছেন, কি হবে মন্ত্রতন্ত্রে কি হবে ধ্যান ব্যাখ্যা করে। অপ্রতিষ্ঠান-মহাসুখে লীন হয়ে পরমনির্বাণ ভোগ কর। দুঃখ-সুখ এক ক'রে ইন্দ্রিয় ভোগ কর। আপন-পর ভেদজ্ঞান জলাঞ্জলি দাও।

৪০ নং পদে কাহ্নু-পাও বলেছেন, আগম-পুথি-ইষ্টমালা (জপমালা) এ সবই জঞ্জাল কারণ এই ধর্ম মনোগোচর, অনুভবগম্য। এই পদটি প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে রচিত। পদকর্তা প্রশ্ন করেছেন তিনিই উত্তর দিয়েছেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন—বল কেমন করে সহজ-আনন্দের ব্যাখ্যা করা যায়। উত্তর—কায়বাকচিত্ত সেখানে প্রবেশ করে না। বৃথাই গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করে। যে জ্ঞান বাক্য-পথের অতীত তাকে কেমন ক'রে বলা যায়। স্মরণীয় রামকৃষ্ণ-বাণী—ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন না; ভাষা দিয়ে যতই বোঝাবার চেষ্টা করা যায় ততই ভুল হয়। তাই গুরুকে বোবা এবং শিষ্যকে কালা হতে হবে। এই কথার মধ্য দিয়ে কাহ্নু-পা অঙ্গভঙ্গী বা কায়িক ইঙ্গিতের কথা বলতে চেয়েছেন। হেবজ্রতন্ত্রের 'ছোম্বা' নামক পটলে অঙ্গভঙ্গীর ভাষার একটা ফরমূলা দেওয়া আছে। যেমন—

একটি আঙুল দেখালে বোঝায় জিজ্ঞাসা করছে, সে গ্রহণযোগ্য কিনা।

দুটি আঙুল দেখালে বোঝায় সে গ্রহণযোগ্য।

ক যদি চতুর্থ আঙুল দেখায় খ দেখাবে কড়ে আঙুল।

ক যদি মধ্যম আঙুল দেখায় খ দেখাবে দ্বিতীয় আঙুল।

ক যদি বুকের দিকে ইঙ্গিত করে খ সিথির দিকে ইঙ্গিত করবে।

ক যদি মাটির দিকে ইঙ্গিত করে খ মুখের দিকে ইঙ্গিত করবে।

ক যদি পায়ের তলার দিকে ইঙ্গিত করে খ আনন্দে নৃত্য করবে।

ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে মৌনী সাধক এখনও অনেক আছেন যাঁরা কায়িক-ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করেন। এই রীতিতে তৈলঙ্গস্বামী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গত স্মরণীয়। এসব দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় সমস্ত বিষয়টা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত।

তৎসত্ত্বেও চর্যাধর্মের ধারায় কায়সাধনযোগ স্বীকৃত এবং বহু-আলোচিত। লুই-পা প্রথম পদেই বলেছেন—কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল। এক্ষেত্রে যদিচ 'কায়া' শব্দটি কায়যোগ অর্থে প্রযুক্ত নয় কিন্তু শব্দটি গভীর তাৎপর্যবাহী। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা উচিত, চিরায়ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম-পরম্পরায় উপনিষদের 'ভাণ্ডে-ব্রহ্মাণ্ড' তত্ত্বের ইঙ্গিত প্রতিধ্বনিত হতে শুনি। অতি-সাম্প্রতিক কালের বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদে 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে।', 'টলে জীব অটলে ঈশ্বর তার মাঝে খেলা করে রসিক নাগর।' চর্যাপদের ধারায় এই রসিক নাগর কাহ্ন-পা সহজ-প্রমতাঙ্গী ডোম্বীর সঙ্গে লীলাখেলায় মত্ত। লৌকিক অর্থে এই ডোম্বী ভ্রষ্টা রমনী, 'ছিণালী'। কখনও কুলীন জনের সেবা করেন কখনও কাপালিকের। যোগীর কণ্ঠে আকুল আর্তি—জোইনি তই বিনু খনহিঁন জীবমি। তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥ (৪নং)। এখানে কমল রস অর্থে—উষ্ণীষ কমল মধু মদনং পরমার্থ বোধিচিত্তং।

সেক-বিধান মতে, ডোম্বী, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী ও চণ্ডালী—এই পঞ্চকুল স্বীকৃত। চর্যাপদের বর্ণনায়,—এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী। তঁহি চড়ি নাচঅ বাপুড়ী॥ (১০ নং) বাজিল নৃত্যরত। ভুসুকু চণ্ডালীতে অনুরক্ত নিবিড়ভাবে। আর রসিক-নাগর শবর গণিকা-নৈরামনির সঙ্গে প্রেমরাত্রি যাপন করেন মহাসমারোহে।

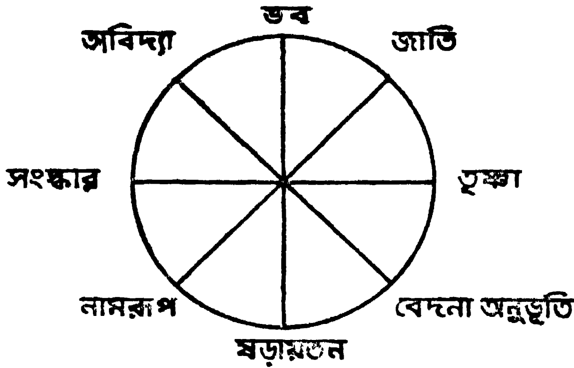
এই সাধনা দেহকে উপেক্ষা করে নয়; অবলম্বন করে। দেহস্থিত নাভিমূলে স্থিতা নিম্নাভিমুখী সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনীকে সাধনার দ্বারা জাগ্রত ও উর্ধ্বমুখী ক'রে মস্তকস্থিত উষ্ণীষচক্রে উপনীত করাই এই সাধনায় পরম কাম্য। এই মিলনকে তান্ত্রিকযোগী পার্বতীর সঙ্গে শিবশক্তির মিলন কল্পনা করেন। কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুম্না নামক নাড়ী-পথে গমন করে। সুষুম্না মধ্যপথ। তার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুই সাধন-পরিপন্থী নাড়ী-শক্তির স্বাভাবিক-প্রবণতা সুষুম্নার পথ রোধ করা। চর্যাপদে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না শব্দ তিনটির উল্লেখ নেই। ইড়া ও পিঙ্গলাকে চর্যাপদকর্তাগণ আলিকালি, গঙ্গাযমুনা, বামদাহিন, ভবনির্বাণ, রবি-শশী, চানদসুজ—ইত্যাদি বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছেন। সুষুম্নার গমন পথে চারটি কেন্দ্র কল্পিত। নাভিমূলে—নির্মাণচক্র, কণ্ঠে—সম্ভোগচক্র, হৃদয়ে—ধর্মচক্র, এবং মস্তকে—উষ্ণীষ বা মহাসুখচক্র। নাভিচক্র (নির্মাণকায়ে) যে আনন্দ তা প্রথমানন্দ, কণ্ঠে (সম্ভোগকায়ে) পরমানন্দ, হৃদয়ে (ধর্মকায়ে) বিরমানন্দ এবং উষ্ণীষে (সহজকায়ে) সহজানন্দ। বিভিন্ন তন্ত্রের পুথিতে এক একটি চক্রকে এক একটি পদ্মরূপে চিত্রিত হতে দেখেছি। কাহ্নু-পার বর্ণনায়—এক সো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী। উষ্ণীষচক্রে সহস্রদল পদ্মের অধিষ্ঠান তাই এর নাম সহস্রারচক্র। এই চক্রের কল্পনা তন্ত্রসাধনায় স্বীকৃত কিন্তু চর্যাপদকর্তাগণ ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। গুণ্ডরী-পার বর্ণনায়—

—থেঁপহু জোইনি লেপ ন জাঅ। মণিকুলে বহিআ ওড়িয়াণে সমাঅ॥ অর্থাৎ স্বস্থান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সেই শক্তি···মণিমূলে প্রবাহিত হয়ে ওড়িয়াণ (ওড্‌ডিয়ান?) বা উর্ধ্বস্থানে বা উষ্ণীষচক্রে প্রবেশ করে। সাধনার কোনো পর্যায়ে ইড়া-পিঙ্গলা সক্রিয় হলে সাধক বিপন্ন হয়ে পড়েন। কাহ্নুপার ৭নং পদে এই সংকটের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা। তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস। জো মনোগোঅর সো উআস॥
তে তিনি তে তিনি হো ভিন্না। ভনই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না॥

আলি এবং কালি (ইড়া পিঙ্গলা) দ্বারা [সুষুম্নার] পথ রুদ্ধ হয়েছে। তাই দেখে কাহ্নু বিমনা (বিশিষ্টমনা নয় বিগতমনা) হলেন। এখন কাহ্নু কোথায় গিয়ে বাস করবেন? অর্থাৎ রামপ্রসাদের—'বল মা তারা দাঁড়াই

কোথা'র মতো অসহায় অবস্থা। যা মনোগোচর তাতেই মানুষ উদাসী হয়। সেই তিন অর্থাৎ কায়বাকচিত্ত বা ললনা রসনা অবধূতিকা এখন অভিন্নরূপে প্রতীত হচ্ছে। তাই কাহ্ন বলেন, এখন ভব (-চক্র) ছিন্ন হবে। এই ভবচক্র কি। তন্ত্রের একটি পুথিতে (খাতার আকারে বাঁধাই) চক্রের একটি চিত্র পেয়েছি। এই রকম—



প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনে যাকে প্রতীতসমুৎপাদ বা অনুলোমক্রম বলা হয়ে থাকে সেই তত্ত্বে—অবিদ্যাপ্রত্যয় থেকে সংস্কার সমূহ, সংস্কার প্রত্যয় থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান থেকে নামরূপ, নামরূপ থেকে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে উপাদান, উপাদান থেকে ভব, ভব থেকে জাতি, জাতি থেকে জরা মৃত্যু ইত্যাদি। এ এক সর্বনাশা চোরাবালির ঘূর্ণাবর্ত। বৌদ্ধগণ বলেন, আমাদের সকল কর্ম তৃষ্ণার মধ্যে নিহিত। তৃষ্ণা বিধৃত অনাদি-অবিদ্যায়। এই তৃষ্ণার স্বরূপ জেনে তৃষ্ণাজনিত কর্মপ্রবাহকে রুদ্ধ করতে পারলে সকল ক্লেশের অবসান ঘটবে; জন্মান্তরও লুপ্ত হবে। সরহ-পা তাই প্রশ্ন করেছেন—জন্ম থেকে কর্ম, না কর্ম থেকে জন্ম। সরহ বলেন—অচিন্ত্য সেই ধর্ম।

কিন্তু ভবচক্রে আবর্তনশীল মানব জন্মমৃত্যুর পৌনপুণিক আবর্তনে ক্লেশাদি ভোগ করে। ভুসুক-পা তাই নির্দেশ দিয়েছেন—মার রে জোইআ মুসা পবণা। জেন তুটঅ অবণাগমণা। কাহ্ন-পাও এই আসা-যাওয়া দেখে নিরাশ হন—

জে জে আইলা তে তে গেলা। অবণাগমণে কাহ্ন বিমন ভইলা।

এই চিরন্তন গমন-আগমন থেকে মুক্তি পেতে গেলে ভবচক্র ছিন্ন করতে হয়। কুক্কুরীর মতে, কুম্ভক-সমাধির দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করতে হবে। কাহ্নু ডোম্বীর বিবাহের ভোজে জন্ম আহার করা হয়েছে; যৌতুক দেওয়া হয়েছে অনুত্তর-ধর্ম। এই অনুত্তর-ধর্মে দীক্ষিত সিদ্ধযোগী স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন—

অম্হে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই। জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥

জইসো জাম মরণ বি তইসো। জীবন্তে মঅলে নাহি বিশেসো। ২২নং

আমি তো বুঝতে পারি না অচিন্ত্যযোগী জন্ম মৃত্যু ভব কেমন করে হয়। জন্ম যেমন মৃত্যুও তেমনি। জীবিত মৃতে ইতরবিশেষ নেই। সিদ্ধির এই স্তরে—

নাস্তিরূপং ন দ্রষ্টা চ ন শব্দো ন পি শ্রোতা চ।

ন গন্ধো ন পি ঘ্রাতা চ ন রসো না পি. বাসকঃ॥

ন স্পর্শো নাপি স্প্রষ্টা চ ন চিত্তং নাপি চৈত্তিকং॥

হেবজ্র: প্রথম কল্প: পঞ্চম পটল।

রূপ নেই, দ্রষ্টা নেই, শব্দ নেই, শ্রোতা নেই। গন্ধ নেই, ঘ্রাণ গ্রহণকারী নেই, রস নেই, রসিক নেই। স্পর্শ নেই—স্প্রষ্টা নেই। চিত্ত নেই, চৈত্তিক নেই। অর্থাৎ সমস্ত ভেদজ্ঞান ও দ্বৈতবোধের অবসান। এই পর্যায়ে যোগী স্থূল দেহ অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্ত হন। ইহজগতের জরা মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কাহ্নু-পার ৪২ নং পদে এই ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

চিঅ সহজে শূন্য সংপুন্না। কান্ধ বিয়োএ মা হোহি বিষণ্ণা॥

ভন কইসে কাহ্নু নাহি। ফরই অনুদিনং তৈলোএ পমাই॥

চিত্ত সহজ-শূন্যতায় পরিপূর্ণ হয়েছে। [এখন আমার] পঞ্চস্কন্ধাত্মক এই দেহের বিয়োগে বিষণ্ণ হ'য়ো না। বল কোথায় কাহ্নু নাই। তিনি ত্রৈলোক্যে প্রবেশ ক'রে নিরন্তর স্ফুরিত হচ্ছেন।

এই সিদ্ধদেহী যোগী সহজ অবস্থায়—বায়ু বইলেও কাঁপে না, আগুন জ্বালিলেও সে জ্বলে না, মেঘ বর্ষণ করিলেও ভেজে না। সে না হয় উৎপন্ন, না হয় ক্ষয়—

পবন বহন্তে ণ উ সো হল্লই। জলন জলন্তে ণ উ সোডজঝই॥

ঘন বরিষন্তে ণ উ সো তিম্মই। ণ উবজ্জই ণ উ খঅহি পইস্সই॥

বিষয়টা দুর্জ্ঞেয়; রহস্যজনকও বটে। কিন্তু যোগিগণ এই ধর্ম ও তত্ত্বকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। মনকে সব সময় চাঙ্গা রাখতে হবে। 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে গৃহত্যাগের প্রয়োজন নেই। সরোজবজ্র বলেন—

ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বনে জহি তহি মন পরিআন।

সঅলু নিরন্তর বোহি ঠিউ, কহি ভব কহি নিব্বান ॥—গৃহত্যাগ ক'রে দূর দুর্গম তীর্থে গিয়ে লাভ নেই, সেখানে মোক্ষ মেলে না; অতএব সরহের নির্দেশ—'ঘরহি বসন্তে ভজ্জে সহিঅউ।' টীকাকার বলেছেন,—গার্হস্থ্য ধর্ম পালন না করলে ব্রতভঙ্গ দোষে পড়তে হয় ইত্যাদি। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় সরহ বলতে চান—ঘরে বসেই সহজ সাধনা চলে। কিন্তু তাই বলে বিষয়টা মোটেই সহজ নয়; সিদ্ধিলাভ হয় বিরলজনের। কৃষ্ণাচার্য বলেন—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হুউ পরমেথে পবিন।

কোটিহ্ মাহ্ এক জত হোই নিরংজন লীন ॥

সমাজ-ব্যবস্থা॥ সমাজ শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে (সম্+ √অজ্+অ (ঘঞ্)-ধি) জনসমূহ, সংঘ, উদ্দেশ্যবিশেষার্থ মিলিত জনসমূহ, স্বজাতীয় লোক-সমূহ। সাধারণভাবে শেষের অর্থটিই প্রচলিত। গ্রামাঞ্চলে সমাজ শব্দের অর্থ স্বজাতি এবং জাতিভেদ। প্রকৃতপক্ষে সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায় জাতিভেদই ছিল মুখ্য অবলম্বন। এই সমাজের একপ্রান্তে কুলীন-জন, ব্রাহ্মণ-নাড়িআ, অন্যপ্রান্তে ডোম, চণ্ডাল, শবর, শৌণ্ডিক, কেবট প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির বসবাস। বৈদিক বর্ণাশ্রমের সূত্রে তখনও পর্যন্ত ডোমনীর কুঁড়ে অবস্থিত ছিল নগরের বাইরে। কিন্তু সেখানে ব্রাহ্মণ বটুর ঘন ঘন আগমন ঘটতো। কৃষ্ণাচার্যের সঙ্গে ডোম্বীর দীর্ঘকালের প্রণয়, মান-অভিমান, ঈর্ষা বর্ণিত হয়েছে ১০ নং পদে। অবশেষে নায়ক-নায়িকার অভিপ্রেত মিলন সম্পন্ন হয়েছে কাহ্ন-ডোম্বী বিবাহে। ভুসুকু-পা চণ্ডালীকে গৃহিণীরূপে বরণ ক'রে বাঙ্গালী হয়েছেন। এইভাবে দেখা যায়, বর্ণাশ্রমের কাঠামো এই যুগে খুব দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল! বিনয়শ্রী একটি পদে আক্ষেপ করেছেন—দেখু চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার। পাঞ্চ বান্ন ভইল্ল একাকার॥

চর্যাপদের কোনো কোনো বর্ণনায় অধুনালুপ্ত প্রাচীন জাতির স্মৃতি বিধৃত আছে। ৩৩নং পদে—জো সো চৌর সৌ দুষাধী'—এই 'দুষাধ' বিহার অঞ্চলের চৌর্যাপবাদগ্রস্ত প্রাচীন জাতি-বিশেষ। ৪৯নং পদে পদ্মাখালে বজ্‌রা নৌকায় চ'ড়ে নির্দয় বঙ্গাল বা দঙ্গাল কর্তৃক দেশ লুণ্ঠনের কাহিনী আছে। 'বঙ্গাল' শব্দটি জলদস্যু লুটেরা প্রাচীন বঙ্গদেশীয় কোনো বিশেষ জাতি। 'দঙ্গাল' শব্দটি হীনার্থে দলবদ্ধ হওয়া। দুর্ধর্ষ স্বভাবের লোককে মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষায় ডিঙ্গাল, ডিঙ্গর প্রভৃতি বিশেষণ দান করা হয়েছে। যাদুনাথের ধর্মপুরাণে বর্ণনা

আছে—আইল ভিঙ্গর মুখচুবী। বর্তমানকালে এই জাতিটি অবলুপ্ত হয়েছে। এই লুপ্ত দুর্ধর্ষ জাতি-নামের স্মৃতি 'দঙ্গাল' শব্দে বিধৃত থাকা বিচিত্র নয়।

বৈদিক দশসংস্কারবিধিও এই সমাজে অনুসৃত হ'তো। জাতকের জন্মক্ষণের বর্ণনা আছে ২০নং পদে—

পহিল বিআন মোর বাসনয়ুড়া। নাড়ি বিআরস্তে সেব বায়ুড়া॥
জাণ যৌবন মোর ভইলেসি পুরা। মূল নখলি বাপ সংঘারা॥

১৯নং পদে কাহ্ন-ডোম্বীর বিবাহের শোভাযাত্রা পটহ-মাদল, করণ্ড-কশালা বাদ্যসহকারে; তৎসহ জয় জয় ধ্বনি। বিবাহে আহার্য পরিবেশন, যৌতুকদান, যোগিনিগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে বাসররাত্রি যাপন—এইসব বর্ণনা পাওয়া যায়। সাঙ্গা (Second marriage) নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

৫০নং পদে শবরের মৃত্যুতে চার-বাঁশের 'চঞ্চালী' দিয়ে খাটিয়া তৈরি ক'রে শবদেহ বহন ক'রে দাহ করা হ'লো। শবভূক শকুন-শৃগাল বঞ্চিত হ'লো। দশদিকে পিণ্ড নিক্ষেপ ক'রে মৃত শবরের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করা হয়েছে।

জাতি অনুসারে বৃত্তি-বিভাজন সেযুগে কতখানি অনুসৃত হয়েছে ভেবে দেখার মতো। ডোম জাতি একালের মতো সেকালেও বাঁশের টুকরো দিয়ে ঝুড়ি-চাঙ্গারি বুনতো। পূর্ববঙ্গ-গীতিকার বর্ণনায়—খাউরি বিউনি করে যত ডুমের নারী। কতদেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী॥

অহেরী বা আথেটিকের দল হরিণ শিকারে বেরিয়ে পড়তো হাঁকডাক দিয়ে। পশু-শিকার প্রাচীন লুব্ধক অথবা লোধা জাতির জাতি-বৃত্তি। হাতি ধরা ব্যবসায় বাঙ্গালীর প্রাচীন গৌরবজনক বৃত্তি। হস্তিচিকিৎসাতেও প্রাচীন বঙ্গের সুনাম সুবিদিত। (প্রাচীন বাংলার গৌরব—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। শৌণ্ডিক জাতি মদ্য-চোলাই কার্যে সিদ্ধহস্ত ছিল। তাঁতিরা প্রায়ই জাতি-ব্যবসা পরিত্যাগ করে বিপাকে পড়তো। চর্যাপদে বর্ণিত যে তাঁতী 'তন্ত্রী' ছেড়ে 'বাজিল' হয়েছিলেন পরিণামে তাঁর কি ঘটেছিল জানা যায় না। তুলো ধোনার বর্ণনা আছে ২৬নং পদে। তবে একাজ কোনো জাতি-বিশেষের একচেটিয়া বৃত্তি ছিল কিনা জানা যায় না। তেমনি খেয়া-পারাপার কার্যে বিশেষভাবে কোনো জাতি নিযুক্ত থাকতো কিনা জানা যায় না। প্রয়োজনবোধে মেয়েরাও নৌকা বাইতো। পারাপারে কড়ি লাগতো। শুল্ক আদায়ের জন্য থানা বা ঘাঁটি ছিল। অবশ্য কড়ি-বুড়ি না নিয়েও অনেক সময় পারাপার করা হতো।

মনে হয় নৌকায় পারাপারের পারানি আদায়ের ব্যাপারে জোর জুলুমও চলতো। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কাঠ কেটে পাটা জোড়া লাগিয়ে সাঁকো তৈরির কাজও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

সেযুগে কৃষিকর্মে কোন্ জাতি বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকতো, কোনো পদে সে সম্পর্কে কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কৃষিকর্মে ছিল সমাজের সকল জাতির সমান দক্ষতা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীরা ব্রাহ্মণ হয়েও পূর্বতন ছয়-সাত পুরুষ কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন—দামিন্যায় করি কৃষি মিরাস পুরুষ ছয়-সাত। সে যাইহোক, সে যুগে প্রধান কৃষিজাত পণ্য ছিল—আমন ধান (২১ নং), কঙ্গুচিনা (৫০ নং), এবং কার্পাস (৫০ নং)। ইঁদুরে শষ্য নষ্ট করতো। কৃষিকর্মের প্রধান অবলম্বন ছিল বলদ। গৃহস্থ গাভীপালন করতো এবং তিন বেলা দুগ্ধদোহন চলতো। কৃষিযন্ত্ররূপে ফাল (৮নং) এবং নখলি (২০নং)-র উল্লেখ পাওয়া যায় ; বৃক্ষ ছেদনের অস্ত্র টাঙ্গী।

তুলো ধুনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঁশ বের করার বর্ণনা আছে ২৬নং পদে। বস্ত্রবয়ন সম্পর্কিত বর্ণনাও একাধিক পদে পাওয়া যায়। বয়নশিল্পে বাঙ্গালী প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষতা অর্জন করে। (প্রাচীন বাংলার গৌরব)। প্রসঙ্গতঃ গোর্খবিজয়ের যোগিনীর উক্তি স্মরণীয়—

আহ্মারে কটিমু সূতি / তুহ্মি যে বুনিবা ধুতি / হাটে নিলে বেচিলে হবে কড়ি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন, কাপাসের সূতো থেকে কাপড় বোনার প্রচলন এদেশে অষ্ট্রিকেরাই করেন। (ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা)।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত নয়। মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্য-গুলিতে বিনিময়-দ্রব্যের বিস্তৃত বর্ণনা, সমুদ্রযাত্রার গতিপথের বর্ণনা কাল্পনিক ; তবে সে কল্পনা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি-নির্ভর। চর্যাপদেও নৌ-বাণিজ্য বিষয়ক বর্ণনা পাওয়া যায় ৮নং পদে। পঞ্চ-পাটনের উল্লেখ আছে ৪৯নং পদে। চারকোটি টাকার মূলধনওয়ালা মহাজনের অভাব বোধহয় ছিল না। চাঁদ-সদাগর সম্পর্কে বলা হয়েছে—বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা। অর্থাৎ বহির্বাণিজ্যে চাঁদসদাগর প্রভৃত অর্থ বিনিয়োগ করতেন। নাব, ভেলা, বজরা প্রভৃতি নানাবিধ নৌকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি। এককের (unit) নাম ছিল বুড়ি। চলাচলের ব্যাপারে জলপথ ছিল প্রশস্ত ; স্থলপথে রথই ছিল নির্ভরযোগ্য পরিবহন।

বাঙ্গালীর প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য ভাত ; সে হাজার বছর পূর্বেও। হাঁড়িতে ভাত না থাকার মতো বিপদ আর কিছু ছিল না। তেঁতুল ফল মানুষের ভক্ষ্য ছিল। প্রাকৃত ছড়ায় আদর্শ খাদ্য-তালিকার[১] বর্ণনায় তেঁতুলের উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাকৃত সদুক্তি-ছড়া থেকে জানা যাচ্ছে, লবণ-ও ছিল দুষ্প্রাপ্য—

সের এক্ক জই পাবই ঘিঞা মণ্ডা বীশ পকাবিল নিত্তা।

টঙ্ক এক্ক জই সে সুব পাবা জো হউ রঙ্ক সো হউ রায়া॥

[যদি এক সের ঘি পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই বিশটা মণ্ডা পাকানো যায় যদি পোয়াটাক নুন মেলে তো সে গরীব হলেও রাজা।]

দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রতি বাঙ্গালীর আকর্ষণ দীর্ঘকালের। ৩২নং পদে উল্লেখ রয়েছে—দুধ মাঝেঁ লড় চ্ছন্তে ন দেখই।

সেকালের সমাজে আসবপ্রিয়তার পরিচয় খুব স্পষ্ট। একদিকে শৌণ্ডিক-বধূর চৌষট্টি ঘড়া মদের পসরা ; খরিদ্দার একবার প্রবেশ করলে সহজে বেরোয় না। পানপাত্র ছিল সরুনল লাগানো ছোট ঘটি ; মদের দোকানে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া থাকতো সাইন-বোর্ড রূপে। অন্যদিকে কঙ্গুচিনা পাকলে তাই দিয়ে মদ তৈরি ক'রে শবর পাড়ায় যথেচ্ছ মদ্যপান এবং উদ্দাম নৃত্যের ধুম লেগে যেতো। পদ্মবন থেকে 'মোলান' সংগ্রহ ক'রে মাদকদ্রব্য তৈরি হতো।

সামাজিক যৌন-আচরণে শৈথিল্য ছিল নানা রকমের। নগরের বাইরে ডোমনীর কুঁড়েতে ব্রাহ্মণ-সজ্জনের গোপন যাতায়াত ছিল। ক্ষেত্র-বিশেষে গৃহবধূও রাত্রে গুপ্ত-অভিসারে গমন করতো। কৃষ্ণাচার্যের সঙ্গে ডোমনীর প্রণয় ছিল দীর্ঘদিনের ; সে প্রণয়ের পরিণতি ঘটেছিল বিবাহে। ভুসুকু-পা চণ্ডালীকে বিবাহ করেছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে স্বচ্ছন্দে অনুমান চলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-আদি উচ্চবর্ণ-সম্ভূতগণের প্রবণতা ছিল নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করার। মহাভারতে এই রকম গল্প আছে। ধর্মমঙ্গলের 'পখুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িআ। ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া॥' এই ছড়ায় এই ঘটনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই ধরণের বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় ছিল। বিনয়শ্রী একটি পদে এই রকম অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করেছেন।

১ ওগ্গর ভত্তা। রম্ভঅ পত্তা॥ গাইক ঘিত্তা। দুগ্ধ সজুত্তা॥ মোইনি মচ্ছা। নালিচ গচ্ছা॥ দিজ্জই কন্তা। খাই পুনবন্তা॥ ইত্যাদি।

ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের রমণীরাও চৌষট্টি-কলার অনেক বিভায় পারদর্শী হ'তো। ছলাকলা দিয়ে তারা কখনও কুলীনদের কখনও কাপালিকের মনোরঞ্জন করতো। 'কাজ ন কারণ সসহর টালিউ'—বর্ণনায় যথেচ্ছ যৌনসম্ভোগের ইঙ্গিত থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ এদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল না; তবে বিদ্বান-পণ্ডিত লোকও মাঝে-মধ্যে গণিকালয়ে পদার্পণ করতো। এই সব গণিকাদের মুখে মুখে ফিরতো 'কামচণ্ডালী'-নামক অশ্লীল গীত। নট বেশ ধারণ ক'রে কখনও কখনও এরা নৃত্যগীত (Street-singer) ক'রে বেড়াতো। এরাই ডমরু বাজিয়ে ভেল্‌কি-বাজি দেখিয়ে জনগণের মনোরঞ্জন করতো। ৩১নং পদটিতে অন্তর্ধান বাজি, শূন্যে স্থিতি বাজি, জীবন্মৃত্যু বাজি, অখাদ্য ভক্ষণ (?) বাজি প্রভৃতির বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণনা আছে—ঝালিআর জল (পা—ডাল) যেন তথনে পালাইল।

এসব সত্ত্বেও সমাজ-জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল পরিবার জীবন। এই পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, শ্যালিকা-পরিবৃত যৌথ-পরিবার। নানাবিধ বিপর্যয়ের মধ্যেও গৃহস্বামীর সান্ত্বনা ছিল—নিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ।

ভদ্রেতর সমাজের পরিবার-জীবনের একটি বর্ণাঢ্য চিত্র আছে ২৮নং পদে। শবরের সঙ্গে দুর্জয়-মান ক'রে মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা পরিধান ক'রে শবরী-বালিকা পাহাড়ের উঁচু জায়গায় বসে থাকতো। এদিকে পত্নীপরায়ণ উন্মত্ত শবর খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। কখনও কখনও চেঁচামেচি ঝগড়া না বাঁধতো এমন নয়। অবশেষে ত্রিধাতুর খাট পেতে শয্যা বিছিয়ে কর্পূর তাম্বুল ভক্ষণ ক'রে মহাসুখে মিলনরাত্রি যাপন।

নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের অঙ্গাভরণ প্রধানতঃ ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাফলের মালা। এছাড়া কঙ্কণ, কানেট প্রভৃতি অলংকারের নাম-ও জানা যায়। দর্পণের ব্যবহার সেযুগে অপরিজ্ঞাত ছিল না।

গলায় হাড়ের মালা পরিধান ক'রে নগ্নযোগিরা জনপদের মধ্যে পরিভ্রমণ করতো এমন বীভৎস কল্পনা না করাই ভালো; তবে সুযোগ মতো তারা ডোম, চণ্ডাল রমণীদের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হ'তো। পায়ে বাজুনে-নূপুর, কানে কুণ্ডল পরিধান ক'রে বীরনাদে ডম্বরু বাজিয়ে কাপালিক-যোগী ঘুরে বেড়াতো বীরদর্পে। ধর্মাচরণে আগম-পুথি, ইষ্টমালার (জপমালা) ব্যবহার ছিল। মন্ত্র-তন্ত্র, ধ্যান ব্যাখ্যা করার লোকের অভাব ছিল না।

নয়-বল বা দাবাখেলা সে যুগের খুব জনপ্রিয় অবসর-বিনোদন। খেলায় যারা অংশগ্রহণ করতো না তারা পাশে বসে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে ছাড়তো না। বীণাবাদ্য সহযোগে নৃত্যগীত প্রাচীনবঙ্গের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাধারণতঃ মেয়েরা নৃত্য করতো, গান গাইতো এবং সংগত করতো পুরুষেরা। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী সম্বলিত নাটক অভিনীত হ'তো।

চুরি, ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপাতের সংবাদও চর্যাপদে অনেক আছে। পথে ঘাটে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল। ঘরে তালাচাবি লাগানোর ব্যবস্থা সত্ত্বেও গৃহবধূর অলংকার চুরি যেতো। বড় বড় ডাকাতিতে সম্পন্ন গৃহস্থেরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তো। সোনা-রুপা কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। চারকোটি টাকার ভাণ্ডার একেবারে উজার হয়ে যেতো। দারোগা-পুলিশ সেকালেও চোর ধরার পরিবর্তে চোর ডাকাতদের সহায়তা করতো।

ডোম্বীর গৃহে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। দমকল বাহিনীর পরিবর্তে 'সসহর লই ষিঞ্চহুঁ পানী।' কিন্তু কোনো ফল হ'লো না। হরিহর-ব্রহ্মা সব দগ্ধ হ'লো, ভস্মীভূত হ'লো নবগুণ শাসন-পট্ট (দলিল-দস্তাবেজ)। ধর্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারে দেববিগ্রহ, শাসন-পট্ট দগ্ধ হ'লে সর্বনাশের বাকী থাকল কী!

দেহজ ব্যাধি-উৎপাতে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করাই ছিল বোধহয় সে কালের রেওয়াজ; তবু অনেকে ব্যাধি প্রতিকারের জন্য রস-রসায়নের প্রত্যাশা করে উপহাসের পাত্র হ'তো। স্বয়ং সরহ-পা-ই ২০নং পদে বলেছেন—'জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা। সো করউ রস রসানেরে কংখা।'—২০নং পদের বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায় শবর-পার মৃত্যু হয়েছিল অতিরিক্ত মদ্যপান করার দরুন।

ভদ্রেতর জাতির বসবাস ছিল গ্রাম-বাইরের টোলায় বা বস্তির কুঁড়ে-ঘরে। পক্ষান্তরে, 'তইলা বাড়ী' বা ত্রিতল অট্টালিকা এবং তৎসংলগ্ন জ্যোৎস্না-বাড়ী (উত্তম আলো-বাতাসযুক্ত (?))-র উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক বৈষম্য সেযুগে বেশ প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। যাদের স্বামীরা সংসার-উদাসীন ক্ষপণক তাদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনার অতীত। দরিদ্র-সাধারণের সংসারে নানা রকমের অভাব-অনটন। হাড়ীতে ভাত নেই অথচ নিত্য অতিথির আনাগোনা। এদিকে অভাবের সংসারে সভ্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলে; কোনো প্রতিকার নেই। অন্যদিকে প্রাচুর্যের চিত্রও আছে। সোনায় পরিপূর্ণ নৌকা; রূপা রাখবার

জায়গা নেই। কনকাকীর্ণ রাজপথ, হস্তীবন্ধন স্তম্ভ প্রভৃতির উল্লেখ থেকে আন্দাজ করা চলে—লক্ষ্মীর প্রসাদে অনেকের দরজায় হাতী বাঁধা থাকতো। এই দুই শ্রেণীর মাঝখানে একদল শ্রমজীবি দিনের বেলা কঠোর পরিশ্রম ক'রে রাত্রে কড়া পানীয় সহযোগে নৃত্যগীতের মধ্যে ডুবে যেতো। এই সম্প্রদায়ই সম্ভবতঃ সে যুগের সমাজকে চলমান এবং প্রাণবন্ত রাখতে সহায়তা করেছিল।

॥ Albert Grunwedel—প্রদত্ত 'চৌরাশী-সিদ্ধার' নাম তালিকা ॥

তিব্বতী-বৌদ্ধমতে 'গ্রব্ ছেন-গ্যব্ শি' বা ৮৪ জন মহাসিদ্ধ স্বীকার করা হয়। নাথ মতেও তাই। ৩, ৭, ১০৮ প্রভৃতির মতো ৮৪টিও একটি Retual Number বিশেষ।

১। ল্হিয়া, ল্ই পা. লুন্ত্রি পা, মৎস্যেন্দ্র বা মৎস্যা-পাদ ২। লীলা পাদ ৩। বিরূপা ৪। ডোম্বী হেরুক ৫। শবর ৬। শরহ বা রাহুলভদ্র ৭। কঙ্কালি পাদ ৮। মীনপাদ বা বজ্রপাদ ৯। গোরক্ষ ১০। চৌরঙ্গী ১১। বীণাপাদ ১২। রত্নাকর শান্তি ১৩। তন্তিপাদ ১৪। চর্ম্মারু ১৫। খড়্গ পাদ ১৬। নাগার্জ্জুন ১৭। কৃষ্ণচারী কানহ্পাদ বা কনপ ১৮। কাণের, কাণেরী বা আর্য্যদেব ১৯। স্থগন ২০। নাড় পাদ বা যশোভদ্র ২১। শৃগাল পাদ ২২। তৈলিক পাদ ২৩। ছত্রপাদ ২৪। ভদ্র ২৫। দ্বিখণ্ডী ২৬। অজোগি বা যোগিপাদ ২৭। কড়পাদ ২৮। ধোবী ২৯। কঙ্কণ ৩০। কম্বল ৩১। ঢেঙ্কি ৩২। ভন্ধে পা বা ভাণ্ডারী ৩৩। তন্ধী ৩৪। কুক্কুরি পাদ ৩৫। কুব্জি পাদ ৩৬। ধর্ম্ম ৩৭। মহী ৩৮। অচিন্ত বা অচিন্ত্য ৩৯। বভহি ৪০। নলিন ৪১। শান্তিদেব বা ভুসুকু ৪২। ইন্দ্রভূতি ৪৩। মেঘপাদ ৪৪। কুঠারী ৪৫। কর্ম্মার পাদ ৪৬। জালন্ধরী ৪৭। রাহুল ৪৮। ধর্ম্মপাদ ৪৯। টোকরী ৫০। মেদিনীপাদ ৫১। পঙ্কজ ৫২। ঘণ্টা পাদ বা ব্রজঘণ্ট ৫৩। যোগী ৫৪। চলুক ৫৫। বাগুরি ৫৬। লুঞ্চক ৫৭। নিগুণশ্রী ৫৮। জয়ানন্দ ৫৯। পচারি বা পাচল ৬০। চম্পক ৬১। বিষাণ ৬২। তেলী বা তৈলী ৬৩। কুম্ভকার ৬৪। চার্পটি ৬৫। মণিভদ্রা ৬৬। মেখল ৬৭। কঙ্খলা ৬৮। কলকলপাদ ৬৯। কন্থড়ি ৭০। দৌভী ৭১। উড্ডীয় ৭২। কপালপাদ ৭৩। কিলপাদ ৭৪। পুষকর ৭৫। সাভিক্ষ

৭৬। নাগবোধি ৭৭। দারিক পাদ ৭৮। পুত্তলি ৭৯। উপনাহী ৮০। কোকিলী ৮১। অনঙ্গ ৮২। লক্ষ্মীঙ্‌করা ৮৩। সামুদ্র ৮৪। ব্যাড়ি।

বর্ণনরত্নাকরে সিদ্ধগণের একটি নাম-তালিকা আছে। বর্ণনরত্নাকর এশিয়াটিক সোসাইটির ৪৮।৩৪ সংখ্যক তালপাতার পুঁথি। অক্ষর বাঙ্গালা। লিপিকাল ল. সং -৩৯৮। গ্রন্থকার কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরিশ্বর মিথিলার রাজা হরিসিংহ দেবের সভার একজন কবি ছিলেন। হরিসিংহদেবের রাজত্বকাল ১০০০—১০২০ খ্রীঃ। গ্রন্থে উল্লিখিত—অথ চৌরাসী সিদ্ধ বর্ণনা—

১। মীননাথ ২। গোরক্ষনাথ ৩। চৌরঙ্গীনাথ ৪। চামরী নাথ ৫। তন্তি পা ৬। হালিপা ৭। কেদারি পা ৮। ধোঙ্গ পা ৯। দারি পা ১০। বিরূপা ১১। কপালী ১২। কমারী ১৩। কাহ্ন ১৪। কনখল ১৫। মেখল ১৬। উন্মন ১৭। কাণ্ডলি ১৮। ধোবী ১৯। জালন্ধর ২০। টোঙ্গী ২১। মবহ ২২। নাগার্জ্জুন ২৩। দৌলী ২৪। ভিষাল ২৫। অচিতি ২৬। চম্পক ২৭। ঢেণ্ট ২৮। ভুম্বরী ২৯। বাকলী ৩০। তুজী ৩১। চর্পটী ৩২। ভাদে ৩৩। চান্দন ৩৪। কামরী ৩৫। করবৎ ৩৬। ধর্ম-প পতঙ্গ ৩৭। ভদ্র ৩৮। পাতলিভদ্র ৩৯। পলিহিহ ৪০। ভানু ৪১। মীন ৪২। নির্দ্দয় ৪৩। সবর ৪৪। সান্তি ৪৫। ভর্তৃহরি ৪৬। ভীষণ ৪৭। ভটী ৪৮। গগন পা ৪৯। গমারী ৫০। মেণুরা ৫১। কুমারী ৫২। জীবন ৫৩। অথোসাধব ৫৪। গিরিবর ৫৫। সিয়ারী ৫৬। নাগবালী ৫৭। বিভবৎ ৫৮। সারঙ্গ ৫৯। বিবিকিধজ ৬০। মগরধজ ৬১। অচিত ৬২। বিচিত ৬৩। নেচক ৬৪। চাটল ৬৫। নাচন ৬৬। ভীলো ৬৭। পাহিল ৬৮। পাসল ৬৯। কমলকঙ্গারি ৭০। চিপিল ৭১। গোবিন্দ ৭২। ভীম ৭৩। ভৈরব ৭৪। ভদ্র ৭৫। ভমরী ৭৬। ভুরুকুটী।

এরপর আর নেই।

গ্রন্থে সংকলিত পদগুলির মধ্যে কোন্ কবি কত নম্বর পদ রচনা করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত রচনার মোট সংখ্যা প্রদত্ত হ'লো—

কবি-নাম	মোট পদ	পদ সংখ্যা
১। আর্যদেব	১	৩১ নং
২। কঙ্কণ-পা	১	৪৪ নং
৩। কম্বলাম্বর পা	১	৮ নং

কবি-নাম	মোট পদ	পদ সংখ্যা
৪। কাহ্ন পা	১৩	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ নং
৫। কুক্কুরী পা	৩	২, ২০, ৪৮ (লুপ্ত)
৬। গুণ্ডরী বা গুড্ডরী পা	১	৪ নং
৭। চাটিল পা	১	৫ নং
৮। জয়নন্দী পা	১	৪৬ নং
৯। ডোম্বী পা	১	১৪ নং
১০। ঢে-ঢণ পা	১	৩৩ নং
১১। তন্ত্রী পা	১	২৫ নং
১২। তাড়ক	১	৩৭ নং
১৩। দারিক পা	১	৩৪ নং
১৪। ধাম পা	১	৪৭ নং
১৫। বিরুবা পা	১	৩ নং
১৬। বীণা পা	১	১৭ নং
১৭। ভাদে বা ভদ্র পা	১	৩৫ নং
১৮। ভুসুকু পা	৮	৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯ নং
১৯। মহীধর পা	১	১৬ নং
২০। লুই -পা	২	১, ২৯, নং
২১। শবর পা	২	২৮, ৫০ নং
২২। শান্তি পা	২	১৫, ২৬ নং
২৩। সরহ পা	৪	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ নং

॥ পদকর্তার-পরিচয় ॥

বর্তমান সংকলন গ্রন্থে সবমিলিয়ে ২৩ জন কবি-সিদ্ধাচার্যের রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এঁরা প্রত্যেকেই কবি এবং খ্যাতিসম্পন্ন সিদ্ধাচার্য। কারণ প্রথমতঃ তিব্বতী-ঐতিহ্যে 'গ্রু ব্ ছেন-গ্যাবশি' বা ৮৪ জন মহাসিদ্ধের অধ্যাপক Gruenwedel-প্রদত্ত নাম-তালিকায় চর্যাপদকর্তাগণের অধিকাংশের নাম (কোথাও অবিকলভাবে কোথাও ঈষৎ রূপান্তরে) স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পুথি অনুলেখনের কালে লিপিকর প্রত্যেক পদকর্তার নাম লিখেছেন ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন দ্বারা। যেমন—লুই পাদানাম্। এই বহুবচন প্রয়োগ গৌরববাচক। তৃতীয়তঃ মুনিদত্ত টীকা রচনার সময় প্রায় প্রত্যেক পদকর্তাকে সিদ্ধাচার্যরূপে অভিহিত করেছেন, উপরন্তু প্রত্যেক কবিকেই বিশেষ গৌরবদ্যোতক বিশেষণে ভূষিত করেছেন। যেমন—শ্রীমদ্গুরচরণারবিন্দমকরন্দবিন্দুসন্দোহশান্তসন্তর্পিতানন্দস্তিমিত হৃদয়: সত্যদ্বয় মহামোহভ্রমজলধিমধ্য নিমগ্নাহ শরণদীনজনসমুদ্ধরণকামো হি সিদ্ধাচার্য শ্রীলুই পাদ। মহাসুখ রাজানং স্বানন্দাসবপানপ্রমদোমনসা কুক্কুরী পাদা: ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ চতুর্দশ শতাব্দে (সম্ভাব্য রচনাকাল—১৩০০-২১ খ্রীঃ) জ্যোতিরিশ্বর তাঁর বর্ণনরত্নাকর নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'অথ চৌরাসী সিদ্ধবর্ণনা'-অংশে উল্লিখিত সিদ্ধাচার্যের নাম-মালায় বেশ কয়েকজন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দেও এই সকল পদকর্তাগণের সিদ্ধাচার্য-খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল।

১. ॥ লুইপাদ ॥ লুই চর্যাপদের জনশ্রুতিমূলক আদি-কবি। চৌরাশী-সিদ্ধার তালিকার সর্বপ্রথম এই নামটি পাওয়া যায়—লুহি-পা, লুই পা, লুয়ি পা মৎস্যেন্দ্র বা মৎস্যান্ত্রাদ-রূপে। লুই পার নামান্তর মৎস্যেন্দ্র বা মৎস্যান্ত্রাদ কিনা সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। তবে মৎস্য পরিবৃত এবং মৎস্য-অন্ত্র ভক্ষণরত ই-পার প্রাচীন চিত্র পরিকল্পনা থেকেই এই নামান্তর কল্পিত হওয়া সম্ভবপর। সে যাই হোক, নাম-তালিকায় প্রথম নামোল্লেখ দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে লুই-পার আদি কবিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। বর্ণন-রত্নাকরের তালিকায় লুই-পার কোনো নামই পাওয়া যায় না। লুই-পাকে আদি কবি রূপে কল্পনা করার দ্বিতীয় কারণ টীকার প্রারম্ভে মুনিদত্তের বর্ণনা—শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেপ্যাচর্যচর্যাচয়ে ইত্যাদি। ১নং পদের বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গে আরও একবার তাঁকে আদি সিদ্ধাচার্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে চতুর্থ পদের ব্যাখ্যায়। সংকলন গ্রন্থের ১নং পদটি লুই-পার। কিন্তু কবিদের সময়ের অনুক্রমে পদগুলি সংকলিত হলে লুই-পার দ্বিতীয় পদটি ২৩ নং না হয়ে ২নং হতো।[১] এইভাবে দেখা যায় সাম্প্রতিককালের গবেষণায় লুই-পার আদিকবিত্বের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় মুনিদত্ত কেন লুইকে 'আদি সিদ্ধাচার্য' বললেন একাধিকবার!

তারানাথের মতে, লুইপা ছিলেন ওড্ডীয়ানরাজ উদয়ণের করণিক। অদ্যাপি ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে লুই-পাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করা হয়। মতান্তরে, ইনি ধর্মপালের কায়স্থ ছিলেন। ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৬৯-৮০৯ খ্রীঃ। লুই-পার কালনির্ণয়ে আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য কিন্তু সে তথ্য সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। লুই-পা দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে অভিসময়বিভঙ্গ রচনা করেন। অতএব লুই ও দীপঙ্কর সমসাময়িক।[২]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্থির বিশ্বাস, লুই পা রাঢ়দেশের লোক ছিলেন। তিনি যে বাঙালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।[৩] লুই পার প্রাচীন চিত্র মৎস্য অন্ত্র ভক্ষণরত; নামটিও মৎস্যান্ত্রাদ। অতএব বাঙ্গালীর মৎস্যপ্রীতির সূত্র ধরে লুই-পার বাঙ্গালীত্ব প্রতিপাদন একদা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

হরপ্রসাদের মতে, রাঢ়দেশের ধর্মপূজাবিধানে লুই-পাকে অদ্যাপি পূজা করা হয়ে থাকে। লুই-পার নামে উৎসর্গীকৃত পাঁঠা বলি হয় না; ছেড়ে দেওয়া হয়। ধর্মপূজাবিধান গ্রন্থে 'বারমতি গৃহাভরণ'-পদ্ধতিতে 'লুয়ে উৎসর্গ' নামে একটি অংশ আছে। এ সম্পর্কে বলা হয় ধর্মঠাকুর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষ; বিষ্ণুর অবতার। কিন্তু বিষ্ণুর অবতার হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন ছাগবলি গ্রহণ করেছিলেন। তার কৈফিয়তে বলা হয়েছে দাতাকর্ণের নিকট বিষ্ণুঠাকুর যেমন বৃষকেতুর মাংস ভোজন করেছিলেন সেইরূপ হরিশ্চন্দ্র রাজার গৃহে ধর্মঠাকুর হরিশ্চন্দ্র ও মদনার লোহিতাশ্ব (লুইদাস বা লুয়ে) নামক

১ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়। পৃঃ—৭।

২ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের জীবৎকাল ৯৮০-৮২ খ্রীঃ। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়।

৩ হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা।

পুত্রের মাংস ভোজন করেছিলেন সেইজন্য ধর্মঠাকুরের নিকট যে ছাগ উৎসৃষ্ট হয় তার নাম লুয়ে এবং ক্রিয়া অনুষ্ঠানের নাম 'লুয়ে উৎসর্গ'। মনে হয়, শাস্ত্রীয় গবেষণায় লুয়ে-উৎসর্গ এবং লুই-পা একাকার হয়ে গেছেন। যাইহোক, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টির অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

পরিশেষে একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিব্বত অঞ্চলে 'লুই' নামক একপ্রকার শীতবস্ত্র পাওয়া যায়। কামলি-পা যদি কম্বলওয়ালা হন তাহলে লুই-পার নামও উক্ত 'লুই' বস্ত্রের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভবপর কিনা বিচার্য।

লুই-এর নামে সংস্কৃতে চারখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। (১) বজ্রসত্ত্ব-সাধন (২) বুদ্ধোদয় (৩) শ্রীভগবদভিসময় (৪) অভিসময়বিভঙ্গ। এছাড়া 'লুহিপাদ গীতিকা'-নামে একটি পদসংকলন গ্রন্থ।

একই পদে একাধিক (দু' বার) ভণিতা প্রয়োগ লুই-এর রচনাশৈলীর স্বকীয়ত্ব। এই রীতি তাঁর শিষ্য দারিক-পাও অনুসরণ করেছেন। অন্যান্য কবিরা অনেক জেনে প্রায়ই না জানার ভান করেছেন। কাহ্ন-পার 'আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা' ভান নয়। কিন্তু মহিত্তা অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ক'রে ভনিতায় বলেন—ভনন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা।

কিন্তু লুই-পা আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ। দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা করেন,…আম্হে ঝাণে দিঠা। ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥ তাছাড়া, সমগ্র পদে তিনি উপদেশ-দানসুলভ ভঙ্গিতে বক্তব্য নিবেদন করেছেন। রচনাশৈলীতে কোনো জটিলতা নেই; সহজ সরল ভঙ্গি। রূপক প্রয়োগ রীতিও সহজ—কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।', উদক চান্দ জিম সাচ না মিচ্ছা। খুব সুন্দর বলার ভঙ্গি। প্রশ্নটি আমাদেরও ভাবিয়ে তোলে। লুই সন্ধ্যা-শব্দ প্রয়োগ করেননি; পারিভাষিক-শব্দাবলীও যথাসম্ভব পরিহার করেছেন—মহাসুখ, সুনুপাখ, ধমণ-চমণ, ভাব-অভাব এই পর্যন্ত। লুই-পার দুটি পদ এই সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে; দুটি পদই পটমঞ্জরী রাগের।

॥ সরহ-পা ॥ চক্রসম্বরতন্ত্রের তিব্বতী অনুবাদের (দ্রঃ সা. প. প—১৩৩৫ পৃ ১৫৫-৫৬) গুরু-শিষ্য পরম্পরার তালিকা থেকে জানা যায় ইনি শবর-পার গুরু। শবর-পা লুই-এর গুরু। সরহ-পা লুই-এর পরমগুরু। এঁর নামান্তর রাহুলভদ্র, সরোরুহ বা সরোজবজ্র। রাহুলভদ্র সম্ভবতঃ ভিক্ষুনাম; বজ্রযানের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাবার জন্য সরোরুহ বা সরোজবজ্র নামগ্রহণ।

অনেকে বলেন, এঁর জন্মস্থান উড়িষ্যা; শিক্ষাগ্রহণ করেন নালন্দায়। নালন্দায় সরহের শিক্ষাগুরু ছিলেন হরিভদ্র। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, হরিভদ্র রাজা ধর্মপালের (৭৭০-৮১৫ খ্রীঃ) সমসাময়িক। মতান্তরে, সরহের জন্মভূমি পূর্বদিশার অন্তর্গত রাজ্ঞী (বর্তমান ভাগলপুরের সন্নিকট)। এমতাবস্থায় সরহ-রচিত 'বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে…(৩৯ নং) অর্থাৎ বঙ্গদেশে দার-পরিগ্রহ ক'রে—এইরকম অর্থভেদ ক'রে আমাদের অনুমান, সরহ বঙ্গদেশে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বঙ্গদেশের জামাতা। অনেকে সরহকে বরেন্দ্রভূমির লোক মনে করেন। জন্মস্থান যেখানেই হোক, জীবনের কোনো এক সময়ে যে তিনি বঙ্গীয় লোকাচার এবং জনজীবনের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে রচনার মধ্যে খাঁটি বঙ্গীয় প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে। বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ্য বলন্দেঁ (৩৯ নং), হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ (৩২ নং)—প্রভৃতি অতি সাধারণ প্রবচন স্বল্পায়তন কবিতায় এমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করা ভিন্‌দেশী কবির কর্ম নয়।

চৌরাশী-সিদ্ধার তালিকায় ইনি ষষ্ঠতম আচার্য; নাম শরহ বা রাহুলভদ্র। বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় এঁর নাম নেই। আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে এঁর চারটি পদ আছে। এছাড়া সরহ-পা রচিত দোহাকোষ ও গীতিকার বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থ প্রচলিত আছে—দোহাকোষগীতি, দোহাকোষচর্যাগীতি ইত্যাদি। প্রচলিত পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা-মিশ্রিত বিনয়-বচন 'পণ্ডিঅ লোঅহু খমহু' সরহের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। দোহাকোষ ও টীকায় ষড়্‌দর্শনের খণ্ডন করেছেন খুব রূঢ় অথচ যুক্তিপূর্ণ ভাষায়।

॥ সবর-পাদ বা শবরীশ্বর ॥ চৌরাশী সিদ্ধ তালিকায় ইনি পঞ্চম সিদ্ধাচার্য; নাম শাবর। এঁর একখানি গ্রন্থের নাম বজ্রযোগিনী-সাধন। এছাড়া মহামুদ্রা-বজ্রগীতি, চিত্তগুহ্য-গম্ভীরার্থগীতি, শূন্যতাদৃষ্টি এবং দু'টি গীতিসংকলন এঁর নামে প্রচলিত। 'শবর'-ছদ্মনামে এক বা একাধিক প্রাচীন সিদ্ধাচার্য থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তবে 'সিতকুরুকুল্লাসাধন' এবং ২৮নং পদের রচয়িতা শবর-পা অভিন্ন ব্যক্তি। ২৮নং পদে ইনি নিজেকে বলেছেন—'শবরো ভুজঙ্গ' আর কুরুকুল্লা মন্ত্র সাপের বিষঝাড়া। যে পুথিতে মন্ত্রটি পাওয়া গেছে তার লিপিকাল ১১৬৫ খৃঃ। বিশেষজ্ঞগণ এই তারিখটি শবর-পাদের জীবৎকালের সম্ভাব্য নিম্নতম সীমা বলে মনে করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রযোগিনীর সাধনা প্রচার করেন। শবরীশ্বর বা শবর সেই দলের লোক। তিব্বতী ঐতিহ্যে শবরী বঙ্গের একজন নটবিদ্। গুরু নাগার্জুন তাঁকে শ্রীপর্বতে গমনের নির্দেশ দান করেন। সেখানে অবস্থান ক'রে ইনি শবরীশ্বর বা সিদ্ধশবরী নামে খ্যাতি অর্জন করেন। সেকালে কোন্ পর্বত শ্রীপর্বত নামে অভিহিত হতো জানি না। প্রাচীন তিব্বতী চিত্রে নাগার্জুন-পার Insignia সাপ; চিত্রে তিনি সর্প-পরিবৃত।

শবর-পা রচিত দুটি পদ এই সংকলনে আছে। দুটি পদেই যেভাবে ভনিতা প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে পদগুলি শবরের রচনা কি না। ২৮নং পদে রচয়িতা স্বয়ং নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন; ৫০নং পদেও শবর-জীবনের পরিসমাপ্তির করুণ কাহিনী। প্রথম পদে বর্ণিত ভৌগোলিক পরিবেশ, গুঞ্জরী, গুহাড়া, ঘরিনী, কুরাঢ়ী, কঙ্গুচিনা (বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পক্ষী-খাদ্য কাঙ্গনিদানা) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থেকে কবির বাসস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছন্দ অনুমান চলতে পারে। তবে ইনি যে বঙ্গ-সন্তান তা নিম্নে প্রদত্ত দুটি তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না।

(১) শবর বঙ্গদেশের একটি প্রাচীন জাতি-নাম। বর্তমানে এই জাতি হাড়ী নামে পরিচিত। সুতরাং শবর নামটি এদেশের একটি প্রাচীন জাতি-নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(২) ৫০নং পদে শবর-পা শবযাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন (চারি বাসে গড়িলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী) সেটি খাস্ বঙ্গীয় রীতি। উপরন্তু মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে শকুন-শৃগালদের বঞ্চিত ক'রে। অন্যান্য জাতির মধ্যে পশুপক্ষী দ্বারা শবদেহ ভক্ষণ করানোর রীতি আছে কিন্তু এক্ষেত্রে সে রীতি গৃহীত হয়নি তাও উল্লেখ করে দিয়েছেন সুকৌশলে। অবশেষে দশদিকে পিণ্ডদানের উল্লেখ এ-দেশীয় আচারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

চক্র-সম্বরতন্ত্রের তালিকায় ইনি সরহের শিষ্য; লুই-এর গুরু। গুরুপরম্পরার হিসাব-মাফিক এঁর সম্ভাব্য জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কথিত আছে, ইনি নাগার্জুনের শিষ্য। প্রাচীন চিত্রে নাগার্জুন সর্প পরিবেষ্টিত; শবর নিজেকে বলেন 'শবর ভুজঙ্গ'। শবরের পক্ষে নাগার্জুনের শিষ্য হওয়া খুব সম্ভব।

॥ ডোম্বী-পা ॥ ডোম্বী-পা লুই এর শিষ্য; জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্য অথবা শেষভাগ। ভাণ্ডুর তালিকায় আচার্য ডোম্বী বা আচার্য ডোম্বীপাদ এবং

মহাচার্য সিদ্ধ-ডোম্বী-হেরুক উভয়ের নামে একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তারানাথের মতে, উভয়ে অভিন্ন। চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ডোম্বী-হেরুক চতুর্থ মহাসিদ্ধ।

তিব্বতী তালিকায় ডোম্বী-হেরুককে মগধের রাজা বলা হয়েছে; তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মতান্তরে ইনি ত্রিপুরার রাজকুমার। তারানাথের মতে, ডোম্বী রাঢ়ের রাজাকে দীক্ষিত করেন। ডোম্বী-গীতিকা নামে ডোম্বী-পার একটি পদগ্রন্থ আছে। ডোম্বী ছদ্মনাম হওয়া সম্ভব। আধ্যাত্মিক অর্থে ডোম্বী হ'লো—বায়ুরূপা অবধূতিকা। বর্তমান সংকলন গ্রন্থে ডোম্বীর একটিমাত্র পদ আছে তাও যথাস্থানে ভনিতা নেই। কামলি-পার পদের সঙ্গে এ পদের মিল আছে নানা বিষয়ে।

পুথিতে ১০নং পদের পর উল্লেখ আছে—লাড়ীডোম্বীপাদানাং স্থনেত্যাদি চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি। লাড়ী শব্দের অর্থ রাঢ়দেশীয়। জৈনকল্পসূত্রে রাঢ়দেশকে লাড়রট্ট (রাঢ়রাষ্ট্র) বলা হয়েছে। ডোম্বী-পা যে এদেশের লোক তাঁর পদের একটি তথ্য থেকে সে সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ডোম্বী পার পদের প্রথম ছত্রের (গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ) কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেছেন—গঙ্গা যমুনার মধ্যে এই সরস্বতী বহিতেছে। এই সঙ্গম হুগলী জেলার মগরা-ত্রিবেণীতে। এই ছত্রের প্রকৃত অর্থ যদি তাই হয় এবং ডোম্বী যদি শোনা কথার উপর নির্ভর ক'রে না লেখেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি এদেশের উক্ত সঙ্গমস্থলের সন্নিহিত কোনো অঞ্চলে অবস্থান করতেন। ডোম্বী নামটিও এদেশের প্রাচীন জাতি নামের সঙ্গে যুক্ত।

॥ **দারিক** ॥ চক্রসম্বরতন্ত্রের গুরুশিষ্যপরম্পরা অনুসারে, দারিক-পা লুই-পার শিষ্য। এঁর পদটিতেও তার অব্যর্থ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ ভনিতায় সশ্রদ্ধ উল্লেখ—লুই পাঅপসাএ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা। (৩৪নং)। লুই-পাদপ্রসাদে দারিক দ্বাদশভুবনে লব্ধ [-প্রতিষ্ঠ]। দ্বিতীয়তঃ ভনিতা প্রয়োগেও দারিক গুরু লুই পার প্রদর্শিত রীতি অনুসরণ ক'রে একই পদে একাধিকবার ভনিতা প্রয়োগ করেছেন। বলা উচিত এ ব্যাপারে তিনি গুরুকে নিজগুণে অতিক্রম ক'রে একটি পদে মোট চারবার ভনিতা জুড়েছেন। লুইএর দুটি পদেই ভনিতা আছে দু'বার ক'রে।

লুই অষ্টমশতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত থাকলে দারিকের জীবৎকাল আইনতঃ

অষ্টমশতব্দীর শেষভাগে হওয়া উচিত। দারিক কাহ্নপার গুরুর গুরুর গুরুর গুরু। (বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় পৃ—৭)।

Blue Anals গ্রন্থের মতে, দারিক প্রথম জীবনে রাজা ছিলেন। Sa-skya-bka-Bum-এর মতে, ইনি উড়িষ্যার রাজা। দারিকের রচিত পদটিতে পূর্বাশ্রমের রাজপদের স্মৃতি খুব স্পষ্ট—রাআ রাআ রাআ রে অবর রাআ মোহেরা বাধা (৩৪নং)। দারিক কালচক্র, চক্রশম্বর, বজ্রযোগীনী, কঙ্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে ইনি ৭৭-তম মহাসিদ্ধ; নাম—দারিক পাদ।

॥ **কুক্কুরী পা** ॥ কুক্কুরী নামাঙ্কিত মোট তিনটি পদ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৩৮নং লুপ্ত পদটি তিব্বতী অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত হলো :—

পটহ ইতি নাম রাগ : কুক্কুরী পাদানাং
কুলিশ জাত নিদ্রা ব্যাপৃতা।[১]
সমতা যোগ-সেনা গণাঃ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়স্য পুরস মূহান্ জীতবন্তঃ।
শূন্যতারাজঃ মহাসুখম্ (ইতি) নাম ॥
তূর্য শঙ্খধ্বনি নাম্ অনাহত গীতং করোতি।
মোহ ভববলানি দূরম্ অতিক্রান্তানি ॥
সুখ ন গর্যাম্ অগ্রস্থান সমূহং গৃহীতম্।
অঙ্গুলিম্ ঊর্ধ্বমুৎক্ষিপ্য কুক্কুরী পাদ ভনতি ॥
এতৎ ত্রিলোকং মহাসুখেন জিতম্।
তত্ত্বার্থঃ নিনন্য কুক্কুরী পাদেন কথ্যতে ॥

কুক্কুরী-পার তিনটি পদের ভনিতাতেই নামের সঙ্গে গৌরববাচক 'পা' শব্দটি যুক্ত থাকায় অনেকে অনুমান করেন, পদত্রয় কুক্কুরীর কোনো ভক্ত শিষ্যের রচনা। এরূপ অনুমানে কতখানি যুক্তি আছে জানিনা তবে ঢেণ্ঢণ-পা ছাড়া চর্যার আর কোনো কবি নিজের নামের সঙ্গে গৌরববাচক 'পা'-শব্দ যোগ করেন নি।

কুক্কুরী নামটি অন্নপ্রাশন-লব্ধ নয়; ছদ্মনাম। বলা হয়ে থাকে, কুক্কুট পরিত্যক্ত জঞ্জাল স্তূপের মধ্য থেকে খাদ্য-প্রাণ সংগ্রহ করে; কুক্কুরীও পদের মধ্যে

১ কুলিশাব্জ যুদ্ধং প্রবিষ্টা—শান্তিভিক্ষু

অতি সাধারণ বিষয় থেকে উপমা দিয়ে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় 'কুক্কুট পাদ মিশ্র' নামটি পাওয়া যায়; কাজেই কুক্কুট বা কুক্কুরীর নাম ছদ্ম বা গূঢ় অর্থদ্যোতক নাও হতে পারে।

আবার তিব্বতী চিত্রে দেখা যায়, কুক্কুরী-পাকে কুকুরের মাথায় হাত দিয়ে আদর করার ভঙ্গীতে। ছবিগুলির পরিকল্পনা Folk-Etymology ভিত্তিক। যাঁরা মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা ক'রে লুই পাকে মৎস্য পরিবৃত এঁকেছেন কুকুরের সঙ্গে কুক্কুরীর বন্ধুত্ব তাঁদেরই কল্পনা। ২টি কল্পনাই অজ্ঞতা-প্রসূত। অবশ্য অনেক সময় দেখা যায়, সিদ্ধসাধকেরা প্রায়ই সঙ্গী হিসাবে কুকুর গ্রহণ ক'রে থাকেন কিন্তু আপাততঃ কল্পনাকে অতদূর প্রসারিত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

কুক্কুরীপা মহিলা কবি এই রকম সম্ভাবনা কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। কারণ "প্রাপ্ত পদগুলির ভাষা গ্রাম্য এবং ভাব ইতর।" এ রকম গ্রাম্যভাষা এবং ইতর ভাব চর্যাপদের অনেক পুরুষ কবির পদেও আকছার পাওয়া যায়। আসলে ২নং পদে গৃহবধূর মনের কথা, আচার-আচরণ প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ উক্তিতে নয় পরোক্ষ জবানীতে; যেন একজন বলে দিচ্ছেন—আঙ্গণ ঘরপণ শুন ভো বিআতী। দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ। অবশ্য ২০নং পদে কবি সরাসরি বলেছেন—হাঁউ নিরাসী খমণ সাঁঈ। এবং তারপর সন্তান প্রসবের খুটি-নাটি বর্ণনা। এসব থেকে তার নারীত্ব প্রতিপন্ন হয় বটে কিন্তু কুক্কুরীর পদগুলি যদি কোনো শিষ্যের রচনা হয় তবে কে নারী—শিষ্য না গুরু? মুনিদত্ত কুত্রাপি পদরচয়িতার কর্তৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। অথবা কবির নারীত্ব সম্পর্কে কোনো প্রকার ইঙ্গিত দান করেন নি।

কুক্কুরীপা মহামায়ার সাধক ছিলেন; ইনি মহামায়াসাধনোপায়িকা রচনা করেন; বজ্রযানের উপর লিখিত রচনাও আছে। বজ্রযোগিনী গুরুপরম্পরা অনুসারে, কুক্কুরী লুইপার অন্যতম শিষ্য। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ কুক্কুরীর সম্ভাব্য জীবৎকাল।

কুক্কুরীর ২নং পদ সন্ধ্যাভাষায় রচিত কাজেই দুর্বোধ্য। একটি ধ্রুবপদের সঙ্গে পরের ধ্রুবপদের কোনো সামঞ্জস্য নেই। পদটি খাপছাড়া। অবশ্য এই জাতীয় রচনা ঐতিহ্যবিহীন নয়। সংস্কৃতে রচিত এই জাতের উদ্ভট কবিতাকে 'ভ্রাজাঃ নাম শ্লোকাঃ' বলে পতঞ্জলি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পদে কবি নিঃসঙ্কোচে

নারী জীবনের দারুণতম অসহায় অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। দু'টি পদেই নারীর মুখের ভাষা (Women dialect) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

॥ **চাটিল** ॥ চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় এঁর নাম নেই। বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় ইনি ৬৪তম সিদ্ধ 'চাটল' রূপে উল্লিখিত। এঁর একটিমাত্র পদ সংকলিত হয়েছে সেটিও চাটিলের রচনা না হওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা। একে 'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই। পারগামী লোঅ নির্ভর তরই ॥' তার উপর, জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী। পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী ॥ ৫নং। এই আত্মস্তুতি অন্ততঃ সেকালের সাধকের রচনায় স্বভাবতই সন্দেহ জাগায়। আশ্চর্যের ব্যাপার যিনি নিজের বড়াই ক'রে এতকথা বললেন টীকাকার মুনিদত্ত সেই কবিকে কোনো বিশেষণই দান করেন নি। কেবলমাত্র উল্লেখ করেছেন—তমেব যথাভূতার্থঞ্চাটিল্ল পাদাঃ শব্দান্তরেণ প্রকটয়ন্তি। অথচ মুনিদত্ত অন্যান্য সব কবিকেই বিরাট বিরাট বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

অনেকে মনে করেন, ইনি চট্টগ্রাম নিবাসী। মতান্তরে, চাটিল চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসী। চন্দ্রদ্বীপ বরিশালে।

॥ **কম্বলাম্বর** ॥ পুথিতে এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে—'কম্বলাম্বর পাদানাম্' কিন্তু পদে দু'বারই বলা হয়েছে—কামলি। কামলি কম্বলাম্বরের সংক্ষিপ্ত রূপ; যেমন কৃষ্ণাচার্যের বেলায় কাহ্নু, কাহ্নি—ইত্যাদি।

'প্রজ্ঞপারমিতাউপদেশ' নামে ইনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এঁর অধিকাংশ রচনাই বজ্রযান সম্পর্কিত। ইনি নিজে যুগনদ্ধ-হেরুকের উপাসনা করতেন। কম্বলাম্বরের বাংলা গ্রন্থের নাম কম্বলগীতিকা। ইনি বজ্রঘণ্টের শিষ্য; দারিক-পার প্রশিষ্য। দারিকের জীবৎকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষ; সুতরাং নবম শতাব্দীর শেষভাগ এঁর জীবৎকাল হওয়া সম্ভবপর।

তাঞ্জুর তালিকায় একজন কম্বলাম্বরের নাম পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থ 'অভিসময়নামপঞ্জিকা'। লুই-পার গ্রন্থ অভিসময় এর পঞ্জিকা রচনা করা এই কম্বলাম্বরের পক্ষে সম্ভব কারণ লুই-পা কম্বলের পরম গুরু দারিকের গুরু।

॥ **কঙ্কণ পা** ॥ ইনি কম্বলাম্বরের শিষ্য। সম্ভাব্য জীবৎকাল নবম শতাব্দীর শেষার্ধ। অনেকের মতে, ইনি কম্বলাম্বরের বংশধর। 'চর্যাদোহাকোষগীতিকা'—নামে এঁর একখানি পুথি আছে। মনে হয় 'কঙ্কণ' কবির আসল নাম নয়;

কবিকঙ্কণের মতো উপাধি-বিশেষ। অলঙ্কারের নামের সঙ্গে কবিদের নাম যুক্ত করা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশেষ রেওয়াজ। মনে হয়, সেকালে কবিরা সমাজের অলংকার রূপে গণ্য হতেন। চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় এঁর নাম অবিকল কঙ্কণ, ২৯তম মহাসিদ্ধ।

॥ **আর্যদেব** ॥ পদের আরম্ভে বলা হয়েছে আর্যদেব; ভনিতায় আছে—আজদেব। এই পরিবর্তন ভাষাতত্ত্বের নিয়মমাফিক না হলেও আর্যদেবই আজদেব। এঁর জীবৎকাল নির্ধারণ করার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র পাওয়া যায় না। তবে দারিক-পা, লুই-পার মতো ইনিও পদমধ্যে যেন-তেন-প্রকারে একাধিকবার ভনিতা প্রয়োগ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ইনি অষ্টাদশ মহাসিদ্ধ; নাম—কাণের, কাণেরী বা আর্য্যদেব। 'কাণেরী-গীতিকা'—নামে তাঁর একখানি গ্রন্থ আছে। 'চর্যামেলায়ণপ্রদীপ'—আর্যদেবের আর একখানি গ্রন্থ। কাণেরিণ বা বৈরাগীনাথ—এঁর নামান্তর।

প্রভুভাই প্যাটেল মনে করেন, আর্যদেব রাহুলভদ্রের শিষ্য সিদ্ধ-নাগার্জুন এবং ওড়িষ্যারাজ ইন্দ্রভূতি পাদের (যিনি বজ্রযোগিনীর উপাসনার প্রবর্তক। এঁর বিদুষী কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা এ-ব্যাপারে পিতার সহায়তা করেন) সমসাময়িক। প্যাটেলের মতে, Aryadeva was somewhat earlier than the beginning of the eighth Century. (Citta-Visuddhi Prakarana : Introduction (Visva-Bharati).

॥ **বিরূপা** ॥ পদের প্রারম্ভে উল্লেখ আছে—বিরূবাপাদানাম্, পদের ভনিতায় বিরূআ কিন্তু চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় নাম বিরূপা (তৃতীয় মহাসিদ্ধ) এবং বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় দশমসিদ্ধ, নাম বিরূপা। সেইজন্য আমরাও 'বিরূপা' রূপে উল্লেখ করলাম। মনে হয় ইনি একজন প্রাচীন কবি। এঁর রচিত পদটি ৩নং এবং সিদ্ধ-তালিকায় নাম তৃতীয় স্থানে। এমন মণিকাঞ্চনযোগ লুইপার ভাগ্যেও ঘটেনি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণা অনুসারে, ইনি একজন খ্যাতনামা সিদ্ধাচার্য। ইনি ছিন্নমস্তাসাধন, রক্তযমারিসাধন নামে দুটি সাধন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। বিরূপগীতিকা, বিরূপপদচতুরশীতি, কর্মচণ্ডালিকা দোহাকোষগীতি, বিরূপ-বজ্র-গীতিকা এঁর সঙ্গীতের গ্রন্থ।

কাহ্নপার নামান্তর বিরূপ নয় তবে তিনি বিরূপের শিষ্য হতে পারেন কারণ

কাহ্নপা বলেছেন, কাহ্নে গাইউ কাম চণ্ডালী। এদিকে বিরূপ রচনা করেছেন—কর্মচণ্ডালিকা দোহাকোষগীতি।

তারানাথের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রামপালের সমকালে একজন যোগী বিরূপরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বিরূপ অর্থে বিরুদ্ধ (Spritual Nihilist ?)

॥ কৃষ্ণাচার্যপাদ, কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণবজ্রপাদ, কাহ্নপাদ ॥ পুঁথিতে চার রকম নাম থেকে একাধিক কাহ্নপাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় যদিও মুনিদত্ত টীকায় প্রত্যেককেই কৃষ্ণাচার্য বলে অভিহিত করেছেন। চৌরাশী-সিদ্ধার তালিকায় সপ্তদশ-সিদ্ধার নাম কৃষ্ণচারী কাহ্নপাদ বা কনপ। বর্তমান সংকলন গ্রন্থে প্রায় পঞ্চাশটি পদের মধ্যে ১৩টি পদ (সর্বাধিক) কাহ্নপার নামাঙ্কিত। পদগুলির রচনাশৈলী, বিষয়-বস্তুর বিভিন্নতা থেকে মনে হয় সব পদ এক কবির লেখনী-সঞ্জাত হতে পারে না।

একজন কাহ্নপার (গুহ্য পার গুরু জালন্ধরির শিষ্য) জীবৎকাল নবম শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগ। Saskya-bka-Bum গ্রন্থের মতে, কাহ্নপা দেবপালের রাজত্বকালে পণ্ডিতভিক্ষুরূপে পরিচিত ছিলেন। ওই সময়ে তিনি সোমপুরী বিহারে অবস্থান করতেন। ৩৬নং পদ এঁর রচনা। কারণ পদের ভনিতায় কাহ্নপা জালন্ধরীপাকে সাক্ষী মেনেছেন—শাখি করিব জালন্ধরি পাএ। পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ। নাথ সাধনার ঐতিহ্যে কাহ্নের গুরু জালন্ধরি-পা; নামান্তর হাড়ি-পা।

পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ 'হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা' রচনা করেন পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপালের রাজত্বকালে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গ্রন্থে সংস্কৃত মেখলা টীকা সমেত যে কৃষ্ণাচার্য পাদের দোহাকোষ মুদ্রিত হয়েছে সেগুলির রচয়িতা এই কৃষ্ণাচার্য হওয়া সম্ভব। কারণ রচনার প্রারম্ভে তিনি বজ্রধরকে প্রণতি জানিয়েছেন—ওঁ নমো বজ্রধরায়।

তিব্বতী ঐতিহ্যে বলা হয়ে থাকে, একজন কাহ্নের নামান্তর ছিল বিরুআ। নাম ছিল কাল-বিরূপ। কৃষ্ণবজ্র-পা রচিত ১৮নং পদে 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই' থেকে প্রমাণ হয় না যে কাহ্নের নামান্তর বিরুআ। এখানে স্পষ্টতই ডোম্বীকে বিরূপ (মন্দ) বলা হয়েছে। নাথ সাধনার ঐতিহ্যে একজন কানপা বা কানফা-যোগী বিখ্যাত। কানফাটা যোগী অর্থে কান্‌ফা নাম-পরিণতি

ঘটতে পারে আবার 'কেহো কেহো' তাঁকে এই কাহ্নপার সঙ্গে অভিন্ন বিবেচনা করেন। নাথ ঐতিহ্যের কানফা মেহারকুল দেশে গিয়ে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

॥ **মহীধর** ॥ চৌরাশী সিদ্ধার ৩৭তম সিদ্ধার নাম 'মহী'। রাহুলজীর গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকায় মহীপা কাহ্নপার শিষ্য। জীবৎকাল নবম শতাব্দীর শেষভাগ। মহিল নামে কাহ্নপাদের একজন শিষ্য ছিলেন। মহী, মহিল, মহিণ্ডা, মহিত্তা, মহীধর একই ব্যক্তির নামের রূপভেদ। মহিণ্ডা ও মহিত্তা তো লিপিকর-প্রমাদ। ১৬নং পদটির ভনিতা মহিণ্ডা পাঠান্তর 'মহিত্তা'। এঁর গ্রন্থের নাম—বায়ুতত্ত্ব-গীতিকা।

॥ **ভাদে বা ভদ্র পা** ॥ ভদন্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন-রচিত গ্রন্থে প্রদত্ত গুরু-শিষ্য পরম্পরার তালিকা থেকে জানা যায়, ভদ্র-পা বীনাপার গুরু। নবম শতাব্দীর শেষার্ধ এঁর জীবৎকালের সম্ভাব্য সময়।

চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ইনি ৩৪-তম সিদ্ধাচার্য নাম 'ভদ্র'। এঁর একটি মাত্র পদ সংকলিত হয়েছে (৩৫নং)। পদে আছে—বাজুলে দিল মোহকখু ভনিআ। বজ্রগুরু বা বজ্রকুলের গুরু ভাদে-পাকে পরমার্থের পথ বাৎলে দেন। ইনি কি অষ্টম সিদ্ধাচার্য মীনপাদ? যাঁর নামান্তর বজ্রপাদ?

গোপীচন্দ্রের গানে কৃষ্ণাচার্যের শিষ্য 'বাইল ভাদাই' এবং ভাদে-পা অভিন্ন কিনা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান প্রয়োজন। বর্ণনরত্নাকরের সিদ্ধতালিকায় ৩২-তম ব্যক্তি ভাদে, ৩৭-তম ব্যক্তি 'ভদ্র', ৭০তম ব্যক্তি ভদ্র।

॥ **বীণা** ॥ এই সঙ্কলনে বীণাপা রচিত একটি মাত্র পদ আছে তাও যথাস্থানে ভনিতা নেই। মুনিদত্তের সাক্ষ্য ছাড়া বীণাপার অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাওয়া যায় না। যদি 'বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা' ছত্রের 'হেরুঅ বীণা' ভনিতা হয় তাহলে কবির উপাধি সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। অনেকের মতে ইনি বিরূপের বংশধর। বিরূপ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। এদিকে তিব্বতী ঐতিহ্যে বীণাপা ভদ্রপার শিষ্য; জীবৎকাল দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। বিরূপ থেকে বীণায় ১৫০ বৎসরের ব্যবধান। ইনি 'বজ্রডাকিনীনিষ্পন্নক্রম' নামে বজ্রডাকিনী দেবীর উপাসনা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় বীণাপাদ একাদশতম মহাসিদ্ধ।

রচিত পদে বীণা যেভাবে ভনিতা প্রয়োগ করেছেন ১৪নং পদে ডোম্বীপাও অনুরূপ রীতিতে ভনিতা জুড়েছেন। বোধহয় হেরুক সাধকগণের নাম প্রকাশ করার এই রকম রীতি প্রচলিত ছিল।

বীণাপার পদে বীণা নির্মাণের বর্ণনা আছে। তাই মনে হয় নামটি বৃত্তি-বাচক। যেমন গুণ্ডরি-পা গুণ্ডরিক বা মশলা গুঁড়া করা যার বৃত্তি। খড়্গ বা খাঁড়া নির্মাতা লৌহকারদের খাঁড়া পদবী আছে। জড়োয়া অলঙ্কার নির্মাণকারী স্বর্ণকারদের পদবী জড়োয়া। Diamond Cutter সম্প্রদায়ের পদবী 'হীরা'।

॥ **ধাম-পা** ॥ তারানাথের বর্ণনা ও তাঞ্জুর থেকে জানা যায় ধাম-পা কাহ্নপার শিষ্য। গুরু কাহ্ন-পা কথিত কামচণ্ডালী গীতি শিষ্য ধাম-পা রচনা করেছেন। (৪৭নং পদ)। ধামপার পদের রাগ গুঞ্জরী। কোনো কোনো গবেষক ধাম-পার নামান্তর গুঞ্জরী বলেছেন। এদিকে গুণ্ডরী নামক একজন স্বতন্ত্র পদকর্তা ৪নং পদের রচয়িতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ধামপাদের আর এক নাম গুণ্ডরীপাদ। "মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুথিতে তাঁহার গানের মাথায় তাঁহাকে গুণ্ডরী বলা হইয়াছে।"[১] কিন্তু সবাই জানেন গুণ্ডরী স্বতন্ত্র পদকর্তা। গানের মাথায় যা লেখা আছে সেটি হয় গুঞ্জরী কিম্বা গুড্ডরী। আসলে ওটি রাগনাম—গুর্জ্জরী। এই রাগ এখনও চালু আছে—যেমন গুর্জরী-টোড়ি। লিপিকরের এই ভ্রান্তি-বিলাসিতা পরবর্তীকালের গবেষণায় রাগনাম এবং কবিনাম একাকার হয়ে যাবে এটা প্রত্যাশিত নয়। যাইহোক, ধামপা গুঞ্জরী বা গুণ্ডরী নন। ধাম-পা ধাম-পা-ই। গুণ্ডরী স্বতন্ত্র ব্যক্তি; গুঞ্জরী রাগের নাম।

ধর্মপাদের বাংলা বইয়ের নাম—সুগতদৃষ্টিগীতিকা। চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ৩০-তম মহাসিদ্ধ 'ধর্ম্ম'।

॥ **গুণ্ডরী-পা** ॥ এঁর পদের প্রথমে উল্লেখ আছে 'গুণ্ডরী পাদানাং; পদের ভনিতায় মূলের পাঠ গুড়রী; বৃত্তির পাঠ গুড্ডরী। অনেকে মনে করেন, নামটি ছদ্মনাম; বৃত্তিবাচক। গুণ্ডকরিক (মশলা গুড়া করা বা আখের রস থেকে গুড় তৈরি করা যার পেশা) থেকে উদ্ভূত। এ যুগে জন্ম গ্রহণ করলে গুণ্ডরী বিচূর্ণ মশলা কোম্পানী অথবা Suger Mill-এর পরিচালক হতে পারতেন অনায়াসে। সে যাই হোক, পদে কবি স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন—ভণই গুণ্ডরী অহ্মে কুন্দুরে বীরা। অর্থাৎ গুণ্ডরী বলেন, আমি কুন্দুর [-যোগে] বীর (সিদ্ধ)। খুব কম কবিই সাধনার বিষয় এমন খোলাখুলি ভাবে উল্লেখ করেছেন।

[১] হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা—পৃষ্ঠা—২৫

॥ **তন্ত্রী-পা** ॥ তৈলিক-পাদের মতো ইনিও তাঁতি। তন্ত্রী নামটি স্পষ্টতই জাতিবাচক। এঁর পদটি খণ্ডিত হলেও জাতিবৃত্তির বিস্তৃত উল্লেখ পাই। 'তন্ত্রী ছাড়ি বাজিল হোই'-ছত্রটি এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তন্ত্রীর একটিমাত্র পদ তাও লুপ্ত; কিন্তু চৌরাশী-সিদ্ধার তালিকায় 'তন্তি-পাদ' উল্লেখ স্পষ্ট। এই তালিকায় ইনি ত্রয়োদশ-সিদ্ধাচার্য। বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় ইনি পঞ্চম-সিদ্ধাচার্য। নাম তন্তি-পা।

॥ **জয়নন্দী** ॥ চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ৫৮-তম সিদ্ধাচার্য জয়ানন্দ। সংকলন গ্রন্থে এঁর পদে সর্বত্র নাম আছে জয়নন্দী। পদে উল্লিখিত 'রাগ শবরী' এ দেশের সুপ্রাচীন জাতি নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

॥ **ভুসুকু-পা** ॥ চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় ৪১তম সিদ্ধাচার্য শান্তিদেব বা ভুসুকু। অনেক পণ্ডিত ভুসুকু পাদকে বৌদ্ধলেখক শান্তিদেবের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ণের মতে, তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে, শান্তিদেব-ভুসুকু দেবপালের সমকালীন্। সুতরাং খৃঃ নবম শতব্দী এঁর জীবৎকালের নির্ভর-যোগ্য সীমা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটির ৯৯৯০ সংখ্যক তাল পাতার পুথি থেকে শান্তিদেবের যে জীবন-কাহিনী উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে তাঁর জন্মভূমির নামটি এমনভাবে কাটা আছে যে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। ইনি গৃহত্যাগী রাজপুত্র। কর্মক্ষেত্র মগধের রাজধানী ও নালন্দা। তিনি যখন বাড়ী থেকে বের হন তাঁর মা নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি মঞ্জুজ্ঞান লাভের জন্য মঞ্জুবজ্র-সমাধিকে গুরু করবে।' কাহিনীর এই অংশ এ দেশে প্রচলিত গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গীতের কাহিনীর সঙ্গে মেলে। কিন্তু সেজন্য তাঁকে গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার কারণ নেই।

তারানাথের মতে, এঁর নিবাস ছিল সৌরাষ্ট্রে; কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, সৌরাষ্ট্রে মঞ্জুবজ্রের প্রাদুর্ভাব শোনা যায় না। ফলত এঁর নিবাস সৌরাষ্ট্রে নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃঢ়-বিশ্বাস ইনি বঙ্গ সন্তান। ভুসুকুর নামাঙ্কিত ৪৯নং চর্যায় এই বিবাদের সমাধান আছে। পদটিতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে—আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিনী চণ্ডালী লেলী ॥ অর্থাৎ আজ ভুসুকু [আমি] বাঙ্গালী হইলাম। চণ্ডালীকে নিজ গৃহিণী করিলাম।

এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। ভুসুকুর চণ্ডালী-বিবাহ ব্যাপারটি ধর্মীয় নয়; সাত্য

সত্যিই তিনি চণ্ডালীকে গৃহিণীরূপে বরণ ক'রে বাঙ্গালী হয়েছিলেন এবং এই ঘটনায় সেকালের সমাজে বেশ টি-টি পড়ে গিয়েছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বিনয়শ্রী রচিত পদটিতে। পদটি উদ্ধৃত হ'লো—

মেহলি চণ্ডালী ঘরবি ব্রামহণ। জগ বিটালন্তি তে তুই লাম্বন[1] ॥
হল সহি কা মঞ্জি[2] অচাভুঅ দিট্ঠা। ব্রাহ্মণ মণুস চণ্ডালিএঁ তুট্ঠা ॥
অইসি নিরাজ কমাল ন[3] দিসই। মাউগ চণ্ডালি ব্রাহ্মণে পইসই ॥
দেখু চণ্ডালীর ব্রাহ্মণ জার[4]। পাঞ্চবান্ন ভইল্ল একাকার ॥

১ লাম্বল ২কামঞ্জি ৩নিরাজক মান ন ৪ বন্ন

বিনয়শ্রী বিশেষ কারণে নামটুকু উহ্য রেখেছেন। উক্ত পুথির কাহিনী অনুসারে, মাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থে শান্তিদেব ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেন; পথে মঞ্জুবজ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি মঞ্জুশ্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। অতঃপর তিনি মগধের রাজধানীতে অবস্থান করেন রাউত (Horse-man, Royal officer) রূপে। ভুসুকু ভণই কট রাউত ভণই কট (৪৩ নং)-ভনিতায় এই ইতিহাসের ইঙ্গিত স্পষ্ট। তা'হলে দাঁড়ায় শান্তিদেব, রাউতু, ভুসুকু তিনজন একই ব্যক্তি। মগধ-রাজের নিকট রাউতরূপে কার্যকালে তাঁর নাম ছিল অচল সেন। পরে তিনি রাজকার্য ত্যাগ করে নালন্দায় আসেন। সেখানে তাঁর একটি কুটী বা কুঁড়েঘর ছিল। ভোজনকালে, সুপ্তাবস্থায় এবং কুটীতে অবস্থানকালে সর্বদা তাঁর মুখ প্রসন্ন থাকত—ভুঞ্জানোপি প্রভাস্বরঃ। সুপ্তোপি প্রভাস্বরঃ। কুটীং গতোপি প্রভাস্বরঃ॥ এই পদত্রয়ের আদ্যক্ষর গ্রহণ ক'রে তাঁর নাম হয়েছিল ভুসুকু। শান্তিদেব তিনখানি গ্রন্থ-রচনা করেন (১) সূত্রসমুচ্চয় (২) শিক্ষাসমুচ্চয় (৩) বোধি-চর্যাবতার। প্রথম দু'খানি গ্রন্থ মহাযান সম্পর্কিত; তৃতীয়টি হয় বজ্রযানের না হয় সহজযানের। একই ব্যক্তির পক্ষে মহাযান, বজ্রযান এবং সহজযান সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব নয় কারণ মূলে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না।

শান্তিদেবের জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর জন্মভূমি যদি হয় সৌরাষ্ট্রে কর্মক্ষেত্র মগধের রাজধানী, অধ্যয়ন নালন্দায়। অর্থাৎ তাঁর গতিপথ ক্রমশঃ পূর্বদিকে। সুতরাং তাঁর পক্ষে বঙ্গদেশে এসে চণ্ডালীকে বিবাহ ক'রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

হরপ্রসাদের মতে, বোধিচর্যাবতারে শান্তিদেব বারংবার বিপক্ষদের গালি

দিবার উদ্দেশ্যে 'গূথভক্ষক'—শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই গালি কেবলমাত্র এদেশেই প্রচলিত আছে। সুতরাং ইনি বাঙ্গালী। গূথভক্ষক গালি বর্তমানে এদেশে কিরূপে প্রচলিত আছে সুদূর গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা যেতে পারে। তেঙ্গুর গ্রন্থের মতে, এঁর বাড়ী জাহোর। জাহোর কোথায় হরপ্রসাদ জানতেন না; আমরাও জানি না।

শান্তি বা শান্তিদেব নামে এক বৌদ্ধ-আচার্য বাঙ্গালী ছিলেন। ত্রিপুরা জেলার গুনইঘর গ্রামে প্রাপ্ত শৈব-মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তাম্রপট্টানুশাসনে 'মহাযানিক শাক্য ভিক্ষু' আচার্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত আর্যাবলোকিতেশ্বর বিহারে বুদ্ধ মূর্তির তিনবেলা পূজা, ভিক্ষুদের জীবনধারণ এবং মন্দির সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। দলিলটি লেখা হয়েছিল ১৮৮ গুপ্তাব্দে (৫০৭ খৃঃ)। এই শান্তিদেবকে বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাসমুচ্চয়ের রচয়িতা বলে মনে করেন।

॥ **শান্তি-পা** ॥ ভুসুকুর আসল নাম শান্তিদেব; এদিকে সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় শান্তি-পা এবং শান্তিদেব-ভুসুকু অভিন্ন রূপে বিরাজ করছেন।

উইত্থ উরে ভুসুকু তারা। শান্তি ভনই পোহান্ত পহারা—এই ছত্র দুইটি থেকে কি প্রমাণ হয়? ভুসুকু রূপ তারকার উদয় দেখে শান্তি আশ্বস্ত হয়ে বলেছেন এবার প্রহর পোহাবে (অন্ধকার দূরীভূত হবে)। এর থেকে দু'জন ব্যক্তির একত্ব প্রতিপন্ন হয় কি করে?

আসলে শান্তি-পা চৌরাশী-সিদ্ধ তালিকায় দ্বাদশ-মহাসিদ্ধ; নাম রত্নাকর-শান্তি। এই রত্নাকর-শান্তিই শান্তিপাদ। তারানাথের বিবরণ অনুসারে, রত্নাকর-শান্তি শবর-পার সমসাময়িক। এদিকে চক্রসম্বরতন্ত্রের তালিকায় দেখা যাচ্ছে শবর ও শান্তির মাঝে অন্ততঃ দশজন সিদ্ধার নাম আছে। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় ইনি নারো-পার (যিনি Krsnapada, the Junior রূপে খ্যাত) শিষ্য; দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু।

সহজরতিসংযোগ, সহজযোগক্রম, সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি ইত্যাদি গ্রন্থ শান্তির নামে প্রচলিত। এছাড়া ইনি অনেক দোহা রচনা করেন। এঁর ২৬নং পদে দু'বার ভনিতা আছে; দুটি পদই স্বসংবেদনের স্বরূপ-বিচার-বিষয়ক।

॥ **ঢেণ্ঢণ-পা** ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ভোটবাসীরা ঢেণ্ঢণ উচ্চারণ করতে পারে না তাই ধেতন বলে। তিব্বতী চৌরাশী-সিদ্ধার নাম-তালিকায় এঁর নাম নেই। বর্ণনরত্নাকরের তালিকায় ইনি ২৭-তম সিদ্ধাচার্য; নাম ঢেণ্টস। এঁর

রচিত ৩৩ নং পদটি সন্ধ্যাভাষায় রচিত নয়; সন্ধ্যাশব্দ পদে একটিও নেই। আসলে অসম্ভব ঘটনামূলক-প্রহেলিকার সুনিপুণ প্রয়োগে পদটি দুর্বোধ্য।

ঢেণ্ঢণ-পার পদের ভনিতায় 'পা'-শব্দটি থাকায় সন্দেহ হয় পদটি তাঁর কোনো ভক্ত-শিষ্যের রচনা।

॥ **তাড়ক** ॥ কঙ্কণ-পার মতো তাড়ক নামটিও অলঙ্কারের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া বিচিত্র নয়। তাঞ্জুর তালিকায় মহাপণ্ডিত তারশ্রী ও উপাধ্যায়-তার-পাদের নাম পাওয়া যায়। পদকর্তা এঁদের মধ্যে কেউ কিনা কে জানে। টীকাকার তাড়ক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন—সিদ্ধাচার্যোহি তাড়ক। অবশ্য টীকাকারের ভাষ্যে চর্যাগীতিকারগণ প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর সিদ্ধাচার্য।



রাগ [পটমঞ্জরী]—লুই পাদানাম্

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো[১] কাল ॥ ধ্রু ॥
দিঢ়[২] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥ ধ্রু ॥
সঅল[৩] সমা[হি]অ[৪] কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥[৫] ধ্রু ॥
এড়িএউ[৬] ছান্দক বান্ধ করণক পাটের[৭] আস।
সুনুপাখ ভিতি[৮] লেহু[৯] রে পাস ॥ ধ্রু ॥
ভণই লুই আম্হে ঝাণে[১০] দিঠা।
ধমণ চমণ[১১] বেণি পাণ্ডি[১২] বইঠা ॥[১৩] ধ্রু ॥

১ বাগচী—পইঠা। ২ দিট। পুথিতে ট ঢ়-এর পার্থক্য সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। তু, গটই—গঢ়ই (৫নং) এই দুই বর্ণের বিভ্রান্তি দু'শ বছর পূর্বে লিখিত বিজয় গুপ্তের পুথিতে লক্ষ্য করা যায়—মন্ত্র পটী জল দিল সউলের উপর। ৩ সেন—সকল; ৪ বৃত্তি—সমাহি, মূল—সহিঅ। ৫ শাস্ত্রীর পাঠ—মরিআই; ৬ সেন—এড়িএড়; ৭ বাগচী—করণ কপটের; ৮ বাগচী—ভিড়ি; ৯ সেন—লাহু। ১২, ৩২ নং পদে লেছ শব্দ থাকায় মনে হয় উক্ত শব্দটি সেকালে প্রচলিত ছিল। ১০ মূল—সানে। ১১ বৃত্তি—ধবন চবন। ১২ সেন—পাত্তি; শাস্ত্রীর পাঠ—পিড়ি অর্থে ধৃত পিণ্ডি। কিন্তু ১২নং চর্যায় পিড়ি অর্থে 'পিহাড়ি' শব্দের প্রয়োগ আছে। আমাদের ধৃত পাঠ—পাণ্ডি—Platform, Dias অর্থে। ১৩ সেন—বইন।

সরল বঙ্গানুবাদ—দেহ বৃক্ষ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার পাঁচটি ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হইল। দৃঢ় করিয়া মহাসুখ পরিমাণ (পরিমাপ) বা প্রমাণ কর। লুই বলিতেছেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া [রীতি-পদ্ধতি] অবগত হও। সমাধিগুলি দ্বারা কি করিবে। তাহাতে সুখ-দুঃখ-ভোগ দ্বারা মৃত্যু সুনিশ্চিত। বাঁধা-ছাঁদা (সংসার-বন্ধন) এড়াইয়া, ইন্দ্রিয়-পারিপাট্যের আশা ছাড়িয়া শূন্যতা-পক্ষকে ভিত্তি-স্বরূপ পার্শ্বে গ্রহণ কর। লুই বলিতেছেন, আমি ধ্যানে দেখিয়াছি। ধমন ও চমন—এই দুইটিকে পিড়ি করিয়া আসন (উপবেশন) করিয়া বসিয়াছি।

টীকা ঃ ॥ শ্রীবজ্র যোগিনীকে নমস্কার ॥

আমার হৃদয় শ্রীমৎ সদ্‌গুরুর মুখপদ্মনিঃসৃত রসের আনন্দে স্ফুরিত (কম্পিত)। আমি শ্রীবজ্রেশ্বরকে (যাহার বুদ্ধি অদ্বিতীয়) নমস্কার করি। শ্রদ্ধায় আমার মুখমণ্ডল আনন্দ-উৎফুল্ল। শ্রীলুইচরণ প্রমুখ সিদ্ধগণ-রচিত আশ্চর্য চর্যাসমূহে সদ্ধর্ম প্রাপ্তির জন্যে নির্মলগিরা টীকা বিশদভাবে রচনা করব।

রাগ পটমঞ্জরী। কায়া তরুবর ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য শ্রীলুয়ীপাদ শ্রীমদ্‌গুরুর চরণপদ্মের মধুবিন্দু-ধারায় শান্ত, সম্যক্‌তৃপ্ত ও আনন্দস্তিমিত হৃদয়ে সত্যদ্বয় মহামোহ-আর্বত-সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন, নিরাশ্রয় দীনজনের উদ্ধার-কামনায় তৎপর। তিনি প্রনিধি-প্রেরিত অবতারণের জন্যে কায়-তরুবর রূপক-ছলে শুদ্ধধর্মের পীঠিকা (ভূমিকা) প্রাকৃত ভাষায় রচনা করতে গিয়ে কায় ইত্যাদি বললেন। কায় ইত্যাদি পাঁচটি (রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা, সংস্কার) স্কন্ধ বা ডাল। ছয় ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন) ধাতব (মেদ, মজ্জা, মাংস, রক্ত, শুক্র ইত্যাদি) বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) গ্রাহ্য-গ্রাহক [ভাব] গ্রহণের দ্বারা কি ক'রে কায়ার সঙ্গে বৃক্ষ-রূপকে গৃহীত হ'লো। অবশ্য এতে কোনো দোষ নেই। কারণ, বহিঃশাস্ত্রকাররা প্রায়ই এই উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করেছেন। সাদৃশ্যের আশ্রয় কিছু ভেদযুক্ত হয়ই। কি আর বলা যায়, [চিত্ত] চঞ্চলতা হেতু স্বাভাবিক সত্তার দ্বারাই রাহু নিত্য। সেই রাহুই কাল-রূপে রূপায়িত কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ-দশায় প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে চলেছে। যেরূপ নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা, পূর্ণা তিথিক্রমের দ্বারা সংবৃত্তি-বোধিচিত্তরূপ চন্দ্রকে শোষণ (বিশুদ্ধ) করে। সেই বিষয়টিই কৃষ্ণাচার্যপাদ কর্তৃক কথিত হয়েছে—বরগিরি কন্দর ইত্যাদি পদে।

বজ্রদেব বলেছেন, ঝড়বিধ্বস্ত এবং বজ্রচঞ্চল চিত্তই সংসার। যে-সকল সাধক সাধনার পঞ্চক্রম বা পঞ্চস্তরে প্রবেশ-উপায় ধারণপূর্বক যুগনদ্ধরূপ সহজানন্দ ফল

সতত অন্বেষণ করেন তাঁরাও বজ্রোপসমাধি সাক্ষাৎ করেন। আর্যদেবপাদও বলেছেন,—পঞ্চক্রমের আনুপূর্বিকতা ব্যতীত নিষ্পন্নক্রম-সমাধির সাক্ষাৎ বা প্রাপ্তি ঘটে না।

দিট করিঅ ইত্যাদি পদে উপাসক সম্বরাদি আনুপূর্বিকতায় পরিপাটিক্রমে অভিষিক্ত যোগিশ্রেষ্ঠ সময়-সংকেত দ্রব্য অপহরণের দ্বারা সদ্গুরু আরাধনা ক'রে অর্ধরাত্রিতে প্রজ্ঞাজ্ঞান অভিষেক লাভ ক'রে দৃঢ় হয়, সেইরূপ মহাসুখরূপ চতুর্থ আনন্দ পরিমাণ (সম্যকরূপে নির্মাণ All-round-construction) কর।

ভণই লুই ইত্যাদি। শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিশিদিন সহজ-আনন্দরূপ মহাসুখের স্বরূপ জান। বজ্র ও পদ্মের সংযোগ দ্বারা অক্ষয়-সুখলাভের উপায় গুরুকে জিজ্ঞাসা কর। বিরামহীন আনন্দে ব্যাপ্যাব্যাপকরূপে বর্তমান এই মহাসুখ। ইহা অন্য সকল ধর্মের দ্বারা লাভ করা যায় না। তাই শ্রীসমাজে উক্ত হয়েছে,— বজ্রগুরু ব্যতীত সকল ক্লেশের বিনাশকারক শান্ত, বিবর্তহীন, নির্বাণপদ লাভ করা যায় না।

নাগার্জুনপাদ কর্তৃক ও বজ্রজাপে উক্ত হয়েছে,—উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ থেকে পতনের সম্ভাবনাকালে কেহ পতন-কামনা করে না, তবু সে চ্যুত হয়; কিন্তু যিনি গুরুর অনুগ্রহের দ্বারা কল্যাণকর উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি মোক্ষবাঞ্ছা না-করলেও মুক্ত হয়ে যান।

সরহপাদও বলেন,—সেই সুবিদিত যিনি মনঃসংযোগের দ্বারা নিজের জন্যে সংসারচক্র রচনা করেন, তিনি স্বামীর অনুগ্রহে প্রপঞ্চহীন নিজভুবনকে চালনা করেন; সুখ-কল্পনা (জালমুক্ত) জলমুক্ত জীবনের জ্ঞেয় বিষয়কে উদ্ভাসিত করেন। সেই সদ্গুরুর পদযুগল সর্বদা বিনীতভাবে মস্তকে ধারণ করা উচিত।

শ্রীহেবজ্রেও বলা হয়েছে,—গুরুপর্ব (পূর্ণিমা ইত্যাদি) সেবার পুণ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

সঅল সমাহি ইত্যাদি পদে মহারাগনয়-সমাধি উদ্দীপিত করার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় গুরুকে (আদি আচার্য) ভগবান্‌রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। পদ্ধতিভেদে দশাকুশল বর্জনের জন্যে ইন্দ্রিয়নিরোধ এবং অনন্তা [নির্বিকল্প] সমাধি পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন। সমাধিগুলির দ্বারা মহারাগ-পদ্ধতিতে [জাগতিক] সুখের অভাবহেতু এবং দুষ্কর পোষধ (উপবাস) ইত্যাদি নিয়মের দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না।

তাই শ্রীসমাজে উক্ত হয়েছে,—দুষ্কর ও দুঃসাধ্য তীব্র কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা, উপবাসাদি দ্বারা দেহ পীড়িত হয় এবং শুষ্ক হয়। দুঃখ-পীড়াহেতু চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়। চাঞ্চল্যহেতু সিদ্ধি বিফল হয়।

শ্রীহেবজ্রেও কথিত হয়েছে,—যে রাগের দ্বারা মানব আবদ্ধ হয়, সেই রাগের দ্বারাই মুক্তি আসে। বুদ্ধতীর্থিকগণ কর্তৃক এই বিপরীত (স্বতঃ বিরোধী) ভাবনা জানা নেই। মহাসুখের (অবঘাত) অভাব দ্বারা বুদ্ধের অনুগামিগণ বহু দুঃখ অনুভব ক'রে জন্মায় এবং মরে। মহাসুখের ভাগী[-দার] হয় না। তাই আগম বলেন,—তত্ত্ববোধবর্জিতগণ শতকোটি কল্পেও সিদ্ধিলাভ করে না,—এইরূপ প্রবচন চলিত আছে।

মহারাগ-পদ্ধতির চর্যায় বলা হয়েছে এবং শ্রীসমাজে উক্ত হয়েছে,—পঞ্চকাম পরিত্যাগ ক'রে তপস্যা দ্বারা বিনষ্টি দূর ক'রে, ভেদ ক'রে পীড়িত করা উচিত। সুখের সঙ্গে বোধিসাধন করবে যোগতন্ত্র অনুসারে, তাই সরহপাদও অনুরূপ বলেছেন,—

অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র চিত্তরূপ অঙ্কুরটি যদি শুদ্ধ বিষয়-রসের দ্বারা সিঞ্চিত (সিক্ত) না-হয়, তবে কি ক'রে সে গগনবিস্তারী ফলদানকারী কল্পতরুর অবস্থা লাভ করবে।

মিথ্যা-জ্ঞানে অভিনিবেশকারীদিগের আগ্রহ-খণ্ডনের কথা তৃতীয় পদে বলা হয়েছে। এডিএড় ইত্যাদি পদটিই মহারাগনয়-চর্যা বিষয়-ক্ষরণকারী প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মিথ্যা-জ্ঞানে প্রবেশকারীদের খণ্ডনার্থে বলা হয়েছে (এড়িএড় ইত্যাদি পদে) ওড্ডিয়াণ ইত্যাদি বন্ধন পরিত্যাগ ক'রে শূন্যতা-পক্ষরূপ নৈরাত্ম-ধর্মপাশের সমীপবর্তী হয়ে তাকে আলিঙ্গন কর—ওহে মোক্ষকামিগণ। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে,—

এই সেই সুউচ্চ শৃঙ্গগুলি সৎকায়-দৃষ্টিরূপ বিপুলাচলে অবস্থিত নৈরাত্মবোধরূপ বজ্রের দ্বারা বিদারিত হয়ে সহজরূপ দুঃখ প্রস্তরস্তূপের ভেদপ্রাপ্ত হয়।

চতুর্থ পদে যথার্থ ধর্ম থেকে অবিচ্যুত (যথার্থ ধর্মে অটল) মহত্ত্বের দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে নিজের নাম যুক্ত ক'রে বলছেন ভণই ইত্যাদি পদে। আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ এইরূপে বলেন,—আমি সিদ্ধাচার্য লুই-পাদ ধ্যানে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করেছি,—মনোবিজ্ঞানে বিষয় এবং ইন্দ্রিয় বলয়াকারে অবস্থিত। শ্রীগুরুর চতুর্থ উপদেশ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস অনুশীলন দ্বারা আয়ত্ত যুগনদ্ধরূপে দৃষ্ট হয়েছে।

আগমেও তাই উক্ত হয়েছে,—যুগনদ্ধ-রূপ-সন্দর্শনের প্রাক্কালে চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলি যেন সুপ্ত হয়; অচঞ্চল (স্থির) হয়; বিষয় থেকে বিরত হয়। মন (চিত্ত) যেন বহির্জগত থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। সৎসুখে আবিষ্ট কায়—তার যাবতীয় বাহ্যক্রিয়া থেকে যেন বিরত এবং নিষ্ক্রিয় হয়।

ধবন শশীশুদ্ধিসহ অ-কারাদি বর্ণের দ্বারা এবং চবণ রবিশুদ্ধি ক-কারাদি বর্ণের দ্বারা আসন ক'রে নিজ দেবতার সঙ্গে নিজের অভেদভাব অর্থাৎ অহঙ্কারে উপবেশন ক'রে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। দ্বিকল্পেও তাই উক্ত হয়েছে,—

আলি এবং কালির সম্যক্ মিলনই বজ্রসত্ত্বের যথার্থ আসন (বিষ্টর = কাঠের তৈরি আসন)।

॥ ২ ॥

রাগ গউড়া[১] ॥ কুক্কুরী পাদানাং

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ[২] ॥ ধ্রু ॥
আঙ্গণ[৩] ঘরপণ[৪] সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরে[৫] নিল অধরাতী ॥ ধ্রু ॥
সুসুরা[৬] নিদ গেলা[৭] বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ ধ্রু ॥
দিবসই বহুড়ি কাউই[৮] ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥
অইসন[৯] চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইউ।[১০]
কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইউ ॥[১১] ধ্রু ॥

১ গবড়া। ২ বাগচী—খাই। মূল—খাঅ। ৩ টীকা—অঙ্গণ। ৪ সেন—ঘরয়ণ। ৫ বাগচী—চৌরী, বৃত্তি—চৌরেণ। ৬ বৃত্তি—সশুরা। ৭ বাগচী—গেল। ৮ মূল, টীকা—কাড়ই। বাগচী—কাগ ডরে; ৯ টীকা—অইসনি। ১০ বাগচী—গাইড়। ১১ মূল—সনাইড়; বাগচী—সমাইড়।

সরল বঙ্গানুবাদ—কচ্ছপী দোহন করিয়া পাত্র (পাত্রে) ধরিতেছে না। বৃক্ষের তেঁতুল কুমীরে খায়। আঙ্গিনায় [তোমার] ঘর-করণা, শোন ওগো গৃহবধূ। অর্ধরাত্রে (মধ্যরাত্রে) কর্ণপট্ট (কর্ণাভরণ) চোরে লইল। শ্বশুর নিদ্রা গেল বউটি জাগে। কর্ণপট্ট চোরে লইল, কোথায় গিয়া [প্রার্থনা, অন্বেষণ] করা যায়। দিনের বেলা বউটি কাকের ভয়ে ভীত [হয়]। রাত্রি হইলে কামরূ[প] [কাম সেবার্থ] যায়। এ-হেন চর্যা কুক্কুরীপাদ দ্বারা গীত হয়। কোটির মধ্যে একজনের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

টীকা ঃ স্বকীয় আনন্দরূপ আসবপানে উল্লসিতচিত্তে কুক্কুরীপাদ সেই শ্রেষ্ঠ মহাসুখের স্বরূপ সন্ধ্যাভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন—তুলি ইত্যাদি পদে। দ্বয়াকার যাতে লীন হয়ে অবস্থান করে সেই মহাসুখকমলকে সন্ধ্যা-সংকেতে তুলি বলে জানবে। কূর্মমুদ্রা-অবলম্বনপূর্বক আনন্দ ইত্যাদি ক্রম অনুসারে সেই মহাসুখ-রূপ তুলির দোহনের নাম সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত। সেই সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত অবধূতি-মার্গে গমন ক'রে বজ্রমণিতে পতনকালে ধারণ করা যায় না। বালযোগিগণ তাহা ধারণে সমর্থ হয় না। কৃষ্ণাচার্যপাদ তাই বলেন,—

ইহা মেরুর ঊর্ধ্বদেশে; ইহাকে পর্বত বলা হয়। ইহা কোথাও সম কোথাও বিষম; ইহাতে উত্তরণ করা সহজ নয়। কাহ্ন বলেন, ইহা দুর্লক্ষ্য, দুর্ভেদ্য, কে এই বজ্রমণি পরিমাপ করতে পারে।

সেইহেতু গুরুপরম্পরাক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগিশ্রেষ্ঠগণ কায়বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন অর্থাৎ স্বভাববিনির্মুক্ত করেন। এই ফল চিঞ্চাফলের মতো বক্র, ইহা বোধিচিত্তেরই নামান্তর। কুম্ভীর অর্থে বিশেষভাবে পরিশোধিত কুম্ভক-সমাধি অবলম্বনে নিজের অনুভবক্রমে তাহা তাহাকে (বোধিচিত্তকে) ভক্ষণ ক'রে নিঃস্বভাব করেন।

অঙ্গন ইত্যাদি পদে এই উক্তিটিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ঊর্ধ্বগামী বায়ুর গতিকে এখানে প্রবেশরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যোগিশ্রেষ্ঠ বলেন, হে পরিশুদ্ধ-অবধূতি (এস্থলে আত্মাকে বিশ্রাতি বা পরিশুদ্ধ অবধূতিরূপে আরোপ ক'রে বলা হয়েছে) শোন, প্রথমে বজ্রজাপ উপদেশের দ্বারা বিরমানন্দ এবং অবধূতিকে গৃহে অর্থাৎ সহস্রারে নিয়ে যাও। সেই গৃহে আবার অর্ধরাত্রিতে (চতুর্থ সন্ধ্যায়) সহজানন্দ-চোরে কানেট বা প্রবেশাদি-বাত দোষ অপহরণ করেছে।

দ্বিতীয় পদে সেই অর্থই প্রতিনির্দেশ করা হচ্ছে; সসুর ইত্যাদি। ত্বরিত ইত্যাদি শ্বাসকে চতুর্থানন্দ বলা হল; এই শ্বাসকে যোগের দ্বারা স্তিমিত (বা স্থির) করা হয়; 'অবধূতি' এই সন্ধ্যা-শব্দ দ্বারা অনাদি থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা ধৌত করা হয়, এবং স্বাভাবিক পরিশুদ্ধি অবলম্বন করে—সেইহেতু এই চতুর্থানন্দ অবধূতি। যোগিগণ অহর্নিশ জাগ্রত অবস্থায় থাকেন। প্রভাস্বর (স্বর্ণচোরের দ্বারা) প্রবেশ ইত্যাদি দোষপ্রাপ্ত অবস্থায় যোগিশ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য বস্তুর অভাবে দশ দিকে কোথাও কিছু প্রার্থনা করেন না। পরিশুদ্ধ অবধূতি প্রকারভেদে দু'টি

সত্যের পুনরুক্তি করেছেন—দিবসই ইত্যাদি পদের দ্বারা। মৃদু ইত্যাদি আরোপ-ভেদে সেই অবধূতিকা সংবরণের দ্বারা শুক্ররূপে ত্রিলোক নির্মাণ করে, এবং স্বয়ং দিবস ইত্যাদি [ভেদ] জ্ঞান উৎপাদন করে ; যেমন, কাড়ই ইত্যাদি। কায় কালপুরুষের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে,—

চিত্রকর যেমন যক্ষের অতি ভীষণ আকৃতি অঙ্কন ক'রে নিজে ভীত হয়, তেমনই সংসারে অজ্ঞানী নিজের কৃতকর্মেই ভীত হয়।

রাত্রি ইত্যাদি। প্রজ্ঞাজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতি-পরিশুদ্ধ-অবধূতিকা বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত পঞ্চস্কন্ধ ইত্যাদিকে অভিষিক্ত ক'রে নিজেই মহাসুখচক্রের নিজস্থানে বিনা দ্বিধায় গমন করে। আগমেও তাই বলা হয়েছে,—

সহজবায়ু নিজস্থানে স্থিত হয়, দ্বিধা সন্দেহ ইত্যাদি মুক্ত হয় ; শূন্যস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই প্রশান্ত পবন অনির্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে। গুরু কর্তৃক বর্ষিত বহু কৃপা উপায়হেতু এই অসংযত সংসারে সদানন্দ স্বত্বস্বরূপ লাভে সমর্থ হয়।

এই স্বরূপ-প্রাপ্তির দুরূহতা সম্পর্কে অইসনি ইত্যাদি চতুর্থ পদে বলেছেন, এই প্রকার প্রপঞ্চমুক্ত আচরণ অর্থাৎ যোগিশ্রেষ্ঠের বিহরণ ইত্যাদি আচরণ কুক্কুরীপাদ কর্তৃক কথিত হয়েছে। এর অর্থ কোটি যোগীর মধ্যে যদি একজন যোগীর হৃদয়ে উপলব্ধ হয়। তাই কৃষ্ণাচার্য বলেন—

মানুষের গর্ব উৎপত্তি হয় এমন পরমার্থে হয়েছি প্রবীণ।
কোটির মধ্যে একজনও-বা যদি সেই নিরঞ্জনে হয় লীন ॥

॥ ৩ ॥

রাগ গবড়া ॥ বিরুবা পাদানাং

এক সে শুণ্ডিনী[১] দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥ ধ্রু ॥
সহজে থির করী বারুণী সান্ধে[২]।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ[৩] ॥ ধ্রু ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইয়া।[৪]
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥ ধ্রু ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেল[৫] পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥ ধ্রু ॥
এক ঘড়ুলী[৬] সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—শুণ্ডিনিণী। ২ মূল—সান্ধে। বৃত্তি—বান্ধে (সংস্কৃত বন্ধনং কৃত্বার অনুসরণে অনুমিত। কিন্তু বিদ্যাপতির কীর্তিলতায় উল্লেখ আছে—ধোয়া উড়িধানে মদিরা সাঁধে)। ৩ মূল—কান্ধ। ৪ মূল—দেখইয়া, শাস্ত্রী—দেখিয়া। ৫ প্রতিলিপি—দেত। মূল—দেট। ৬ শাস্ত্রী—স ডুলী, টীকা—ঘড়ুলী।

সরল বঙ্গানুবাদ—এক সে শুঁড়িনী দুই ঘরে প্রবেশ করে। চিকন বাকড়ে (মদ্য প্রস্তুতের বটিকা) বারুণী বাঁধে (জমায়)। সহজে স্থির করিয়া বারুণী বাঁধে। যেন অজর অমর হইয়া দৃঢ়স্কন্ধ হইতে পারে। দশমী দুয়ারের চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহক আপনি বহিয়া আসিল। চৌষট্টি ঘড়ায় পসরা দেওয়া হইল। গ্রাহক প্রবেশ করিল আর বাহির হইল না। একটি ছোট ঘড়া (ঘড়ী) [তাহাতে] সরু নল। বিরুআ বলেন—স্থির করিয়া চালাও (চঞ্চলতা স্থির কর)।

টীকা ঃ বিরুআপাদ পরিশুদ্ধভেদে সেই অবধূতিকাকে পরম দয়াপূর্ণচিত্তে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন—এক সে শুণ্ডিনী ইত্যাদি। ষট্‌চক্রপথে একাকিনী সেই অবধূতিকা শুণ্ডিনী ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ঘণ্টিকারন্ধ্রে চন্দ্রসূর্যরূপ বাম এবং দক্ষিণ এই দুই শক্তিমানকে প্রৌঢ় (অভিজ্ঞ) যোগীর ন্যায় মধ্যমাতে প্রবেশ করায়। এর দ্বারা স্বাধিষ্ঠানকে দৃঢ় করে। পুনরায় নিজেই এসে অধঃনাসিকায় বজ্রমণি শৃঙ্গগহ্বরে বোধিচিত্ত-বিন্দুকে অবিদ্যার বীজদেশ আবরণ রহিত (শূন্য) প্রভাস্বরের দ্বারা গুরুর উপদেশক্রমে সম্মিলিত করে সুখআনন্দহেতু বোধিচিত্তকে বন্ধন করে।

ধ্রুবপদের দ্বারা পরমার্থ-বোধিচিত্তকে দৃঢ় করার কথা বললেন—সহজ ইত্যাদি। ওহে বালযোগী বজ্রগুরুর অনুগ্রহে বিরমানন্দের সঙ্গে সহজানন্দকে স্থির কর। 'বারুণী'—এই সন্ধ্যাশব্দের দ্বারা সেই সংবৃত্তি-বোধিচিত্তকেই বুঝতে হবে। স্বাধিষ্ঠানে স্থিত সেই বোধিচিত্তের ক্ষরণহীন অর্থাৎ অক্ষয় সুখপাশের দ্বারা বন্ধন করে যে বিশেষ অনুশীলন দ্বারা জরামরণহীন দৃঢ়স্কন্ধ লাভ করবে তাই কর। তাই যোগরত্নমালায় কথিত হয়েছে—

শূন্যতাকে বজ্র বলে এই বজ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, দগ্ধ হয় না, ছিন্ন হয় না, ভিন্ন হয় না। ইহা দৃঢ় ও ছিদ্রবিহীন সারপদার্থ।

অন্য পদের দ্বারা এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বললেন—দশমী ইত্যাদি। বৈরোচনদ্বারেও মহারাগ সুখপ্রমোদচিহ্ন দেখে গন্ধর্বসত্ত্ব নিজেই এসে সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে মহাসুখকমলে রসপানের দ্বারা সেই বহুকথিত প্রীতি বা আনন্দ বিধান করে। কৃষ্ণাচার্যপাদও তাই বলেছেন—এবংকার বীজ গ্রহণ করে পদ্ম প্রস্ফুটিত… কাহ্নু বলেন মন খোলসা করে বলবে না; নিশ্চল পবন ঘরণিরূপে ঘরে বিরাজ করে।

এক ঘড়ুলী ইত্যাদি পদে চতুর্থ উপদেশ বিবৃত হয়েছে। সেই পূর্বোক্ত অবধূতিকা সংবৃত্তি এবং পরমার্থ এই দুই সত্যের (মিলন) অদ্বয় ঘটায়, তাই তাকে বলা হয় ঘটী। আভাসদ্বয়কে নিরুদ্ধ করে সেই সূক্ষ্মরূপা [অবধূতিকা] বিরুআপাদ এইরূপ বলেন—সেই শুক্র নাড়িকার দ্বারা গুরুর উপদেশক্রমে বোধিচিত্তকে স্থির করে নিস্তরঙ্গ অবস্থায় চালনা কর। তাই সেকোদ্দেশে কথিত হয়েছে—

যতক্ষণ না প্রভাস্বরময় চন্দ্রধারা দেবী পদ্মদল মধ্যে পতিত হয় ততক্ষণ জিনগণের সঙ্গে সমরসীভূত হয়ে বজ্রশিখার অগ্র থেকে, করুণা থেকে অভিন্ন জগতের কারণ স্বরূপ সহজ বিভুরূপটিকে জানো।

॥ ৪ ॥

রাগ—অরু[১] ॥ গুণ্ডরী পাদানাং[২]

তিঅড্ডা[৩] চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী ।
কমল কুলিশ ঘাণ্টে[৪] করহু বিআলী* ॥ ধ্রু ॥
জোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি ।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥ ধ্রু ॥
খেঁপহু জোইনি লেপ ন জাঅ[৫] ।
মণিকুলে[৬] বহিআ ওড়িআণে সমাঅ[৭] ॥ ধ্রু ॥
সাস্থঘরেঁ ঘালি[৮]কোঞ্চা তাল ।
চান্দ সুজ বেণি পখা ফাল[৯] ॥ ধ্রু ॥
ভণই গুণ্ডরী[১০] অহ্মে কুন্দুরে[১১] বীরা ।
নরঅ নারী মঝেঁ উভিল[১২] চীরা ॥ ধ্রু ॥

১ 'চা-চা'-সঙ্গীতে প্রাপ্ত পাঠান্তর—র, ।-কর্ণাটী ঃ তাল ঝাঁপ । ২ পুথিতে—গুডরী । গুণ্ডরী, গুড্ডরী । ৩ বৃত্তি—তিয়ড়া । ৪ মূল ও বাগচী—ঘাণ্ট, শাস্ত্রী—ঘাণ্টি । ৫ বৃত্তি—লেপন জায় । ৬ বৃত্তি—মণিমূলে । ৭ মূল ও শাস্ত্রী—সগাঅ । ৮ চা-চা-সঙ্গীত—সাহ্ মারে ঘানী । ৯ চা-চা-সঙ্গীত—পাখী-ফাল । ১০ গুডবী । ১১ চা-চা-সঙ্গীত—কুন্দুক । ১২ চা-চা সঙ্গীত—উদ্দিল ।
* চা-চা-সঙ্গীত—ঝিআলী

সরল বঙ্গানুবাদ—তিঅড়া (জঘন বা মেখলা) চাপিয়া যোগিনী আলিঙ্গন দে। কমল ও বজ্রের ঘাঁটাঘাটিতে কাল গত করিয়াছি। যোগিনি, তুই বিনা ক্ষণমাত্র বাঁচিব না। তোর মুখ চুম্বন করিয়া কমলরস পান করি। খেপহুঁ (স্বস্থান যোগ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া) যোগিনী [মোহমলে] অবলিপ্তা হয় না। মণিকুলে বাহিয়া ঊর্ধ্বস্থানে প্রবেশ করে। শ্বাসঘরে চাবিতালা লাগাও। চন্দ্রসূর্যের যুক্ত-

প্রবাহ পক্ষকে খণ্ডন কর। গুণ্ডরী বলেন,—কুন্দুর-যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া আমি বীর হইয়াছি। নরনারীগণের মাঝে যোগীদের চীর (বস্ত্রখণ্ড) ধারণ করিয়াছি।

টীকা ঃ সেই বিষয়টিই গুণ্ডরীপাদ হেরুক চর্যাগমের সাহায্যে স্বভাববিমুক্ত বলে প্রতিপাদিত করছেন,—তিঅড্ড ইত্যাদি পদে। ললনা, রসনা ও অবধূতিকা এই তিনটি নাড়ীকে বলা হয় ত্রিনাড্য বা তিন নাড়ী। এই তিন নাড়ী চেপে অর্থাৎ তাদের আভাসমুক্ত (নিঃস্বভাবীকৃত) ক'রে পরিশুদ্ধ-অবধূতিকা বা নিরাত্মা-যোগিনী করা যায়। যেমন, অঙ্কবালী ইত্যাদি। এই নিরাত্মা-যোগিনী বা পরিশুদ্ধ-অবধূতিকা নিজের পরিচয় সাধককে দান ক'রে, সাধককে পালন ক'রে অথবা বিচিত্র ইত্যাদি লক্ষণযোগে আনন্দাদি ক্রম দান করে। পুনরায় সেই পরিশুদ্ধ-অবধূতিকা বা নিরাত্মা-যোগিনী সাধকের অবিরাম সাধনাহেতু আশ্বাস দান করে।

কমল কুলিশ ইত্যাদি। হে যোগিবর যথোপযোগী বা যথাযথ বজ্রকমল-সংযোগে ঘর্ষণের আনন্দধারাযোগে কালরহিত (কালস্তম্ভ) মহামুদ্রাসিদ্ধি সাক্ষাৎ কর। বিকালী অর্থে কালশূন্য—অনন্ত। অতএব আমি সাধক মহাসুখলোলুপ (লম্পট)। তাই বলছেন, হে নৈরাত্মা-যোগিনি, তোমার সঙ্গ ব্যতীত ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারি না—দুর্বার বেগচাঞ্চল্যহেতু। প্রাণবায়ু-ধারণে সমর্থ হই না। আগমেও উক্ত হয়েছে,—

উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের মধ্যে মধ্যবর্তী-অবস্থা সংস্থিতি। জগতে যাহা কিছু সৃষ্টি, যাহা কিছু রচনা, তাহা বায়ুচৈতন্যের বিভিন্ন প্রকাশ।

তোমার মুখ অর্থাৎ সহজানন্দ আবার চুম্বন করিয়া, কমলরস অর্থাৎ শিরস্থিত উষ্ণীষ-কমলমধু মদন-পরমার্থ বোধিচিত্ত গুরুসম্প্রদায়ক্রমে বিরমানন্দ কালিঞ্জরকালে পান করি। শ্রীহেবজ্রে কথিত আছে,—অব্যক্তকালে বলা হয় ডিণ্ডিম এবং ব্যক্ত-কালে মহৎ কালিঞ্জর।

পদান্তরে যোগিনীরই পুনঃপ্রশংসা করা হয়েছে—ক্ষেপ ইত্যাদি। স্বস্থানস্থিত সেই বোধিচিত্তরূপ নৈরাত্মযোগিনী পরিশুদ্ধা হয়ে মণিমূল আনন্দের দ্বারা মোহমল অবলিপ্ত করে। পুনরায় তাতে ক্রীড়ারস অনুভব ক'রে মণিমূলের ঊর্ধ্বে গমন ক'রে মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। অতএব কৃষ্ণাচার্যপাদ কর্তৃক কথিত হয়েছে—এই সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ, আমাকে বল এই সেই মহাসুখস্থান। একরাত্রে আমি সহজানন্দ লাভ করি মহাসুখ পর্যন্ত।

সাসু ইত্যাদি পদের দ্বারা পরিশুদ্ধির উপায় বলা হচ্ছে। প্রথম যোগিশ্রেষ্ঠ দেবতাযোগপূর্বক কায়বজ্র দৃঢ় ক'রে বজ্রজাপ উপদেশের দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের পক্ষান্তর খণ্ডন ক'রে বাগবজ্রকে স্থির ক'রে চিত্তবজ্র দৃঢ়ীকরণের জন্যে সেই বিরমানন্দ অবধূতিকা সহজানন্দ-শ্বাসকে আগার অর্থাৎ সুমেরুশিখরে নিয়ে গিয়ে তাল-সম্পুটীকরণের দ্বারা মণিমূল নিরোধ করা উচিত,—ইহা নিজেই নিজেকে সম্বোধন ক'রে বলছেন। কৃষ্ণাচার্যপাদও বলেন,—

যেখানে মনপবন গগনদ্বারে দৃঢ় তালা দেয়। যেখানে ঘোর অন্ধকারে মণি-দীপ্তি দিবস করে; জিনপবন উপরে গিয়ে গগন পরিব্যাপ্ত করে, কাহ্নু বলেন, ভবভুঞ্জন ক'রে নির্বাণ সিদ্ধ হয়।

বজ্রতুল্য সমাধিসাক্ষাৎহেতু সিদ্ধাচার্য গুড্ডরী নিজেই বলছেন,—সম্প্রদায়-বহির্মুখ যোগিনী-যোগীদের মধ্যে আমি ইন্দ্রিয়দ্বয়-সংযোগরূপ যোগে অবিনাশী সুখের দ্বারা (কুন্দুর) ক্লেশরূপ শত্রু মর্দন ক'রে বীর হয়েছি। আবার তাদের মধ্যে যোগিশ্রেষ্ঠের চিহ্ন অষ্টগুণ ঐশ্বর্য ইত্যাদি আমি অভিজ্ঞা-সন্দর্শনের (আত্মস্বরূপ দর্শনের) জন্যে আমা কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

 ॥

রাগ গুঞ্জরী[১] ॥ চাটিল্ল পাদানাম্

ভবণই গহণ গম্ভীর[২] বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥ ধ্রু ॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।[৩]
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥ ধ্রু ॥
ফাড্ডিঅ[৪] মোহতরু পাটি[৫] জোড়িঅ।
অদঅদিটি[৬] টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥ ধ্রু ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিন বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী[৭] বোহি দূর মা[৮] জাহী ॥ ধ্রু ॥
জই তুম্হে লোঅ হে হইব পারগামী।
পুচ্ছতু[৯] চাটিল অনুত্তরসামী ॥ ধ্রু ॥

১ বাগচী, শাস্ত্রী—গুর্জরী। ২ সেন—গম্ভীরা। ৩ মূল—গটই। ৪ বৃত্তি—ফাড়িঅ। ৫ বাগচী—পটি। ৬ বৃত্তি—দিঢ়ি। ৭ বৃত্তি—নিয়ড়ী। ৮ মূল—ম। ৯ বৃত্তি ও বাগচী—পুচ্ছহ।

সরল বঙ্গানুবাদ—ভবনদী গহন গম্ভীর (প্রবল) বেগে নিরন্তর প্রবাহিত। দুই তীরে কাদা (পিচ্ছিল) মাঝে থই নাই। [এইরূপ ভবনদীর উপর] চাটিল ধর্মের জন্য সাঁকো গড়িয়াছেন। পারগামী লোক [তাহার উপর] নির্ভর করিয়া উত্তীর্ণ হয়। মোহতরু ফাড়িয়া পাটা জোড়া হইয়াছে। অদ্বয়রূপ দৃঢ় টাঙ্গী নির্বাণের নিমিত্ত সন্নিবিষ্ট। এই সাঁকোয় চড়িলে ডাহিন বাম[মুখী] হইও না। নিকটেই বোধি, দূরে যাইও না। যদি তোমরা সকলে পারগামী হইবে, তবে অনুত্তরস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর।

টীকা ঃ সেই সত্যস্বরূপ বিষয়টিকেই চাটিলপাদ অন্তভাষায় প্রকাশ করছেন ভবনই ইত্যাদি পদে। পূর্বোক্ত ললনা, রসনা, অবধূতিকা—এই আভাসত্রয়কে বৃহৎ জলরাশির মতো অতল গভীর নদী এই সন্ধ্যা-শব্দে বুঝতে হবে। দিবস রাত্রি এবং সন্ধ্যায় বিষয়ের উচ্ছ্বাস বা প্রকাশ উৎপন্ন হয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব গহণ অর্থাৎ ভয়ানক; প্রকৃতিদোষহেতু গভীর ষট্পথদ্বার দিয়ে মূত্রবিষ্ঠা প্রবাহিত হয়। অতএব দুই অন্তযুক্ত পারাবার বাম-দক্ষিণ চিখিল অর্থাৎ প্রকৃতিদোষরূপ পঙ্কে (কর্দম-)লিপ্ত। মধ্যে তাহার থৈ নাই। বালযোগী অবধূতির স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং প্রমাণ (পরিমাপ, নির্ণয়) করতে পারে না।

ধ্রুবপদের দ্বারা চতুর্থ-আনন্দ প্রকাশ ক'রে বলছেন, ধর্মের জন্যে অর্থাৎ স্বরূপ-ধারণের জন্যে; কারণ ঘট-পট স্তম্ভ-কুম্ভ ইত্যাদি পঞ্চভূতের পরিবর্তিত রূপ। তার প্রকৃত কোনো স্বরূপ নাই। শ্রীহেরুকতন্ত্রের তত্ত্ব-পটল (অধ্যায়ে) উক্ত বিচার পাওয়া যায় না। চাটিল একজন সিদ্ধাচার্য। সাঁকো গড়ে অর্থাৎ সংবৃত্তি এবং পরমার্থের মিলন (ঐক্য) ঘটায় গুরুসম্প্রদায়ের জন্যে। তাই সরহপাদ বলেন,—

শূন্য করুণা যে পুনরায়…বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। [সে] ভবেও থাকে না, নির্বাণেও থাকে না। অথবা কেবল করুণা ভাবে। সহস্র জন্মেও মোক্ষ মেলে না।

এই সিদ্ধাচার্যের উপায়ের দ্বারা যে সকল যোগী মোক্ষপ্রাপ্তিতে উৎসুক তারাও নিয়ত সংসার-সমুদ্র পার হয়। অন্য পদের দ্বারা উক্ত অর্থটিই প্রকাশ ক'রে বলছেন ফাড়িঅ ইত্যাদি পদে। মোহতরু অর্থাৎ বিষয় বা সংবৃত্তি বোধিচিত্তবৃক্ষকে ভিন্ন ক'রে (চিরে) ছিন্নভিন্ন করে অর্থাৎ বিষয় থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাটকের সঙ্গে মিলিত বা একীভূত ক'রে পুনরায় উহার ফলপ্রাপ্তির জন্যে যুগনদ্ধ কুঠারের দ্বারা দৃঢ় করো।

সাঙ্কম ইত্যাদি পদে পথের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। স্বাধিষ্ঠান এবং প্রভাস্বরের ঐক্য সাধনই সাঁকো পার হওয়ার উপায়। হে যোগিগণ সেই সাঁকোতে আরোহণ ক'রে বাম দক্ষিণ বা চন্দ্রসূর্য আভাসদ্বয়ের কথা চিন্তা করো না। বজ্রজাপ নিরোধের দ্বারা এই চিন্তা দূরীভূত হয়। এই [যোগ] পুনঃ পুনঃ অভ্যাসবশে বোধি-মহাসাগর-সিদ্ধি অতি দূরে থাকে না; অতীব নিকটবর্তী হয়। অতএব বিপথে গিয়ে দূরে গমন করো না।

জই তুমহে ইত্যাদি চতুর্থ পদে বলছেন, আভাসত্রয়রূপ মহামোহনদী উত্তরণ যদি ইচ্ছা কর, তবে হে যোগিগণ, সিদ্ধাচার্যের উপদেশের পরম্পরাক্রমে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের অধিকারী হয়েছেন সেই চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর। অতএব সহজ-আনন্দের উপদেশ আমি নিশ্চয় জানব। অন্য যোগীরা তা জানতে পারে না। তাদের কেবল পুথি-পড়া গর্ব আছে। তাই কৃষ্ণাচার্যপাদ দোহাকোষে বলেছেন,—

সহজ এক, তাহা যোগিশ্রেষ্ঠ কাহ্নুপাদ ভালোরকম জানেন। শাস্ত্র আগম বহু পড়ে-শোনে, কিন্তু [অনধিকারীরা] বিশেষ কিছু জানে না।

॥ ৬ ॥

রাগ—পটমঞ্জরী ॥ ভুসুকু পাদানাম্

কাহেরে[১] ঘিনি[২] মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল[৩] হাক পড়অ চৌদীস ॥ ধ্রু ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি ॥ ধ্রু ॥
তিণ ন চ্ছুপ্পই[৪] হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জানী ॥ ধ্রু ॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।[৫]
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥ ধ্রু ॥
তরঙ্গন্তে[৬] হরিণার খুর ন দীসঅ।[৭]
ভুসুকু ভণই মূঢ়া[৮] হিঅহি ণ পইসঈ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—কাহৈরি ; টীকা—কাহেরেত্যাদি। ২ বাগচী—ঘেণি। ৩ শাস্ত্রী—বেটিল। ৪ বৃত্তি—খওই। ৫ মূল—হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিআ তো।—১১শ ৬ তরঙ্গতে। ৭ দীসই। ৮ কোনো কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠ আছে [illegible]। কিন্তু এ সেই ঢ়, ট-এর গোলমাল ; তাছাড়া এ পাঠের কোনো অর্থ নেই।

সরল বঙ্গানুবাদ—কাহাকে গ্রহণ করিয়া এবং কাহাকে ত্যাগ করিয়া কিসে আছ (আছি)। বেড়া-হাঁক চতুর্দিকে পড়িতেছে। আপনার মাংসের জন্যে হরিণ আপনার বৈরী। ভুসুকু ব্যাধ তাহাকে ক্ষণমাত্র ছাড়ে না। হরিণ মাংস ছোঁয় না, জল খায় না। হরিণ হরিণীর আবাসস্থল জানে না। হরিণী বলে হরিণকে—ওহে হরিণ শুন। তুমি এই বন ছাড়িয়া ভ্রমণ কর। [হরিণীর এই বাক্যে] হরিণ ভয়ে এমন ত্বরিৎগতিতে চলিয়া গেল যে তাহার খুর-সঞ্চালন দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন,—মূঢ়ের হৃদয়ে [ইহার মর্ম] প্রবেশ করে না।

টীকা ঃ সেই বিষয়টিই পরোপকারার্থ করুণায় আন্দোলিতচিত্ত ভুসুকুপাদ 'হরিণা' শব্দে সন্ধ্যাভাষায় বলছেন, কাহের ইত্যাদি। অনন্তকাল ধরে অসংপ্রজন্য-দোষে মৃত্যু-মার বিষে বেষ্টিত হয়ে আমার চিত্ত হরিণ মার মার হাঁক শুনেছে।

ইদানীং গুরুর চরণরেণুপ্রভাবে তাকে পরিত্যাগ করে সকল ধর্মে অপ্রাপ্যতা-হেতু গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাববশে কোথাও ধারণ ক'রে কোথাও পরিত্যাগ ক'রে আছি। অপনা ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই কথাই জোরালো করে বলছেন—অতএব এইরূপে স্বয়ং-কৃত অবিদ্যা-মাৎসর্য-দোষে চঞ্চলতাহেতু আবার সেই চিত্ত-হরিণ সকলের বৈরী। ক্ষণকালের জন্যও চিত্তহরিণকে পরিত্যাগ ক'রে মৃগয়াকারী ভুসুকুপাদ সদ্‌গুরুর বচনবাণের দ্বারা অন্যকে প্রহার করে। তাই বোধিচর্যা-বতারে কথিত হয়েছে,—

এই চর্ম আবরণ (ঠোঙ্গা) তাহ'লে নিজবুদ্ধির দ্বারাই পৃথক্ কর। অস্থি-পঞ্জর থেকে প্রজ্ঞাশাস্ত্রের (শস্ত্রের) দ্বারা মাংস (ছাড়াও) মুক্ত কর। অস্থিগুলিকেও পৃথক্ ক'রে এই অনন্ত-জ্ঞান দর্শন করতে করতে এতে কি সারপদার্থ আছে তা নিজেই বিচার কর।

চিত্তহরিণকে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপাদনের জন্যে বলছেন, তিন ন খণ্ডই ইত্যাদি। যেরূপ বহির্জগতে হরিণগুলি তৃণভক্ষণ এবং ঝরণার জল পান করে, চিত্তহরিণ সেরূপ করে না। বিশেষ বিচারস্বরূপের দ্বারা সেই চিত্ত এবং পবনের নিবাস ইন্দ্রিয় সাহায্যে অবগত হওয়া যায় না। তাই কৃষ্ণাচার্যপাদ দোহাকোষে বলেছেন,—

গিরিশিখর উত্তুঙ্গস্থল যেখানে শবর বাস করে
তাকে না লংঘন করে…

তৃতীয় পদের দ্বারা দেহ-পবন-বিষয়-বিস্তার উপসংহার ক'রে বলছেন, হরিণী ইত্যাদি। বিষপানরূপ জন্মগ্রহণ হরণ করে যে, তাকেই সন্ধ্যাভাষায় হরিণী বলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সে জ্ঞানমুদ্রা-নৈরাত্মা; সাধকের পুনঃপুনঃ অনুশীলনের প্রকর্ষবশে আশ্বস্ত হরিণী বলেন, হে চিত্তহরিণ, এই কায়বনে কায়ধারণ পরিত্যাগ ক'রে মহাসুখ কমলবনে গমন ক'রে বিভ্রান্তি-বিকল্পের দ্বারা বিচরণ কর। তাই সহজসম্বরে বলা হয়েছে,—

মন সর্বব্যাপী আভাষমুক্ত (অনির্বচনীয়), কেবল করুণানন্দময় এই শূন্যতা শীঘ্রই আলিঙ্গন দান করে।

তরঙ্গতে হরিণা ইত্যাদি চতুর্থ পদের দ্বারা অধিমাত্রাধিমাত্রের কথা বলছেন,—সহজ জ্ঞানলাভের দ্বারা যোগিগণ সেই নিজচিত্ত-হরিণের অবয়ব ইত্যাদি ভেদ বা রূপ কল্পনা করেন না। সহজধর্ম বহির্ভূত শাস্ত্র-আগম জ্ঞানাভিমানী যে-সকল পণ্ডিত আছেন তাঁরাও এই ধর্মে পুরোপুরি অজ্ঞ। তাঁরা এই সহজ-জ্ঞানের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেন নি। সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ তাই বলেন, সেই সব পণ্ডিতজনের হৃদয়ে তত্ত্বোন্মীলন (তত্ত্বজ্ঞানের উদয়) কিছুমাত্রও হয় না। যেমন চতুর্দেবী-পরিপৃচ্ছা মহাযোগতন্ত্রে বলা হয়েছে,—মুনির ধর্মস্কন্ধে চুরাশি হাজার তত্ত্ব যারা জানে না তারা সকলেই ব্যর্থ।

॥ ৭ ॥

রাগ–পটমঞ্জরী ॥ কাহ্নুপাদানাম্

আলিএঁ[১] কালিএঁ বাট রুন্ধেলা[২] ।
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু কহিঁ গই[৩] করিব নিবাস ।
জো মনোগোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না ।
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা ।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা[৪] ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই ।
ভণই কাহ্নু মো হিঅহি ন পইসই ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—অলিএঁ । ২ মূল—বাট এ রুন্ধেলা । ৩ মূল—কহিব গই । ৪ মূল—ভইঈল। ।

সরল বঙ্গানুবাদ—আলিতে কালিতে পথ রোধ করিল। তাহা দেখিয়া কাহ্নু বিমনা হইলেন। কাহ্নু কোথায় গিয়া নিবাস (বাস) করিবে। যে মনোগোচর সে উদাস (দূরে অবস্থান করে)। তাহারা তিন, তাহারা তিন এবং সে তিনও পরস্পর ভিন্ন (মতান্তরে—অভিন্ন)। কাহ্নু বলেন, এই ভব [চক্র] পরিচ্ছিন্ন (বিনষ্ট) কর। যাহারা যাহারা আসিল তাহারা তাহারা চলিয়া গেল। আনাগোনায় কাহ্নু বিমন হইলেন। দেখ দেখি সেই জিনপুর নিকটেই বর্তমান। কাহ্নু বলেন, আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে না।

টীকাঃ জগতের প্রতি করুণাভাবে আবিষ্টহৃদয় কৃষ্ণাচার্যপাদ সেই বিষয়টিকেই বিশিষ্ট ক'রে বলছেন, আলি ইত্যাদি পদে। উল্লিখিত নিজ-দেবতা-যোগপূর্বক বজ্রজাপ উপদেশ লাভ ক'রে আলি অর্থাৎ লোকজ্ঞান কালি অর্থাৎ

লোকভাস এই দু'টিকে এক ক'রে অবধূতিমার্গ সুদৃঢ় করলেন। এবং সদ্‌গুরুর প্রসাদে প্রকৃতি-পরিশুদ্ধ অবধূতিকারূপে কৃষ্ণাচার্যপাদ বিশিষ্টমনা হলেন। কাহ্নু কহিঁ গই ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা নিজবাস সম্পর্কে নিজেই নিজের আত্মাকে সম্বোধন ক'রে বলছেন, হে কৃষ্ণবজ্রপাদ ব্যাপ্যব্যাপকরূপে সমগ্র জগৎ সুখের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। শ্রীমৎহেরুকতন্ত্ররাজ গ্রন্থে উক্ত বিষয়টিকে উত্থাপন করা হয়েছে,—কোন্ স্থানে আমাদের নিবাস করা উচিত। সকল নিবাস তার দ্বারাই ব্যাপ্ত। যে-সকল যোগী মনগোচর হন অর্থাৎ মনেন্দ্রিয়ের বোধপ্রধান হন তাঁহারাও এই ধর্মে উদাস অর্থাৎ এই ধর্মের উপলব্ধি থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন। তাই সরহপাদ বলেন,—

যে স্থানে মনপবন সঞ্চরণ করে না, চন্দ্রসূর্য প্রবেশ করে না, সেই স্থানে হে আমার চিত্ত, বিরাজ কর, বিশ্রাম কর; সরহপাদ বলেন, [সেই স্থানে] উপবেশন কর।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা সেই বিষয়টিকে দ্যোতিত ক'রে বলছেন, তে তিনি ইত্যাদি। বাইরে স্বর্গ-মর্ত্য রসাতল বুঝতে হবে। আত্মক্ষেত্রে কায় বাক চিত্ত, দিবা রাত্রি সন্ধ্যা, যোগ যোগিনী যোগতন্ত্র ইত্যাদি বুঝতে হবে। এইগুলি পরস্পর মহাসুখ-ব্যাপকতা-হেতু পরমার্থবিদ্ যোগীদিগের কোথাও ভেদজ্ঞান লক্ষণ নাই। তাই আগম বলেন, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল মুহূর্তমধ্যে একাকার হয়ে যায়,—এই বচন। এই জন্যেই চর্যাপাদের দ্বারা উক্ত হয়েছে,—আত্মা তৃষ্ণা নবতৃষ্ণা—এই তিন মণ্ডলে ভেদ নাই।

কৃষ্ণাচার্যপাদ জ্ঞানলাভ ক'রে বলেন,—আমরা সংসারে ভেদ, (ভববিকল্প) ছেদনকারী।

তৃতীয় পদের দ্বারা নিজের উপলব্ধি বলছেন, জে জে ইত্যাদি পদে। যে যে [সকল] ভাব (পদার্থ) উৎপন্ন হয়েছে; সেই সেই ভাব বিলয়প্রাপ্ত হয়েছে। এই সৃষ্টি ও লয়ে সংবৃতি সত্য-স্বভাব পরিজ্ঞানের দ্বারা গুরুর অনুগ্রহে কৃষ্ণাচার্যপাদ বিশিষ্টমনা অর্থাৎ পরিশুদ্ধ হয়েছেন। তাই আগম বলেন,—ভব অর্থাৎ সত্য-স্বভাবের পরিজ্ঞান হলে নির্বাণ লাভ হয়।

চতুর্থ পদে নিজের অনুভূতি বিবৃত করছেন, হেরি সে ইত্যাদি। নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন,—হে কৃষ্ণবজ্রপাদ, পঞ্চক্রমের অনুক্রম দ্বারা পুনরায় জিনপুর-মহাসুখস্থান আমার অতি নিকটে বিরাজ করে। তাই নাগার্জুনপাদ বলেন,—

উৎপত্তিক্রমে স্থিত এবং উৎপন্নক্রম অভিলাষীদিগের সম্যক্ জ্ঞানের জন্যে এই উপায় সোপানের মতো নির্মিত।

১৮ ॥

রাগ–দেবক্রী ॥ কম্বলাম্বর[১] পাদানাম

সোনে ভরিতী[২] করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহি[৩] কে ঠাবী ॥ ধ্রু ॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহুড়ই[৪] কইসেঁ ॥ ধ্রু ॥
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ॥ ধ্রু ॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে[৫] চউদিস চাহঅ।
কেড়ুয়াল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিন চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাস্মুহ সঙ্গা[৬] ॥ ধ্রু ॥

১ মূল–কামলি। ২ ভরিলী। ৩ মূল—মহি, বাগচী—নাহিক। ৪ শাস্ত্রী ও মূল—বহু উই, বাগচী—বাহুড়ই। ৫ মূল—চন্‌হিলে। ৬ সাঙ্গা।

সরল বঙ্গানুবাদ—করুণা-নৌকা সোনায় পরিপূর্ণ। রূপা রাখিবার স্থান নাই। বাহ তুই কামলি গগনের উদ্দেশ্যে। গত জন্ম ফিরিয়া আসে কি করিয়া। খুঁটি উপড়াইয়া কাছি খোলা হইল। গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাহ তুই কামলি। মার্গে চড়িলে চতুর্দিকে তাকাও। কেড়ুয়াল নাই, কে কি করিয়া বাহিতে পারে। বাম ও দক্ষিণ চাপিয়া বিদায় মাগে। পথেই মিলিল মহাসুখের সঙ্গ।

টীকা ঃ পরম করুণা এবং আনন্দে প্রফুল্লিতচিত্তে কম্বলাম্বরপাদ করুণার রূপকে সেই অর্থ বিশদ করে বলছেন, সোনে ইত্যাদি পদে। করুণা এই সন্ধ্যা শব্দে সেই বোধিচিত্তকে নাবী এই উৎপ্রেক্ষা অলংকারভিত্তিক বুঝতে হবে। তার সঙ্গে

অভিন্নরূপে তাকে (করুণারূপী নৌকা) সকল আকার-শূন্যতাহেতু সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ-রসে পূর্ণ ক'রে মহাসুখচক্রগমনরূপ সমুদ্রের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্বোধন ক'রে সিদ্ধাচার্য কম্বলাম্বর বাইছেন। রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান (পঞ্চস্কন্ধ) ইত্যাদি স্থানভেদ নাই। সকলই তন্ময় অর্থাৎ তাহা হইতে অভিন্ন। ইহার দ্বারা চতুর্থ উপায় নৌবাহন (দাবা খেলার চতুর্থ বাহন নৌকা) বিনা [আমি] সিদ্ধাচার্য আমার গতি বা জন্মান্তর ব্যাহত হয়। এই প্রকারে নিজেকে সম্বোধন ক'রে কম্বলাম্বরপাদ বলেন,—নির্বিকল্প প্রবাহ অভ্যাস কর। তাই অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশে উক্ত হয়েছে,—

যে পরিমাণ কোনো বিকল্প মনকে প্রভাবিত করে, সেই পরিমাণেই রূপাদি পরিত্যক্ত হয়। পরম সুখকর যে আনন্দরূপ সুপ্রসিদ্ধ তাও সংকল্পমাত্র।

বৈরাগ্যের যে অবস্থা সুপ্রসিদ্ধ…তাহা হইতে উৎপন্ন-বিষয় গ্রহণের অভাবে বিষয়ই নির্বিকল্প আত্মচিত্ত…ব'লে অন্য কোনো কিছুই নাই।

তাই বোধিচর্যাবতারে বলা হয়েছে,—মনুষ্যরূপ নৌকা অবলম্বন ক'রে দুঃখ-মহানদী পার হও। হে মূর্খ, ইহা নিদ্রার সময় নয়, এরূপ নৌকা দুর্লভ।

অন্য একটি পদের দ্বারা সেই বিষয়টিকেই দ্যোতিত করেছেন—খংটী ইত্যাদি। প্রথমে সদ্‌গুরুবাক্যে দৃঢ় ক'রে হে যোগিশ্রেষ্ঠ আভাসদোষরূপ খুঁটি উৎপাটিত কর। কাছিরূপ অবিদ্যা-সূত্রটিকে মুক্ত ক'রে (খুলে) শীঘ্র সেই নৌকাটি প্রবাহিত কর। এই আভাসবিশেষের দ্বারা অনুত্তর-পরমধর্ম সাক্ষাৎ লাভ হয়।

মাঙ্গত ইত্যাদি তৃতীয় পদে গুরু.. অনুগ্রহের অভাবে বিপর্যয়ের কথা বলছেন; মার্গ অর্থাৎ বিরমানন্দে গমন ক'রে চারিদিকে চায়; অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয় ব্যতীত সংসারে পতিত হয়। তাই চর্যাপাদ বলেন,—খালে (খোলা বাতাসে ?) পড়লে কর্পূর নষ্ট হয়।

যে আবার সদ্‌গুরুর বচনের দ্বারা (পালন করে) বজ্রপদ্ম সুখের অন্বেষণ করে সে ভবসাগরের পারে যায়। তাই কৃষ্ণাচার্যপাদ বলেন,—যে সংবেদন-মনরত্ন অহরহ সহজে স্ফুরিত হয় সে পার জানে; মুনিগণ অন্য কি ধর্মগতি বলেন ?

বাম ডাহিন ইত্যাদি পদের দ্বারা ফলের কথা ব্যক্ত করেছেন। বাম ডাহিন এই আভাসদ্বয়কে মধ্যমায় প্রবিষ্ট করিয়ে, মার্গরূপ বিরমানন্দে স্থিত বোধিচিত্ত নিজ জ্ঞানের দ্বারা পরিশোধিত। মহাসুখচক্ররূপ সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যখন মিলিত হয়, সেই মার্গে মহাসুখসঙ্গরূপ নৈরাত্মা জ্ঞানের অভিসঙ্গ আমি প্রাপ্ত হই।

॥ ৯ ॥

রাগ—পটমঞ্জরী ॥ কাহ্নুপাদানাম্

এবংকার দিঢ়[১] বাখোড় মোড়িডউ[২]
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ[৩] ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনী বন পইসি নিবিতা ॥ ধ্রু ॥
জিম জিম করিণা[৪] করিনিরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ ॥ ধ্রু ॥
ছড়গই[৫] সঅল সহাবে সূধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ধ্রু ॥
দশবল[৬] রঅণ হরিঅ দশদিসেঁ।
অবিদ্যা[৭] করিকুঁ দম[৮] অকিলেসেঁ ॥ ধ্রু ॥

১ দৃঢ়। ২ মোড়িঅ। ৩ তোড়িঅ। ৪ করিয়া। ৫ বৃত্তি—ছড়িগই। ৬ দশবর। ৭ মূল—বিদ্যা। ৮ মূল— করি দমক।

সরল বঙ্গানুবাদ—দৃঢ় বন্ধনস্তম্ভ এবংকার মর্দিত করিয়া এবং বিবিধ প্রকার ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করিয়া আসবমত্ত কাহ্নু বিলাস করেন, এবং সহজরূপ পদ্মবনে প্রবেশ করিয়া নিবৃত্তি লাভ করিলেন। যেমন যেমন করিয়া করী করিণীতে প্রেমাসক্ত হয়; তেমনি তেমনি তথতা মদধারা বর্ষণ করে। ষড়্গতি[-র প্রভাবে] সকল স্বভাবে শুদ্ধ। ভাব এবং অভাব[-রূপ দ্বৈতবোধ তাহার] কেশাগ্র ক্ষুব্ধ নয়। দশবলরত্ন (তথতারত্ন) হৃত হইয়াছে দশদিকে। অবিদ্যারূপ করীকে অক্লেশে দমন কর।

টীকা ঃ আনন্দঘনচিত্তে কৃষ্ণাচার্যপাদ চিত্ত এবং গজেন্দ্র এই সন্ধ্যা-শব্দে সেই বিষয়টিই রূপকের ছলে বলছেন; এবংকার ইত্যাদি। এ'কার' চন্দ্র-কিরণকে

বোঝাচ্ছে, বং অংশটি সূর্যের দ্যোতক। 'এবং' শব্দের অর্থ দিবস ও রাত্রি। এবংকার অর্থাৎ দিবারাত্রি-জ্ঞান। বাথোড় অর্থে দুইটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভ দু'টিকে মর্দিত ক'রে অর্থাৎ বজ্রজাপক্রমে আভাসমুক্ত ক'রে, নানাপ্রকার অবধূতির ব্যাপক বন্ধনগুলি ছিন্ন ক'রে, এই তিনের অনুপলব্ধিরূপ মদ্যপানে প্রমত্ত হয়ে, জ্ঞানরূপ গজশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য নলিনীবন অর্থাৎ মহাসুখকমলে প্রবেশ ক'রে নির্বিকল্পরূপে ক্রীড়া করেন। তাই আচার্য নাগার্জুনপাদ বলেন,—

যা বাইরে[র] তা অসৎ; তার পারমার্থিক সত্তা নাই। কারণ, তার স্বরূপের অভাব, তার জ্ঞান-দর্শনের পরেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ক্ষরণশীল হয়। ইহা অক্ষয় অবিনাশী নহে; স্থায়ী নহে। যাহা শূন্য ব'লে পরিকল্পিত তাও বস্তুত কেবল অ-শূন্য,—ইহাই জ্ঞানীজনের অভিমত। এই প্রকার প্রকৃত অবস্থা বা প্রকৃত স্বরূপের সত্তা বিশেষভাবে চিন্তা ক'রে, প্রশান্ততত্ত্ববিদ্ মায়ানটের অভিনয়-মাত্রে নিপুণ যোগিশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ক'রে থাকেন।

অন্য একটি পদের দ্বারা সেই বিষয়টিই ব্যক্ত করছেন, জিম জিম ইত্যাদি! হস্তী যেরূপ বাইরে হস্তিনীর প্রতি ঈর্ষারূপ মদমত্ততা বহন করে, সেরূপে ভগবতী-নৈরাত্ম আসক্তিহেতু চিত্তের প্রতি চিত্তবিষয়ে গজশ্রেষ্ঠরূপ কৃষ্ণাচার্যপাদ তথতামদ বর্ষণ করছেন। তাই তৃতীয় পদ দ্বারা পদার্থগুলির স্বরূপ উপলব্ধির কথা বলছেন, ছড়ি গই ইত্যাদি। জীব ছয় প্রকার—অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, স্বতঃ উৎপন্ন, দেবপ্রকৃতি ও অসুরপ্রকৃতি। যোগিশ্রেষ্ঠের কাছে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ; তার কাছে কেশাগ্র ·· ·ন্ত অপরিশুদ্ধ থাকে না। তাই মধ্যমক-শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

অতএব কিছুই বর্জনীয় নয়; কোনো কিছুই প্রক্ষিপ্ত করা উচিত নয়। যা ছিল তা থেকে সবকিছু দেখতে হবে, বুঝতে হবে,—এই প্রকারে পদার্থবিদ্ বিমুক্ত হন।

চতুর্থ পদের দ্বারা পরিপক্ক নিপুণের লক্ষণ বলেছেন,—দশবল ইত্যাদি। দশবল-বৈশারদ্য ইত্যাদি দশগুণযুক্ত তথতারত্ন দশদিকে ব্যাপ্তিহেতু অনুভবের পুনঃপুনঃ অনুশীলন বলে আমরা আয়ত্ত করেছি; অধিকার করেছি। অতএব, তথতারত্নের প্রভাবে অবিদ্যারূপ করিশ্রেষ্ঠের আসঙ্গের দ্বারা মর্দন (বা দমন) কর।

॥ ১০ ॥

রাগ—দেশাখ ॥ কাহ্নুপাদানাম্

নগর বাহিরি রে[১] ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো ব্রাহ্ম* নাড়িআ ॥ ধ্রু ॥
আলো[২] ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ ॥ ধ্রু ॥
এক সো পদমা[৩] চৌষঠ্ঠী[৪] পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ ধ্রু ॥
হা লো[৫] ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি[৬] জাসি ডোম্বী কাহারি নাবেঁ ॥ ধ্রু ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেরা[৭]।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া[৮] ॥ ধ্রু ॥
তুলো ডোম্বী হাঁউ[৯] কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেনিলি[১০] হাড়েরি মালী ॥ ধ্রু ॥
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—বারিহিরে। ২ টীকা—অলো। ৩ বাগচী—পদুমা। ৪ বাগচী—চৌষঠী, টীকা—বাহিরে। ৫ টীকা—হঞ্চুলো। ৬ অইসসি। ৭ মূল—চাগতা। ৮ নড়এড়া। ৯ হউঁ। ১০ মূল—ঘলিলি। * টীকা—ব্রহ্মণেতি

সরল বঙ্গানুবাদ—নগর-বাহিরে ডোমনী, তোর কুঁড়ে। নাড়া ব্রাহ্মণকে [তুই] ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাস। ওলো ডোমনী, তোর সঙ্গে আমি সাঙ্গা করিব। [আমি] কাহ্ন, কাপালিক যোগী, নির্ঘৃণ এবং নাঙ্গা। এক সেই পদ্ম [তার] চৌষট্টি পাপড়ি। তাহার উপর চড়িয়া নৃত্য করে ডোমনী বাপুড়ী। ওলো ডোমনী,

তোকে সদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করি,—কাহার নৌকায় ডোমনী আসিস যাস। এখন ডোম্বী তাঁত (বোনে) বিকায়, আর চাঙ্গারী নয়। তোর জন্য নট-পেটিকা পরিত্যাগ করি। তুই তো ডোম্‌নী, আমি কাপালিক। তোর জন্য আমি হাড়ের মালা গ্রহণ করিলাম (ছাড়িলাম)। সরোবর ভাঙ্গিয়া ডোমনী মলান খায়। ডোমনীকে মারিয়া তাহার প্রাণ লই।

টীকা ঃ নগর অর্থে রূপাদি বিষয়সমূহকে বুঝতে হবে। তার (নগরের) বাইরে ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচরত্বহেতু গুরু সম্প্রদায় থেকে তোমার গৃহরূপ মহাসুখ-চক্রে আমি সিদ্ধাচার্যকৃষ্ণপাদ কর্তৃক অবগত হ'লাম।

অলো ডোম্বী ইত্যাদি। ওগো ডোম্বী-নৈরাত্মা, তোমার সঙ্গে আমার অভিসঙ্গ করা উচিত (মিলনে বাধা নাই)। কারণ, তুমি যেমন [স্বভাবে] ডোমজাতীয়া স্ত্রীলোক এবং আমিও তেমনি ঘৃণালজ্জাদিদোষরহিত (অবিচ্ছিন্ন, অবিনা) থেকে প্রজ্ঞা উপায়রূপ আত্মিকমহামুদ্রা সিদ্ধি লাভ করি। শ্রীহেবজ্রে তাই বলা হয়েছে,—অতএব আমার কাছ থেকে প্রজ্ঞা-উপায়সম্বন্ধবিশিষ্ট কথিত তন্ত্র শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাসের স্থান বলা হয়েছে; এক সো ইত্যাদি। একটিমাত্র পদ্ম নির্মাণচক্রে অবস্থিত; উহা চৌষট্টিদলযুক্ত। ওই পদ্মে মহারাগ-আনন্দে সুন্দর কৃষ্ণাচার্য ভগবতী-নৈরাত্মার সঙ্গে সমরসে মগ্ন হয়ে নৃত্য করছেন। শ্রীহেবজ্রে এইরূপ উক্ত আছে,—অনুস্মৃতি শ্রুতিযোগের দ্বারা হেরুকরূপে নৃত্য কর।

তৃতীয় পদের দ্বারা নৈরাত্মার সঙ্গে মিলন (অধিগম) দৃঢ় করা হচ্ছে। হঞ্জুলো ইত্যাদি। ওগো নৈরাত্মা, সদ্‌ভাবে স্বরূপাধারে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্বধর্ম নৈরাত্মহেতু সংবৃত্তিবোধিচিত্তে কার নৌমার্গে যাতায়াত করছ? সর্ব-সহজময়ত্বহেতু বিশেষভাবে কারও নৌকায় যাতায়াত করছ না (সর্বসহজময় = সকলের সঙ্গে সহজভাবে নিরাসক্ত-সম্পর্কে যুক্ত থাকা)। শ্রীহেবজ্রেও এইরূপ উক্ত হয়েছে,—

সেই হেতু জগৎ সর্বত্র সহজ এবং তার স্বরূপও সহজ ব'লে কথিত।
বিশুদ্ধ আকার এবং বিশুদ্ধ চিত্ত হওয়ার জন্য নির্বাণ-ও স্বরূপময়॥

চতুর্থ পদে নৈরাত্ম ধর্মের স্বরূপ বলা হয়েছে; তান্তী ইত্যাদি। তন্ত্র অর্থে অবিদ্যারূপ পদ্মস্থান ভগকে বলা হচ্ছে; চাঙ্গারী ইত্যাদি। উক্ত পদ্মের পল্লব (পাপড়ি) বিষয়াভাস। ওগো ডোম্বী-নৈরাত্মে, তাঁত এবং চাঙ্গারি এই দুইটি

শ্রীগুরুর প্রসাদে বিক্রয়ের দ্বারা পরিত্যাগ করছ। অতএব তোমার জন্যে আমার দ্বারা নটের মতো সংসাররূপ পেটিকা পরিত্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চম পদে যোগীন্দ্রের বিষয়ে মায়াপ্রপঞ্চচর্যার কথা বলা হচ্ছে; তুলো ইত্যাদি দ্বারা। অয়ি ডোম্বী-নৈরাত্মে, তোমার স্বরূপহেতু সদ্‌গুরুর প্রসাদে তোমাকে ভদ্রভাবে (সম্যক্‌ রূপে) জানাচ্ছি। আমি কাপালিক এবং চর্যাধর। 'ক'-অর্থে সুখ; তোমার এই সুখ-পালনে আমি সমর্থ। অতএব, তোমার জন্যে আমি (কৃষ্ণাচার্য) ষট্‌ তথাগত চক্রী কুণ্ডল কণ্ঠিকা ইত্যাদি নিরংশু চর্যা (আলোকহীন) ধারণ ক'রে বাহ্য মন্ত্রতন্ত্রকে উপেক্ষাহেতু পঞ্চবর্ণ বিহরণ করেছি। কৃষ্ণাচার্যপাদও তাই বলেন,—মন্ত্রতন্ত্রে কিছুই করে না; নিজ গৃহিণীর সঙ্গে কেলি ক'রে নিজগৃহে গৃহিণী যতক্ষণ না মগ্ন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কি পঞ্চবর্ণ অপহরণ করা যায়?

ষষ্ঠ পদে ডোম্বীর দ্বিধাভেদের কথা বলা হয়েছে; সরোবর ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা। গুরুসম্প্রদায়হীনের সেই ডোম্বী [হ'ল] অপরিশুদ্ধ-অবধূতিকা; সরোবর অর্থে দেহ-পুষ্কর। তার মূল বোধিচিত্ত-সংবৃত্তি শক্তি দ্বারা শুক্ররূপকে হত্যা করছি [আমি] অর্থাৎ নিঃস্বভাব (inactive) করছি। তাই বহিঃশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

সেই বৃত্তি কিঞ্চিৎ জলস্বরূপ, যা বিশেষভাবে গৌরব লাভ করায় সাপের মুখে বিষ পড়ে...।

অতঃপর লাড়ীডোম্বীপাদের সুন ইত্যাদি চর্যার ব্যাখ্যা নেই।

॥ ১১ ॥

রাগ-পটমঞ্জরী ॥ কৃষ্ণাচার্য পাদানাম্ ॥

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে[১] ।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে[২] ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু কপালী যোগী পইঠ অচারেঁ[৩] ।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ ॥ ধ্রু ॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে ।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ ধ্রু ॥
রাগ দেষ[৪] মোহ লাইঅ ছার ।
পরম মোখ লবএ মুত্তা হার[৫] ॥ ধ্রু ॥
মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে শালী ।
মাঅ মারিআ কাহ্নু ভইল[৬] কবালী ॥ ধ্রু ॥

১ বাগচী—খাটে। ২ বাগচী—নাটে। ৩ পইঠঅ চারে। ৪ মূল—দেশ; বৃত্তি—দ্বেষ। ৫ মূল—মুত্তিহার। ৬ সেন—ভইঅ।

সরল বঙ্গানুবাদ—নাড়ী শক্তিকে দৃঢ়ভাবে শূন্যতায় ধারণ করিয়া অনাহত ডম্বরু বীরনাদে বাজিতেছে। কাপালিক যোগী কাহ্নু অচার (জড়) দেহ-নগরীতে প্রবিষ্ট [থাকিয়াই] একাকারে (অদ্বয়ভাবে) বিরাজ করিতেছেন। আলি ও কালিকে তিনি চরণের বাজন-নূপুর এবং রবিশশীকে [কর্ণের] কুণ্ডল আভরণ করিলেন। রাগ দ্বেষ মোহকে [দগ্ধ করিয়া তাহার] ছাই লইয়া [অঙ্গে লেপন করিলেন]। পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহার লাভ করিলেন। শ্বাসকে মারিয়া নয়টি নন্দকে ঘরে প্রবেশ করাইয়া, মায়াকে (অবিদ্যা) মারিয়া কাহ্নু কাপালিক হইলেন।

টীকা ঃ পরম মহানন্দে সুন্দর কৃষ্ণাচার্য পুনরায় সেই অর্থ প্রতিপাদন ক'রে বলছেন,—নাড়ী ইত্যাদি পদে। বত্রিশটি নাড়ী-শক্তি তাদের মধ্যে প্রধান অব-

ধূতিকা বিরমানন্দরূপিণী। তিনি সুরাপ্রসাদে মণিমূলকে ধারণ ক'রে খট্টাঙ্গ অর্থাৎ শূন্যতাকে প্রভাস্বরের দ্বারা সহজভাবে স্পর্শ করে [গমন করছেন]। অনাহত ডম্বরুশব্দ বীরনাদে শূন্যতা-সিংহনাদের দ্বারা শব্দকারী যে কৃষ্ণাচার্য তিনিই কাপালিক। তিনি দেহনগরে প্রবেশ ক'রে বিচরণ করতে করতে, ক্লেশ ভক্ষণের দ্বারা (ক্লেশকে জয় ক'রে) একাকার হয়ে ভ্রমণ করছেন (বিহার করছেন)।

দ্বিতীয় পদে যোগীর অলংকারের কথা বলা হচ্ছে—আলি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা। প্রথমতঃ সেই যোগীন্দ্র বজ্রজাপ পরিশোধিত ক'রে চন্দ্রসূর্যাদি দ্বারা ঘণ্টা-নূপুর [বাজন-নূপুর] ইত্যাদি যোগালঙ্কার ধারণ করেছেন।

তৃতীয় পদে পুনরায় অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে, রাগ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। কৃষ্ণাচার্য সেই মহাসুখরাগরূপ বহ্নি দ্বারা রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দগ্ধ ক'রে সেই ভস্ম দ্বারা নিজ অঙ্গ লিপ্ত করেছেন। তিনি পুনরায় বজ্রসত্ত্বরূপে নিজেকে না লক্ষ্য ক'রে পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহারের দ্বারা ভূষিত হয়ে ভ্রমণ করছেন।

চতুর্থ পদে কাপালিক-চর্যার কথা বলা হচ্ছে; মারী ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। শ্বাসকে বলা হয়েছে পূর্বোক্ত মনপবন, এই মনপবনকে অধিকার ক'রে চক্ষু-ইন্দ্রিয়াদি নানা প্রকার বিজ্ঞানবায়ু বুঝতে হবে। তাকে নিঃস্বভাব ক'রে অবিদ্যা এবং মায়ারূপকে প্রজ্ঞাউপায়ের উপচারের দ্বারা ধ্বংস ক'রে, কৃষ্ণাচার্য জগতের কল্যাণের নিমিত্ত বজ্র কাপালিক হয়ে জগৎ পরিভ্রমণ করছেন. দিউড়িপাদও সেই-রূপ বলেন,—

যিনি···বজ্রধর কাপালিকের বণিতাসদৃশ এবং যিনি জগৎকে স্ত্রীরূপে অনুভব করেন, সেই আমি যোগীশ্বর যিনি হেরুকমূর্তিধারী ভগবান্ এবং অভিন্ন সেই যোগীশ্বর (যিনি) শ্রীপদ্ম এবং মদনকে দহন করতে করতে গৌরবহেতু ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে সিদ্ধি লাভ করেন।

॥ ১২ ॥

[রাগ] ভৈরবী ॥ কৃষ্ণপাদানাম্

করুণা পিহারি[১] খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥ ধ্রু ॥
ফীটউ দুআ মাদেসি[২] রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর ॥ ধ্রু ॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ[৩]।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ[৪] ॥ ধ্রু ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিণিবিতা[৫]।
অবশ করিআ ভববল জিতা ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু আম্হে ভাল দান দেহুঁ[৬]।
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিআ লেহুঁ ॥ ধ্রু ॥

১ বৃত্তি—পিড়ি। ২ মারেসি। ৩ মূল—মবাড়িইউ। ৪ মূল—ঘোলিউ। ৫ পরিনিবিত্তা। ৬ ভলি—দায় দেহু।

সরল বঙ্গানুবাদ—করুণাপীঠে (ছকে) নববল (চতুরঙ্গ বা দাবা) খেলি। সদ্‌গুরুবোধে ভববল জয় করা হইল। দুয়া (দ্বিত্ববোধ) কাটিলাম। ঠাকুরকে মাৎ করা হইল। উপকারিকের উপদেশে কাহ্নু নিকটে জিনপুর [দেখিতে পাইলেন]। প্রথমে বড়িয়া (বোড়েগুলিকে) তুড়িয়া (তাড়াতাড়ি) মারিলাম। গজবর দ্বারা তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করা হইল। মন্ত্রীর দ্বারা ঠাকুরকে প্রতিনিবৃত্ত করা হইল। অবশ করিয়া ভববল জয় করা হইল। কাহ্নু বলিতেছেন,—আমি ভাল দান দেই এবং চৌষ্‌টি কোঠা গণিয়া লই।

টীকা ঃ পুনরায় কৃষ্ণাচার্যপাদ সেই অর্থই পরিস্ফুট করছেন দ্যূতক্রীড়ারূপ ধ্যানের দ্বারা। করুণাকে স্বাধিষ্ঠানচিত্তরূপ চিত্ত বুঝতে হবে ; পিড়ি ইত্যাদি। তার (পীড়ির) আশ্রিত সপ্তদোষকে সমাধিমলা বুঝতে হবে। তাহাদিগকে

দূরীভূত ক'রে অর্থাৎ নিঃস্বভাব ক'রে নয় (অর্থে মন্ত্র নয়—রহস্য) চতুর্থানন্দবল সেই বোধিচিত্তকে বজ্রগুরুর উপদেশে বজ্র ও পদ্মের সম্যক্ সংযোগে উভয়কে একীভূত ক'রে অবিরত আনন্দ সংযোগ ক'রে আমি কৃষ্ণাচার্য অক্লেশে ভববল অর্থাৎ বিষয়াভাসরূপ শক্তি জয় করেছি।

ফীট ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা উহা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। প্রথমে বজ্রজাপক্রমে আভাসদ্বয়কে কেটে ফেলা হয়েছে। পুনরায় ঠাকুররূপ অবিদ্যা-চিত্ত উপকারিকের উপদেশের দ্বারা [জয় করা হ'লো]। রাগান্তে বিরমানন্দের আবির্ভাব লগ্নে বোধিচিত্তাক্ষরের উপদেশে অবিরত আনন্দহেতু কৃষ্ণাচার্যের নিকট জিনপুর (জয়স্কন্ধাবার) নিজেই নিকটে এসে মিলিত হয়েছে।

দউড়ীপাদও তাই বলেন,—রাগান্তে বিরম([া]নন্দ) প্রবেশ সময়ে চন্দ্রে স্বভাবত স্থিতি হয়, যে বৃত্তি মনের অপরা প্রবৃত্তি এবং যাহার গতি নিরুদ্ধ, সেই সময়ে সাক্ষাৎ যে অনন্যসম্ভব সুখ পাওয়া যায় তাই পরমপদ। সেই সময়ে এরূপ অনুভূতি হয় যার ফলে মহামুদ্রার দ্বারা পুনরায় সিদ্ধ হওয়া যায়।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাস আতিশয্যের ক্রম কথা-প্রসঙ্গে বলছেন ; পহিলে ইত্যাদি। বোড়েকে সন্ধ্যাভাষায় ১৬০ প্রকৃতিদোষ বলা হয়েছে। ওইগুলি বজ্রজাপক্রমে প্রথমে নিঃস্বভাব করা হলো। পুনরায় গজবর অর্থাৎ যোগীন্দ্রের তথতা চিত্তগজেন্দ্র দ্বারা পঞ্চস্কন্ধাত্মক এবং পঞ্চবিষয়ের অহংকার এবং ইন্দ্রিয়াদি ভূষণ ধ্বংস ক'রে শক্তিহীন করা হলো—এইভাবে তথতাসাক্ষাৎ লাভ হ'লো।

তৃতীয় পদে উক্ত বিষয় স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে, মতিএ পদের দ্বারা। মতিকে প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধি বলা হয়েছে। ঠাকুর হলো ক্লেশাদিযুক্ত চিত্ত। ওই চিত্তকে পরিনির্বাণে আরোপ করা হচ্ছে। ওই প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধির দ্বারা সংক্লিষ্টচিত্ত নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব. ভববল (অর্থাৎ ভববল গ্রাম) সমগ্র রূপাদি বিষয় সুষ্ঠুভাবে ব্যগ্রতা সহকারে একত্রিত ক'রে আমার দ্বারা জয় করা হলো। নাগার্জুন পাদও ওইরূপ বলেছেন,—

[যে] স্বচিত্ত দ্বারা সেই বালিকারা সংসারে বন্ধনত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সেই চিত্ত দ্বারা যোগীরা সুগতগণের গতি (মুক্তি) লাভ করেছেন।

চতুর্থ পদে নিজের যোগের যোগ্যতা ব্যক্ত হয়েছে ; ভণ ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য বলেন, চতুঃষষ্ঠী (৬৪) কোঠায় নির্মিত এই দেহচক্রে নিজের চিত্ত স্থির করে প্রকৃতি-প্রভাবের স্বরূপ গ্রহণ করব।

॥ ১৩ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥ কৃষ্ণা [চার্য্য] পাদানাম্ ॥

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠ কমারী ।[১]
নিঅ দেহ করুণা শূণ মেহেরী [২] ॥ ধ্রু ॥
তরিত্তা ভব জলধি জিম করি মাঅ সুইনা ।
মঝ [৩] বেণী তরঙ্গম [৪] মুনিআ ॥ ধ্রু ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল ।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥ ধ্রু ॥
গন্ধ পরস রস জইসোঁ তইসোঁ ।*
নিংদ [৫] বিহুনে সুইনা জইসোঁ ॥ ধ্রু ॥
চিঅ কন্নহার [৬] সুনত মাঙ্গে ।
চলিল কাহ্নু মহাসুহ সাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

১ মূল ও টীকা—অঠ কুমারী । ২ বাগচী শাস্ত্রী—শূণমে হেরী । ৩ বাগচী—মাঝ ।
৪ সেন—তরঙ্গ ম । ৫ নিন্দ । ৬ কণ্ণহার ।
*'যেমন-তেমন' অধুনা 'যা-তা' গ্রামাঞ্চলে 'যথাপতা' অর্থ পরিপাটিহীন । তু এড়িএড ছান্দক বাঙ্ক কবণক প্যাটের আশ ।

সরল বঙ্গানুবাদ—ত্রিশরণকে করা হইল আট-কামরাযুক্ত নৌকা । নিজ দেহে করুণা এবং শূন্যের রূপ দেখিয়া ; তরিল ভব জলধি যেমন করিয়া মায়াস্বপ্ন [তরে] । মাঝ গঙ্গায় তরঙ্গ (উল্লোল সুখ) মনন [গোচর হইল] । পঞ্চতথাগতকে কেড়ুয়াল করিয়া ওরে ল কাহ্নি কায় নৌকা বাহিয়া মায়াজাল উত্তীর্ণ হও । গন্ধ, স্পর্শ, রস যেমন-তেমন । নিদ্রা বিহনে স্বপ্ন যেমন । চিত্তরূপ কর্ণধার শূন্য মার্গে [স্থাপন করে] চলিল কাহ্নু মহাসুখের মিলন কামনায় (সাঙ্গা) ।

টীকা : উক্ত অর্থ দৃঢ় করার জন্য এই চর্যায় কথিত হ'লো—তিশরণ ইত্যাদি। কায় বাক চিত্ত এই তিনটি যে চতুর্থ বিষয়ে লীন হয়ে আশ্রয় নিয়েছে সেই মহাসুখ কায়কেই 'নৌকা' সন্ধ্যা শব্দের দ্বারা বুঝতে হবে। অতএব শূন্যতা ও করুণার ঐক্যভাব নিজ দেহেই যুগনদ্ধরূপে আছে; তাকেই বলে মহাসুখকায়। অঠকুমারী অর্থে সুখানুভূত বুদ্ধৈশ্বর্য।

তরিত্তা ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা চতুর্থ উপায়ের কথা বলা হচ্ছে। সেই চতুর্থানন্দ উপায়রূপ নৌকায় [চড়ে] কৃষ্ণাচার্য ভবসমুদ্র পার হয়েছেন। তিনি ইহাকে মায়াময় স্বপ্নতুল্য করে তুলেছেন। মাঝ দরিয়ায় পরমানন্দে স্বাধিষ্ঠানচিত্তে তরঙ্গ অর্থাৎ উচ্ছল সুখ আমি ভোগ করেছি। এই আত্মপরিচয় এখানে প্রতীক্ষিত নয়। তাই—নাগার্জুনপাদ অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশে বলেছেন—

যতক্ষণ পর্যন্ত মনে কোনো প্রকার বিকল্প বুদ্ধি প্রভাব বিস্তার করে ততক্ষণ তা ত্যাগ করাই উচিত। ওই যে আনন্দরূপ পরম সুখকর (তাহা বিকল্প নহে); সেও সংকল্প মাত্র। ওই যে বৈরাগ্যভাব তাও ওই বিকল্প এবং সংকল্পরূপ হইতে উৎপন্ন। বিষয়ের আগ্রহে নির্বিকল্প আত্মচিত্তরূপ নির্বাণ হইতে ভিন্ন অন্য কিছু নাই।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্কন্ধপরিণতির কথা বলেছেন। পঞ্চতথাগত ইত্যাদি। বিশুদ্ধ পঞ্চতথাগত রূপ দেহটিকে নিজের মধ্যে পরিকল্পিত করে মহাসুখরূপ নৌকা অবলম্বন করে নিজে নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন—হে কৃষ্ণাচার্যপাদ, মায়াজাল-তুল্য স্কন্ধ ধাতু প্রভৃতি বিষয় সমুদ্র বাধার সৃষ্টি করে। তাই সূতকে বলা হয়েছে—

স্কন্ধধাতু এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয় নানা প্রভেদ সৃষ্টি করেছে।
তথাগত কর্তৃক অধিষ্ঠিত একাদিক্রমে বর্তমান সংসার ধর্ম কিভাবে হয়॥

তৃতীয় পদে সন্দেহ দূরীকরণের (নিঃসন্দেহ প্রতিপাদন) উদ্দেশ্যে ভাবনা বিশুদ্ধির কথা বলছেন। গন্ধ ইত্যাদি। বাইরের গন্ধ, স্পর্শ, রস প্রভৃতি বিষয় যেমন আছে তেমনি থাক। সকল ধর্মের স্বরূপ অবগতির দ্বারা নিদ্রার আবেশশূন্য জাগ্রত অবস্থায় (জাগরণ দশায়) স্বপ্নের মতই মনে হয়। তাই সূতকে বলা হয়েছে—

নিদ্রিতাবস্থা ও জাগরণে বিষয়ভেদ নাই। স্বপ্ন ফলের অভিলাষী কোনো সংকল্প করে না। জীব দিবারাত্র স্বপ্ন দেখে। বহু চেষ্টার ফলে বিলম্বে সিদ্ধিলাভ হয়।

চতুর্থ পদে পথের উপায়ের কথা বলেছেন চিঅ ইত্যাদি পদে। সকল আকারের (সর্বপ্রকার) মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপায় শূন্যতারূপ নৌকায় চিত্ত কর্ণধারকে স্থাপন করে কৃষ্ণাচার্য মহাসুখ চক্রদ্বীপে গমন করেছেন।

॥ ১৪ ॥

॥ রাগ-ধ্রনসী ॥ ডোম্বী পাদানাং ॥

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ ।*
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ[১] লীলে পার করেই ॥ ধ্রু ॥
বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা ।
সদ্‌গুরু পাঅপসাএ[২] জাইব পুণু জিণউরা ॥ ধ্রু ॥
পাঞ্চ[৩] কেডুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত[৪] কাচ্ছী বান্ধী ।
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি ॥ ধ্রু ॥
চান্দ[৫] সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা ।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই[৬] বাহতু ছন্দা ॥ ধ্রু ॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই স্বুচ্ছড়ে পার করেই ।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জা [ন] ই[৭] কুলেঁ কুল বুড়ই[৮] ॥ ধ্রু ॥

* নঈ

১ পোইআ—শাস্ত্রী-বাগচী । ২ বাগচী-সেন—পাঅপএ । ৩ টীকা—পঞ্চ । ৪ সেন—পিটত । ৫ মূল—চন্দ । ৬ সেন—রেবই । ৭ জাই—মূল । ৮ বুলই—বৃত্তি বেড়ানো অর্থে (ভ্রমন্তি) ।

সরল বঙ্গানুবাদ—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে ওরে (মধ্যে বহিতেছে নদী) বহিতেছে নৌকা। তথায় বিচরণ করিলে (নিমজ্জিত হইলে) মাতঙ্গী যোগী অবলীলাক্রমে পার করে। বাহিয়া চল তুই ডোম্বি, বাহ ওলো ডোম্বি, পথে হইল বেলা। সদ্‌গুরুর পাদপ্রসাদে পুনরায় যাইতে হইবে জিনপুর। পাঁচখানি বৈঠা মার্গে পড়িতেছে, পিঠে কাছি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। গগনরূপ সেচনী দ্বারা

জল সেঁচিতে থাক যেন জোড়ের ফাঁকে জল না প্রবেশ করে। চন্দ্র ও সূর্য দুইটি চক্র; সৃষ্টি সংহার হইল মাস্তুল। বাম ও দক্ষিণ দুই মার্গ দেখা যায় না বাহিয়া চল তুই স্বচ্ছন্দে। কড়ি নেয় না বুড়ি নেয় না [সে] স্বচ্ছন্দে পার করে। যে রথে চড়িয়াছে, অথচ তাহা বাহিতে জানে না সে কূল হইতে কূলে ঘুরিয়া মরে।

টীকা: সেই অর্থই প্রতিপাদন করেছেন পরম করুণাপ্রাপ্ত সিদ্ধাচার্য ডোম্বী। তিনি নৌকা প্রবাহের রূপকে প্রকাশ করেছেন গঙ্গা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। সন্ধ্যা-ভাষায় গঙ্গা যমুনা হ'লো চন্দ্রভাস ও সূর্যাভাস অথবা গ্রাহ্য গ্রাহক, যার শুক্র নাড়ী বিরমানন্দ অবধূতির মধ্যে অবস্থান করছে; তাকেই সন্ধ্যাভাষায় নৌকা বলে বুঝতে হবে।

সদ্‌গুরু হ'লো বিলক্ষণ শুদ্ধা। সেখানে অবস্থান করে সহজযান প্রমত্তাঙ্গী ডোম্বী-নৈরাত্মা সংসার-সমুদ্রে যোগীন্দ্রকে পার করে দিচ্ছেন।

বাহতু ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা বিশ্বাস দর্শনের হেতু কুলাভ্যাস (কুলধর্ম বা কুলপ্রথা) সাধন করছেন। সহজ-পরিশোধিত বিরমানন্দরূপ নৌকাপথ প্রাপ্ত হ'লে (খান পানা) খাদ্য পানীয় গ্রহণহেতু শক্তিলাভ করায় নিজেকে ডোম্বী বলে সম্বোধন করে যোগীন্দ্র বলছেন, কি জন্য বিলম্ব করছ। সদ্‌গুরুর বিষয়ে অনুধ্যান করার ফলে এবং নিরন্তর যোগাভ্যাস দ্বারা পুনরায় জিনপুর বা মহাসুখপুর অতীব নিকটবর্তী। এই রকম চিন্তা করে দিনের পর দিন প্রবাহের মধ্য দিয়ে নৌচালনা অভ্যাস কর।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাস অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে পঞ্চ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। পঞ্চ কেডুয়াল ইত্যাদি। পঞ্চক্রম উপদেশ গ্রহণ করে যে বোধিচিত্ত কাছিরূপ মণিমূলে গমন করেছে এবং যে বিমল বোধিচিত্ত সহজানন্দের দ্বারা বিধৃত হয়েছে তাকে চক্রোদেশের দ্বারা প্রবাহিত করো। চতুর্থ অভিষেকের দ্বারা গগনরূপ সেউঁতি সেচামান হওয়ায় যোগীন্দ্রের দেহে বিষয়োদ্ভাসিত পানীয় প্রবেশ করেছে।

তৃতীয় পদে অভ্যাস বিশেষ হেতু আভাসত্রয়কে নিরোধ করার কথা বলা হয়েছে চান্দে ইত্যাদি। চন্দ্র প্রজ্ঞাজ্ঞান উৎপাদ হেতু, সূর্য অদ্বয়জ্ঞান; সন্ধ্যাভাষায় পুলিন্দ অর্থে নপুংসক বা নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। এই তিনটি সংসারে সৃষ্টি সংহার-কারক। সর্বধর্ম অনুপলব্ধ সমুদ্রে যেতে যেতে বাম ডান অগ্র-পশ্চাৎ তীর

অবলোকনকারী হে ডোম্বি, স্বচ্ছন্দে নিশ্চিত শোধিত বোধিচিত্তরূপ নৌকা চালনা অভ্যাস কর।

চতুর্থ পদে নৈরাত্মধর্মের (ফলশ্রুতি) ফলানুশাসনের কথা বলা হয়েছে। কবড়ী ইত্যাদি। যেমন বার দরিয়ার নাবিক উত্তরণের জন্য কপর্দক গ্রহণ করে সেইরূপ গ্রাহ্য গ্রাহকহেতু সেই ভগবতী ডোম্বী-নৈরাত্মা কপর্দক গ্রহণ করেন না। পরিচর্যামাত্র অনায়াসে ভবসমুদ্র পার করে দেন। নৈরাত্মধর্মের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নাই এমন বহিঃ শাস্ত্রাভিমানী যে সকল যোগী রয়েছেন তাঁরা কূলে অর্থাৎ দেহে ভ্রমণ করেন (দেহ পরিচর্যারূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে নিমগ্ন) এঁরাই অজ্ঞানে আবৃত বালক সদৃশ।

॥ ১৫ ॥

॥ রাগ রামক্রী ॥ শান্তি পাদানাম্ ॥

সঅ-সম্বেঅণ* সরুঅ বিআরেঁ অলক্‌খ লক্‌খ[১] ন জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই ॥ ধ্রু ॥
কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ[২] একু বাকু[৩] ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা[৩] ॥ ধ্রু ॥
মাআ মোহ সমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে[৪] নাব ন ভেলা দীসঅ[৫] ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ ধ্রু ॥
সুনা[৬] পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা[৭] অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ন গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ ধ্রু ॥

১ শাস্ত্রী—লকখণ। ২ তিব্বতী অনুবাদ—তিল। ৩ কণ্টারা। ৪ বাগচী—আগে। ৫ বাগচী—দীসই। ৬ বৃত্তি—শূন্য। ৭ বৃত্তি—অত্রৈব। * বৃত্তি—সম্বেইণ।

সরল বঙ্গানুবাদ—স্বসংবেদনের স্বরূপ বিচারে যাহা অলক্ষ্য (অদৃশ্য) তাহার দর্শন পাওয়া যায় না। যে যে সোজা পথে গেল তাহারা অনাবর্তশীল হইয়াছেন (ফিরিয়া আসিল না)। কূল হইতে কূলে ঘুরিও না রে মূঢ়, সংসার সোজা পথ। (মূর্খ) বালযোগি, তিলেক বাঁকে ভুলিও না (বাক্যে ভুলিও না) রাজপথ কানাত-ঘেরা (রাজা যেমন কন্ধারা-পথ বা কনকধারা পথ ধরিয়া ক্রীড়োদ্যানে প্রবিষ্ট হন তুমিও সেইরূপ অবধূতি মার্গ ধরিয়া মহাসুখচক্র কমলোদ্যানে প্রবেশ কর)। মায়া মোহ সমুদ্রের অন্ত বা থই বুঝিস না। সম্মুখে নৌকা বা ভেলা দেখা যায় না; ভ্রান্তিবশে নাথ বা গুরুকেও জিজ্ঞাসা করিতেছ না। শূন্য প্রান্তরের সীমা দৃষ্ট

হইতেছে না [কিন্তু ওই পথে] যাইতে ভুল করিও না। এই সরল পথে গেলে অষ্ট মহাসিদ্ধি সিদ্ধ হয়। বাম ডাহিন দুই পথ ছাড়িয়া শান্তি বলিতেছেন সংক্ষেপে[১] ঘাট গুল্ম খড় তৃণ নাই, আঁখি বুজিয়া পথ চলিয়া যাও।

টীকা: নির্ভর পরমানন্দে আবিষ্ট শান্তিপাদ সেই অর্থ প্রকাশ করেছেন সঅ-সম্বেইন ইত্যাদি পদের দ্বারা। বজ্র ও পদ্মের সম্যক্ সংযোগে স্বসংবেদন অনুভব স্বরূপে অবস্থিত সিদ্ধাচার্য শান্তি। যে সকল যোগীন্দ্র অতীত হয়ে গেছেন তাদের অলক্ষ্য লক্ষণাদির বিচারের বিকল্প হয় না। তাঁরা বিরমানন্দ অবধূতির শ্রেষ্ঠ মার্গে গমন করেছেন। তাঁদের আর পুনরাবর্তন হয় না। তাঁরা মহাসুখ পদ্মবনে নিমগ্ন। রতিবজ্রে এইরূপ উক্ত আছে—

এই সেই শ্রেষ্ঠ পথ (মার্গ) যাতে মহাযান মহোদয়গণ গমন করেছেন; যে পথে যেতে যেতে তোমরাও তথাগত হবে ॥

কুলে ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে। হে মূর্খ বালযোগিগণ, প্রতি জীবশরীরে অবস্থিত এই বিরমানন্দ উপায় পরিত্যাগ করে অন্য পথের বিস্তার লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য নাই। তাই রতিবজ্রে কথিত আছে—অন্য কোনো উপায়ের দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধত্ব হয় না—ইহাই ত্রিজগৎ।

ওহে বালযোগি, বজ্রমার্গের বামদক্ষিণ বড় বিচার করিও না। যেমন রাজচক্রবর্তী স্বর্ণপথধারা দিয়ে প্রমোদ কাননে প্রবেশ করেন তেমনি যোগিশ্রেষ্ঠ (সহজে) অবলীলাক্রমে অবধূতি মার্গের দ্বারা মহাসুখচক্ররূপ পদ্মবনে প্রবেশ করেন। তাই বিরূপাক্ষপাদ বলেন—

> চন্দ্রার্কের (ইড়া পিঙ্গলার) গতি নিরুদ্ধ করে সর্বদা বজ্রোত্থান করা উচিত। অন্য কোনো প্রকারে প্রাণবায়ু অবধূতি অংশে প্রবেশ করে না।

বালযোগীদের সম্পর্কেই দ্বিতীয় পদে বলছেন মায়ামোহ ইত্যাদি। মায়া প্রজ্ঞা নামে কথিত। তাহাতে যে আসক্তি তাই মোহ; তাই-ই মহাসমুদ্র। বালযোগী তার অন্ত বা ইয়ত্তা পান না। তারপর এই বিষয়ে অসৎ গুরুরূপ বাহন ভেলা ছাড়া অন্য কোনো নৌকা বা ভেলা প্রভৃতি উপায় নাই।

হে বালযোগি, বিভ্রান্ত হয়েও কেন তুমি সদ্‌গুরু নাথকে জিজ্ঞাসা করছ না। স্ত্রীসুখের বিভ্রান্তি ত্যাগ করে চতুর্থ উপায় অবলম্বন করে সেই মায়ামোহ-

১। সংকেলিউ—ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন। সার সংকলন করিতেছেন (সংক্ষেপে)।

সমুদ্রের অন্ত উপলব্ধি কর অর্থাৎ পরিমাপ কর। তাই অমৃত্তরসন্ধিতে কথিত হয়েছে—

> সর্ব প্রকার মায়ার মধ্যে স্ত্রীমায়ার মতো বিশিষ্ট জ্ঞানত্রয়ে ইহা এক প্রকার। এখানে ইহা পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

তৃতীয় পদের দ্বারা ধর্মের মাহাত্ম্য বলছেন শূন্য ইত্যাদি। ইহাতে পথলাভ করে প্রভাস্বরকে শূন্য অর্থাৎ উচ্ছেদ করে ভ্রান্তিবশতঃ ওহে মূর্খ ভুল করিও না। এই পথেই প্রভাস্বরে পরিশোধিত স্বাধিষ্ঠানচিত্তকে ভাবতে ভাবতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। তাই আগম বলেন—

> জ্ঞানবহ্নির দ্বারা সুরম্য মায়াপুর সহসা দগ্ধ করে যোগিগণ দিব্যদৃষ্টিতে সর্বদা শূন্য দর্শন করে থাকেন।

বাম ইত্যাদি চতুর্থ পদে সেই কথাই নির্দিষ্ট করে বলেছেন। সিদ্ধাচার্য শান্তি বাম ও দক্ষিণ এই আভাসদ্বয় পরিহার করে ভাব বিষয়ের উপসংহারে সুস্পষ্ট করে বলছেন, ইহাতে পরিশুদ্ধ অবধূতি বিরমানন্দ পথ চলতে চলতে ঘাট, কুটি, গুল্ম, খাদ প্রভৃতির ভয় নাই। তৃণ, কণ্টক, খাল, বিথাল প্রভৃতি উপদ্রব নাই। স্থির খোলা চোখে সেই যোগী যুগনদ্ধ দর্শন করে। তাই আগমে উক্ত হয়েছে—

শূন্যতা দর্শনকারী তরণেচ্ছু দিগের শূন্য অবস্থা চক্ষুদ্বয়ের স্তিমিত অবস্থা আনয়ন করে এবং তাহাদের শির আনত করে।

॥ ১৬ ॥

॥ রাগ ভৈরবী ॥ মহীধর পাদানাম্ ॥

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই ।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅ মণ্ডল সঅল[১] ভাজই ॥ ধ্রু ॥
মাতেল চীঅ গএন্দা[২] ধাবই ।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥ ধ্রু ॥
পাপ পুণ্য বেণি তোড়িঅ[৩] সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা ।
গঅণ টাকলি[৪] লাগি রে চিত্ত[৫] পইঠ নিবাণা ॥ ধ্রু ॥
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী ।
পঞ্চ বিসঅ[৬] নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী ॥ ধ্রু ॥
খররবিকিরণ[৭] সন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ[৮] গই পইঠা ।
ভণন্তি মহিণ্ডা[৯] মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—সঅ মণ্ডল সএল। ২ সেন—গঅন্দা। ৩ মূল—তিড়িঅ। ৪ বৃত্তি—টকা। ৫ সেন—চিত্তা। ৬ শাস্ত্রী—বিষয়, সেন—বিষয় রে। ৭ বাগচী—বিকিরণ। ৮ মূল—গঅণাঙ্গন, বৃত্তি—গগন গঙ্গা। ৯ বাগচী—মহিঅা, বৃত্তি—মহীধর, মূল—মহিত্তা।

সরল বঙ্গানুবাদ—কায়-বাক-চিত্ত এই তিন পাটে সংলগ্ন হইয়া ঘন ঘন ভয়ানক অনাহত ধ্বনি কৃষ্ণ মেঘের মতো গর্জন করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া ভয়ংকর মার বিষয়মণ্ডল সকল ভাঙ্গিল। মাতাল চিত্ত-গজেন্দ্র ধায়, নিরন্তর গগনান্ত তৃষ্ণায় ঘোলায় (মত্ত চিত্ত গজেন্দ্র তুষ (অসার) ধ্বংস করিয়া নিরন্তর গগনান্তে ধাবিত হইল)। পাপ পুণ্য এই দুইকে ছিন্ন করিয়া স্তম্ভস্থানের শৃংখল মর্দন করিয়া গগন (শূন্যতা) শিখরে সংলগ্ন হইয়া চিত্ত নির্বাণে প্রবিষ্ট হইল। ত্রিভুবনের সকল উপেক্ষা করিয়া মহা [সুখ] রস পানে মত্ত হইল। পঞ্চবিষয়ের নায়ক হইল কোন বিপক্ষ দেখিতে পাইল না। খররবিকিরণ সন্তাপে গগন অঙ্গনে (গগন গঙ্গায়) গিয়া প্রবিষ্ট হইল। মহিণ্ডা বলিতেছেন, আমি হেথায় ডুবিয়া কিছুই দেখি নাই।

টীকা : জ্ঞানরস পানে প্রমত্ত সিদ্ধাচার্য মহীধর 'চিত্ত গজেন্দ্র' এই সন্ধ্যা শব্দে সেই অর্থ ই প্রতিপন্ন করছেন। কায়ানন্দাদি পাটত্রয়কে অভেদ উপচারে গ্রহণ করে জ্ঞানরস পান মদিরার দ্বারা লগ্ন (মগ্ন)। আরও বলা হয়েছে—কায় কায়াকারের দ্বারা, চিত্ত চিত্তাকারের দ্বারা, কায় এবং চিত্ত বাক-প্রত্যাহারের দ্বারা কথিত হয়েছে গুহ্য-সমাজে (সংগুপ্ত সমাজে যে ধর্ম আচরিত অথবা গ্রন্থনাম)। সেই স্থানে অবস্থানকারী জ্ঞানরস মধুপানে প্রমত্ত সিদ্ধাচার্য মহীধরের চিত্ত-গজেন্দ্র কণ্ঠ গর্জন করে। সেই অনাহত শব্দ শুনে সংসারে ভয়ংকর আগন্তুক স্কন্ধ, ক্লেশাদি [রূপ] মারবর্গ [রণে] ভঙ্গ দেয়। রতিবজ্রে উক্ত হয়েছে—

শাক্যসিংহাদি বৌদ্ধগণ দ্বারা মন্ত্র প্রয়োগমণ্ডল মহাভয়ংকর মারসৈন্য ভঙ্গ হ'লো।

ধ্রুবপদের দ্বারা তার নির্ভরানন্দ প্রমোদ প্রকাশ করা হচ্ছে মাতেল ইত্যাদি। সেই প্রমত্ত চিত্তগজেন্দ্র চন্দ্রসূর্য [রূপ] দিবারাত্রি বিকল্পকে ঘুলিয়ে (নষ্ট করে) শূন্যতা উপদেশরূপ [এমন যে] চতুর্থানন্দ গ্রহণ করে নিরন্তর মহাসুখ সরোবরে গমন করছে।

দ্বিতীয় পদে সেই অর্থ ই প্রকাশিত হচ্ছে। পাপ পুণ্য ইত্যাদি। সেই চিত্ত-গজেন্দ্র পাপ পুণ্য ও সংসার বন্ধন এই দুটি খণ্ডন করে অবিদ্যা স্তম্ভ মর্দন করে গগন টকেতি (শূন্যতা শব্দ ; টক্ টক্) এই অনাহত শব্দের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়ে নির্বাণ সরোবরে গমন করেছেন। তাই কৃষ্ণাচার্য ক্ষিতি জল ইত্যাদির কথা বলেছেন।

তৃতীয় পদের দ্বারা নিজ চিত্তের (অদ্বৈধীকারতা) দ্বিধাহীন করার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মহারস ইত্যাদি। ভাব এবং অভাবের ঐক্যরূপ মহাসুখ পান করে তিনি প্রমত্ত হয়ে ত্রিভুবনের গ্রহ উপেক্ষা করেন। ভাবাভাব গ্রাহ্যাদির বিকল্প সাধন করেন [চিত্ত গজেন্দ্র]। সুতরাং পঞ্চবিসয়ের নায়ক হওয়ার ফলে তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ বজ্রধর। পুনরায় বিপক্ষকারী ক্লেশাদিকে দেখতে পান না।

খররবি ইত্যাদি পদের দ্বারা নির্বিকল্প [ত্ব] প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সেই চিত্ত গজেন্দ্র মহাসুখ রাগানলে অনুপ্রেরিত হয়ে গগনগঙ্গা অর্থাৎ মহাসুখচক্রসরোবরে গিয়ে মিলিত হন।

সিদ্ধাচার্য মহীধর এইরূপ বলছেন—এই সরোবরে নিমগ্ন হয়ে কোনো নির্বিকল্প বিষয় আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তাই আগমে বলা হয়েছে—

যেমন যেমন বিকল্প হয় তেমন তেমন সমস্তই মিথ্যা হয়।
যে তত্ত্ব নির্বিকল্প তাই যথাভূত সত্য॥

॥ ১৭ ॥

রাগ পটমঞ্জরী ॥ বীণা পাদানাম্

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী[১] চাকি[২] কিঅত অবধূতী ॥ ধ্রু ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি[৩] বিলসই রুণা ॥ ধ্রু ॥
আলি কালি বেণি সারি সুনিআ।[৪]
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ॥ ধ্রু ॥
জবে করহা করহকলে চাপিউ।[৫]
বত্তিস তান্তি ধনি সঅল বিআপিউ ॥ ধ্রু ॥
নাচন্তি বাজিল[৬] গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥ ধ্রু ॥

১ বৃত্তি—ডাণ্ডি। ২ মূল—বাকি, বাগচী-শাস্ত্রী—একি, বৃত্তি—চাকি—বিষয়চক্রী। ৩ বৃত্তি—শূন্যতাধ্বনি। ৪ সেন—মুনিঅ', মণেআ। তাঁর মতে 'মু' স্পষ্ট। ৫ মূল—'করহক লেপি চিউ' নয় 'করহ কলে পিচি'। ৬ বৃত্তি—বজ্রধর পদেন।

সরল বঙ্গানুবাদ—সূর্যকে লাউ শশীকে তন্ত্রীরূপে লাগানো হইল। অনাহত হইল ডাণ্ডী, অবধূতি করা হইল চাকী। বাজে, ওলো সখি, হেরুক বীণা। শূন্যতারূপ তন্ত্রীধ্বনি বিলসিত হয়ে ক্রমে বিলীন হয় (করুণায় ব্যাপ্ত হইতেছে)। আলি ও কালি দুই সা, ঋ (স্বরগ্রাম) শুনিয়া গজবর সম (সঙ্গীতের সম্) রস সন্ধিতে উত্তীর্ণ হইল। যখন করপার্শ্ব করহ কলে চাপা হয় [তখন] বত্রিশ তন্ত্রী-ধ্বনিতে সকল ব্যাপ্ত হয়। নাচেন বজ্রধর, গান করেন দেবী। বুদ্ধ নাটক বিসম (বিপরীত) হয়। অথবা বুদ্ধ নাটক বিশিষ্ট নির্বাণ হইয়া থাকে।

টীকা: বীণাপাদ হেরুক অর্থের অবগমন (ব্যাখ্যা) দ্বারা সেই অর্থই প্রকাশ করছেন। তিনি সুজ ইত্যাদি পদে বীণা শব্দের দ্বারা সেই অর্থ প্রতিপন্ন

করছেন। তুম্বরের (তানপুরা, তম্বুরা) ঝংকার উৎপ্রেক্ষার দ্বারা সূর্যাভাস এবং চন্দ্রাভাসের দ্বারা তার বুঝতে হবে। বিষয়চক্রী অবধূতিকার সঙ্গে একাকার করা হয়েছে। হে সখি নৈরাত্মা, বীণাপাদ অনাহত দণ্ডের সহায়তায় বীণার সাহায্যে শ্রীহেরুক এই অক্ষর চতুষ্টয়ের অর্থ অনাহতভাবে ঘোষণা করছেন। সুতরাং উহা শূন্যতার ধ্বনি। উহাই সন্ধ্যাভাষায় অনাহত প্রভাস্বর রূপ। উহা এইভাবে বিলাস করে কিন্তু সংসারের বন্ধন হয় না। শ্রীহেবজ্রেও উক্ত হয়েছে—ভাববন্ধ ইত্যাদির সংসার বন্ধন হয়। অন্য চর্যাতেও বলা হয়েছে—

> অপূর্ব বিজ্ঞানের দ্বারা ভববন্ধন হয় না। যে সব লোকের বন্ধন হয় তারা যোগীর সঙ্গে মিলিত হন।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা উক্ত অর্থ দৃঢ় করা হচ্ছে আলি ইত্যাদি। আলি কালি বর্ণাক্ষরের মধ্যে 'অ'-কারাদি অক্ষর সারবান (শ্রেষ্ঠ)। নাম-সঙ্গীতেও তাই উক্ত হয়েছে 'অ'কার সমস্ত বর্ণের অগ্রে। সেই 'অ'কার অক্ষর স্বরূপ জেনে নিয়ে তার দ্বারা উৎসুক চিত্তরাজের সন্ধিদোষ ছিদ্রগুণ ইত্যাদি [বোঝা] যায়। উক্ত পদগুলি সেই অর্থ ই শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন করছে। আগমে তাই উক্ত হয়েছে—শব্দময়কে স্থূল বলা হয় চিন্তাময়কে সূক্ষ্ম বলা হয়। যা চিন্তার দ্বারা রহিত তাই যোগীদের অব্যয় পদ।

তৃতীয় পদের দ্বারা ভাব স্বরূপ বলা হয়েছে। জবে ইত্যাদি। করহ শব্দটি চিন্তার দ্বারা চিত্তের উষ্ণতা বুঝতে হবে। 'করহ কল' এই কথাটিকে করুণামিশ্রিত প্রভাস্বর কলধ্বনি বুঝতে হবে। যার বিলক্ষণ [প্রকাশ] সময়ে সেই চিত্তের উষ্ণতা প্রভাস্বর বাহুকের (দণ্ড) দ্বারা চাপা হয় বা আক্রান্ত হয়। সেই সময় বত্রিশটি নাড়ীতে দেব বিগ্রহের ধ্বনি শোনা যায়। অনাহত-নৈরাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্ঞা-উপায়াত্মক ভাব এবং অভাবের ব্যাপ্তিকে বুঝতে হবে। সরহপাদও তাই বলেন—এতা এ বহি ইত্যাদি পদে।

চতুর্থ পদের দ্বারা ফলপ্রাপ্তিহেতু আনন্দে সাধক বজ্রপাদ নৃত্য করছেন। নাচন্তি ইত্যাদি। বীণাপাদ বজ্রধর পদের দ্বারা (সঙ্গে) নৃত্য করছেন। তাঁদের দেবী যোগিনী নৈরাত্মাদি বজ্রগীতিকার দ্বারা সঙ্গাশ্রিত মঙ্গলসাধন করেন। সুতরাং বুদ্ধ নাটক বিশিষ্ট জীবগণের শান্তি নির্বাণের কারণ হয়। দ্বিকল্পেও বলা হয়েছে—যাহা মোক্ষ হেতু উৎপন্ন [তাহা] আনন্দসহকারে নৃত্য করে ইত্যাদি।

॥ ১৮ ॥

॥ রাগ গউড়া ॥ কৃষ্ণবজ্র পাদানাম্ ॥

তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ[১] ॥ ধ্রু ॥
কইসনি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী ।
অন্তে কুলিণ জণ মাঝেঁ কাবালী ॥ ধ্রু ॥
তঁইলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ[২] ।
কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ ॥ ধ্রু ॥
কেহো[৩] কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই ।
বিদুজণ লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলঈ ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নে গাই তু[৪] কামচণ্ডালী ।
ডোম্বি ত আগলি নাহি চ্ছিণালী ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—নীড়ে । ২ সেন—বিটলিউ । বাগচী—বি টালউ । ৩ মূল—কেহে ৪ মূল—গাইতু, বৃত্তি—গাই ।

সরল বঙ্গানুবাদ—তিন ভুবন আমার দ্বারা বাহিত হইল [অব] হেলায় (অবলীলাক্রমে) । আমি মহাসুখ লীলায় (অথবা মহাসুখ নীড়ে) শুইলাম (সুপ্ত হইলাম) । কি রকম, ওলো ডোমান, তোর চতুরালী (ভাবকালি) । শেষে কুলীন এবং কাপালিককে মধ্যে [স্থান দিয়াছ] । তোর দ্বারা, ওলো ডোম্বি, সকল বিনষ্ট (অশুচি) হইল । কার্যকারণ ছাড়াই শশধর টলানো হইল । কেহো কেহো তোকে বিরূপ বলে । বিদ্বজ্জন লোক তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না । কাহ্ন গাইল কাম-চণ্ডালী (গীতি) । ডোমনীর বাড়া ছিনাল নাই ।

টীকা : সেই বিষয়টিই কৃষ্ণাচার্যপাদ ডোম্বীর রূপকের ভাষায় প্রতিপাদন করছেন সংবৃতি-সত্যার্থ জ্ঞানের দ্বারা পরমার্থ লাভের উদ্দেশ্যে । তিনি ইত্যাদি । আমি কৃষ্ণাচার্য বজ্রনারীর [অভি] সঙ্গ লাভ করে তিন ভুবন অর্থাৎ কায় বাক্ চিত্ত রূপ তিন ভুবনের ১৬০ প্রকৃতি দোষ জয় করেছি । সেইহেতু আমি এখন সুপ্ত । মহাসুখ নীড়ে লীলা করছি অর্থাৎ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছি ।

নৈরাত্ম-ধর্ম-জ্ঞানলাভের পরে ধ্রুবপদের দ্বারা অপরিশুদ্ধ অবধূতিকার কথা বলছেন। [উপস্থাপিত করছেন] কইসনি ইত্যাদি পদে। হে ডোম্বিনি, পরিশুদ্ধ-অবধূতিকা, তুমি অসৎ আচরণের দ্বারা বা প্রতারণার ছলে কি করছ? কে শরীরে লীন হয়ে আছে যে প্রভাস্বর (অজ্ঞানরস) কে তুমি বাইরে রেখেছ। সংবৃত্তি-বোধিচিত্তকে পালন করে যে কাপালিক তাকে চিত্তবজ্রমধ্যে স্থাপন করেছ। এই বিষয়টিই (পরিশুদ্ধ-অবধূতিকার আচরণটিই) অন্য পদের দ্বারা বিশেষভাবে বলেছেন তইলো ইত্যাদি। হে পরিশুদ্ধা অবধূতিকা ডোম্বিনি! তুমি দেবতা, অসুর, মানুষ সকলকে মিথ্যা জ্ঞানে টলিয়েছ, [বি] নাশ করেছ। যেহেতু সংবৃত্তি-বোধিচিত্তকে অর্থাৎ প্রভাস্বর হেতুস্বরূপ শশধর অসম্প্রদায় যোগিনী কর্তৃক বিনষ্ট হয়েছে তাই চর্যাপাদগণ বলেন—খালে * পড়লে কর্পূর নষ্ট হয়।

তৃতীয় পদের দ্বারা ডোম্বীর স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। যারা তোমার স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ সহজ-আনন্দ পরিশুদ্ধিহেতু ডোম্বী তোমাকে জানে না তারাও কর্মের বশীভূত হয়ে সংসার দুঃখ অনুভবের পর তোমাকে তোমার বিরুদ্ধে বলে থাকে। কিন্তু যারা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, যোগিশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বজ্রপদ্মের সম্যক্ সংযোগ সাধনে ক্ষরণ রহিত সুখহেতু তোমাকে সম্যক্রূপে জানে না তারাও কণ্ঠে অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে [তোমাকে] দিবারাত্র পরিত্যাগ করে না। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

....

....

কথনও কোনো কোনো যোগীর চক্রে বিরাজ করেন। ক' কারাদি এবং 'অ' কারাদি মাতৃকাকে বশে আনয়ন করেন। তারা প্রেতের আবাসে (শ্মশানবাসে) নিত্য রসানুভব করে থাকেন। তাদের ওষ্ঠদ্বয় ক্ষরণশীল দিব্য পদ্মরূপপাত্রের মত্ততার দ্বারা অবলিপ্ত।

চতুর্থ পদের দ্বারা যোগিনী-কথা আবার বলা হয়েছে কাহ্নে গাই ইত্যাদি। এরূপ কর্মস্থ সাধন উপায় চণ্ডালী কৃষ্ণাচার্য কর্তৃকই উৎকৃষ্টভাবে গীত হচ্ছে; অন্য কারো দ্বারা নয়। ডোম্বী ছাড়া অন্য কোনো নাককাটা নাগরী নাই। যেহেতু অস্তিত্বভেদ প্রাপ্ত হয়ে ভেদের আশ্রয় কি তাই বলছেন। তাই জ্ঞানসম্বোধিতে উক্ত হয়েছে—

ভব এবং নির্বাণ অর্থাৎ জন্ম এবং মোক্ষেরও মহাবীজ এই চিত্তই সংবৃত্তিতে সংবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। অপর নির্বাণে নিঃস্বভাবতা প্রাপ্ত হয়।

---

* খোলা জায়গায় (?)

॥ ১৯ ॥

রাগ ভৈরবী ॥ কৃষ্ণ পাদানাম্

ভব নিৰ্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবণ বেণি[1] করণ্ড কশালা ॥ ধ্রু ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ[2] উছলিআঁ।[3]
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ[4] ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥ ধ্রু ॥
অহনিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইনি জালে রঅণি[5] পোহাঅ ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো ॥ ধ্রু ॥

১ বৃত্তি—যেনি, গৃহীত্বা। ২ মূল—সাদ্। ৩ বাগচী—উছলিলা। ৪ বাগচী—চলিলা। ৫ রএণি।

সরল বঙ্গানুবাদ—ভব ও নির্বাণ [এর দ্বারা] পটহ ও মাদল [তৈরি হইল]। মন ও পবন দুই ঢোল ও কাঁসি। জয় জয় দুন্দুভিশব্দ উচ্ছলিত হইল। কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিল। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম আহার করিলেন। যৌতুক করা হইল অনুত্তর ধর্ম। সুরত প্রসঙ্গে অহর্নিশ যায়। যোগিনিগণ পরিবৃত হইয়া রজনী পোহায়। ডোমনীর সঙ্গে যে যোগী রত হইয়াছেন; সহজানন্দে উন্মত্ত [সে ডোমনীকে] ছাড়ে না।

টীকা: সেই অর্থ ই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণাচার্য এই চর্যায় বলছেন ভব নির্বাণে ইত্যাদি। পূর্বোক্ত ভব ও নির্বাণ, মন পবনাদি বিকল্প ক্রমে ক্রমে পরিশুদ্ধ

করে তার সঙ্গে পটহাদি পাত্র উৎপ্রেক্ষা অলংকারের সাহায্যে মহাসুখসঙ্গ গ্রহণ করে [সিদ্ধিলাভ করেছেন]। সেই ডোম্বী শুক্রনাড়িকা বা অপরিশুদ্ধ অবধূতিকা, সেই অপরিশুদ্ধা অবধূতিকার বাহব (?) ভঙ্গের জন্য যখন কৃষ্ণাচার্য অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন আকাশে প্রভূতভাবে জয় জয় ধ্বনি দুন্দুভিরব, পুষ্পবৃষ্টি ইত্যাদি শুভ লক্ষণ সূচিত হচ্ছিল।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা ডোম্বী বিবাহের ফলশ্রুতির কথা বলা হয়েছে ডোম্বী ইত্যাদি পদে। সেই ডোম্বী বায়ুরূপা শক্তি; তার গমনদ্বারে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে; বিবাহ শেষে জয়ধ্বনি উত্থিত হয়েছে। উৎপাদ (সৃষ্টি) ভঙ্গাদি (বিনাশ) দোষসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে! সুতরাং যৌতুক স্বরূপ অক্লেশে অনুত্তর-ধর্মের বা শ্রেষ্ঠ ধর্মের সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি কৃষ্ণাচার্য কর্তৃক ব্যক্ত হলো।
তাঁর মানরশ্মির দ্বারা রজনী অর্থাৎ ক্লেশান্ধকার রজনী পলায়ন করে। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

প্রাণাধিক ভগবান স্বামীর আত্মায় লয় হওয়ার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের উচ্ছ্বাস এবং জীবনবায়ুর যন্ত্র[না] প্রশমিত হয়। যোগীশ্বরের সেই জ্যোতির বিচ্ছুরণ প্রভাস্বরতর হয় এবং উহা অঙ্গ থেকে বিনির্গত হয়ে সমস্ত অন্ধকার দূর করে এবং ত্রৈলোক্যে ছড়িয়ে পড়ে।

চতুর্থ পদে যোগিণীর প্রসন্নতায় যোগীন্দ্রের চর্যার কথা বলা হয়েছে। ডোম্বী ইত্যাদি। সেই ডোম্বী হলেন প্রকৃতি-প্রভাস্বর-পরিশুদ্ধ অবধূতিকা—জ্ঞানমুদ্রা। তার সুরত অভিসঙ্গে যে সকল যোগী নিরত হন তাঁরা সেই জ্ঞানমুদ্রাকে মহা-সুখজাত আনন্দাধার লাভ-হেতু ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করে না। সরহ-পাদও সেইরূপ বলেন—সমস্ত অভাব গত হলে মনে স্পন্দন বা ক্ষরণ হয় ইত্যাদি।

॥ ২০ ॥

রাগ-পটমঞ্জরী ॥ কুক্কুরী পাদানাম্

হাঁউ নিরাসী খমণ সাঈ ।[১]
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥ ধ্রু ॥
ফেটলিউ[২] গো মাএ অন্তউরি চাহি ।
জা এথু চাহাম[৩] সো এথু নাহি ॥ ধ্রু ॥
পহিল বিআন মোর বাসন পূড়া ।[৪]
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া[৫] ॥ ধ্রু ॥
জাণ[৬] জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা ।[৭]
মূল নখলি বাপ সংঘারা ॥ ধ্রু ॥
ভণথি কুক্কুরীপা এ ভব থিরা ।
জো এথু বুঝএ[৮] সো এথু বীরা ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—ভতারে। টীকায়—মনঃস্বামী > সাঈ। এতে অন্ত্যমিল বজায় থাকে। ২ টীকা—ফিটলেহু, বাগচী—ফিটলে। ৩ মূল—বাহাম, বৃত্তি—পশ্যাম চাহমি। ৪ বাসনয়ূড়া। ৫ বায়ড়া—মূল। ৬ মূল—জাণ, বৃত্তি—নব। ৭ বাগচী—ভইলে সি পূরা। ৮ মূল—বুঝএঁ, বাগচী—বুঝাই।

সরল বঙ্গানুবাদ—আমি নিরাশী (frastrated), স্বামী ক্ষপণক। আমার সুখানুভব বলিবার নয়। প্রসব করিলাম গো মা আঁতুড়ি চাহি (খুঁজি)। যা হেথা চাই—তা হেথা নাই। পয়লা বিয়ান আমার বাসনার পুটলি।[১] নাড়ী

১ মতান্তরে, প্রথম বিজ্ঞানে আমার কামপূর্ণ দেহ। বাসনয়ূড়া বা পূড়া (A bundle of desire)।

বিচার করিতে করিতে (খুঁজিতে খুঁজিতে) সেও নিঃশেষ[২]। জীবন যৌবন আমার পূর্ণ। মূল দেখিলাম এবং জনকস্বরূপ সংহার করিলাম (মূল-খন্‌তায় বীজশস্য সংগৃহীত)। ভনেন কুক্কুরীপা, এ ভব স্থির। যে এ তত্ত্ব বোঝে সে বীর।

টীকা : প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থরূপ অমৃতপানে পরিতুষ্ট কুক্কুরীপাদ সেই বিষয়টিই নৈরাত্মা-যোগিনী (যিনি নিজের মধ্যে ভগবতীরূপে বিরাজমানা) অবলম্বনে ব্যক্ত করেছেন। হাঁউ নিরাশী ইত্যাদি। আমি ভগবতী নৈরাত্মা নিরাসা, আসক্তি-রহিতা (সংসর্গশূন্যা)। এ সংসর্গ কার সঙ্গে? মনঃস্বামীর সঙ্গে। আমি সর্বশূন্য। এই স্বামীর স্থরত মিলনের দ্বারা আমার যে বিশিষ্ট মিলনের ক্ষরণশূন্য স্থখের অনুভূতি হয় সে অনুভব কোনো বিষয়ে কথা দ্বারা জ্ঞাপনযোগ্য নয়। তাই সরহপাদ বলেন—

কি অনুভব জন্মে তা কি করে বলব·········
·················প্রিয়দর্শন হলে টলে না।

ফীটলেস্থ ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই বিষয়টিই জোরালো করে বলা হচ্ছে। ফীটলেস্থ অর্থাৎ অন্ত পর্যন্ত। মহাস্থখচক্রে নিজ আবাস দেখে, ফুটম্ ইত্যাদি। বিসয়াদি সমূহ, আমি নৈরাত্মা, সেই সময় নিঃশেষে কেটে ফেলেছি। নিজেই আত্মাকে সম্বোধন করে বলছেন—হে মাতঃ নৈরাত্মা! তাই এখন যে যে বিষয়-শত্রুকে দেখে থাকি এ স্থলে সেগুলির কোনোটিই নেই কারণ সবগুলিরই মহাস্থখ অবস্থা।

দ্বিতীয় পদে বিচারের স্বরূপ বলা হয়েছে। পহিলে ইত্যাদি। প্রথমে সংবৃত্তি-বাসনাসমূহ এই কায় প্রস্থত হয়েছে। কায়ের নাড়ী বত্রিশজন দেবী তার (কায়ের) পিণ্ডাবস্থার ক্রমানুপূর্বিকতায় দ্বারা সদ্‌গুরু বচনের প্রমাণ ধরে বিচার করতে গেলে সেই দুর্ভাগা বাসনা কি করে থাকে। অর্থাৎ কোনোক্রমেই থাকে না।

নবযৌবন ইত্যাদি তৃতীয় পদে দ্বারা অভ্যাসের ফল ব্যক্ত করেছেন। মূল বলতে বোঝায় সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত। সেই মূলের নিঃশেষে কর্তন মণিমূলে অর্থাৎ মণিপুর-চক্রের মধ্যে আমি কুক্কুরীপাদ নৈরাত্ম দ্বারা তা কর্তন করেছি। শ্রীহেবজ্রেও তাই উক্ত হয়েছে—

---

২ বাপুড়া বা বায়ুড়া অর্থে হাওয়া বা অন্তর্হিত বা নিঃশেষ, অতিশয় নীচ।

তীরদ্বয়………। সেইহেতু বিষয়সমূহের উপসংহারের দ্বারা নবযৌবন ইত্যাদি। তার প্রভাবে ৩২ লক্ষণসূচক ৮০টি সুন্দর শরীর মহাবজ্রধর হয়েছে। হে কায়বজ্র, ইহা অতি চমৎকার। নিজেই নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন।

ভণথি ইত্যাদি চতুর্থ পদের দ্বারা সাক্ষাৎকারের কথা বলেছেন। এই সংবৃত্তি-বোধিচিত্তই ভব। ভবকে স্থির করে প্রজ্ঞাপদ্ম দ্বারা যে যে যোগিশ্রেষ্ঠ সংবৃত্তি বোধিচিত্তকে নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্গুণরূপে জানতে পেরেছেন তাঁরা এই ভবমণ্ডলে বিষয়রূপ শত্রু মর্দিত করে বীর হয়েছেন। তাই কৃষ্ণাচার্যপাদ বলেন - যাহাকে বুঝিয়া অবিরল……ইত্যাদি।

॥ ২১ ॥

রাগ—বরাড়ী ॥ ভুসুকু পাদানাম্

নিসি[1] অন্ধারী মুসা[2] অচারা[3]।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা ॥ ধ্রু ॥
মার রে জোইআ মুসা পবণা।
জেন তুটঅ অবণা গবণা ॥ ধ্রু ॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী ॥ ধ্রু ॥
কাল[4] মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ অমন ধাণ[5] ॥ ধ্রু ॥
তব সে[6] মুসা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদ্গুরু বোহে করহ সো নিচ্চল ॥ ধ্রু ॥
জবেঁ মুষাএর চার[7] তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—নিসিঅ। ২ মূল—মুসার। ৩ শাস্ত্রী-মুসঅ চার।, ৪ মূল—কলা, বৃত্তি—কাল, বাগচী—কাল।। ৫ বাগচী—করঅ অমিঅ পান। ৬ মূল—তবসে। ৭ মূল—চা, বৃত্তি—অচারঃ।

সরল বঙ্গানুবাদ—অন্ধকার রাত্রি [তে] মূষিকের বিচরণ। অমৃত-ভক্ষক মূষিক আহার করিতেছে। রে যোগি! মূষিকরূপ পবনকে মার, যেন ঘুচিয়া যায় তাহার আনাগোনা। ভববিদীর্ণকারী মূষিক গর্ত খনন করিতেছে। চঞ্চলতাই মূষিকের বিনাশের কারণ। কাল মূষিক; অন্য বর্ণ নাই। গগনে উঠিয়া আমন ধ্যানে বিচরণ করে (অ-মনস্ক ধ্যান করে)। ততক্ষণ সে মূষিকের ওচর-পোচর

(চঞ্চলতা) যতক্ষণ না সদ্‌গুরুর জ্ঞানে তাহাকে স্তব্ধ (নিশ্চল, অচঞ্চল) করে। যখন মূষিকের বিচরণ টুটিয়া যায়, ভুসুকু বলেন, তখন বন্ধন মুক্ত হয়।

টীকা : সেই অর্থই ভুসুকুপাদ মূষিক সন্ধ্যাভাষায় প্রতিপন্ন করছেন। নিসি অন্ধারী ইত্যাদি পদে। যে পরিত্যাগ করে সেই অর্থে মূষিক শব্দ সন্ধ্যাভাষায় বলা হয়েছে চিত্ত-পবন। (অর্থাৎ সন্ধ্যাভাষায় মূষিককে চিত্ত-পবন বলে বুঝতে হবে।) নিসি বা রাত্রি হলো কর্মাশ্রিত-প্রজ্ঞাজ্ঞান। অথবা কোনো পাত্রবিশেষ বলে বুঝতে হবে। সেই কর্মাশ্রিত প্রজ্ঞার বিচিত্র দৃষ্টিহেতু কায় আনন্দাদি ব্যাপার দ্বারা বজ্র ও পদ্মের সংযোগে সেই চিত্তপবন মূষিক বোধিচিত্তরূপ অমৃত আস্বাদ ও আহার নিজেই করে। তার দক্ষিণে ; বিরমানন্দ শ্রীগুরুর মুখনিঃসৃত উপায়ের দ্বারা তার দ্রুত নিঃস্বভাবীকরণ হয়। সেই ক্রিয়াশীল বালযোগিরা তার দ্বারা সংসার-চক্রে যাতায়াত রূপ দ্বয়াকার বা দ্বৈতভাব ছিন্ন করতে পারে না এবং চিত্তও শোভিত হয় না। আগমেও উক্ত হয়েছে—

দ্বয়াকারের (দ্বৈতভাব) দ্বারা ত্যাগ প্রকট নিপুণ সম্বিৎ সুভগ থাকায় মেঘ-রাশিসঞ্জাত হওয়ার ফলে আকাশ প্রবল রসের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় মনে ইহাই প্রতিভাত হয় যে তন্ত্রের দ্বারা নানা শব্দ সৃষ্টি হওয়ায় বিনষ্ট হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা মূষিকরূপ চিত্তের ব্যবহার বর্ণনা করা হচ্ছে। ভব ইত্যাদি।……করে ভব স্বকায় বিদীর্ণ করেছে। প্রকৃতির চঞ্চলতা হেতু সেই চিত্তরূপ মূষিক অন্যরকম ভাব প্রকাশ করে। 'গতি' শব্দের দ্বারা তির্যকযোনি এবং নরকাদি দুর্গতিপাত বুঝতে হবে। সেই মূষিক নিজেই উহা উৎপন্ন করে। অতএব হে যোগি, চিত্ত-মূষিকের প্রকৃতিদোষ লক্ষ্য করে প্রসাদ ও আপ্ত উপদেশের দ্বারা সেই মূষিকের ভাব আরোপ করিও না।

তৃতীয় পদের দ্বারা সেই মূষিকের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। কালে ইত্যাদি। সংবৃত্তি বোধিচিত্তের পাপনাশ হেতু সেই চিত্ত-মূষিকের রঙ কালো। হে যোগি, সেই মূষিকের খাদ্যাদি গ্রহণ ভেদে বর্ণ উপলব্ধি বিষয়ে কোনো উপদেশ হয় না (নাই)। সেই চিত্ত-মূষিক গুরু সম্প্রদায় থেকে গগনরূপ মহাসুখ কমল বনে গমন করে এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে পরমার্থ-বোধিচিত্তরূপ মধুপানের আস্বাদ গ্রহণ করে। পরদর্শনে তাই মীননাথ বলেছেন—

গুরু কহেন পরমার্থের পথ। কর্মরূপ কুরঙ্গের সমাধিরূপ কপাট। কমল বিকশিত হলে শামুক চুপচাপ থাকবে। কমলমধু পান করতে ভ্রমর ভোলে না।

তাবসে ইত্যাদি চতুর্থপদের দ্বারা বজ্রগুরু-মাহাত্ম্য বলা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চিত্ত-মূষিক সদ্‌গুরুর বচনরূপ যন্ত্র সন্নিধানে না গমন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মোহ এবং মানের দ্বারা উন্নত বা গর্বিত থাকে। অতএব হে যোগি, তুমি গুরুর প্রতি প্রণিধান বা ধ্যানযুক্ত হতে আরম্ভ কর। সরহপাদও তাই বলেছেন— যাঁর প্রসন্নতারূপ কিরণের দ্বারা [মোহমুক্ত হয়] ইত্যাদি।

পঞ্চমপদে চিত্ত-মূষিকের স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে। জবে ম ইত্যাদি। যে সময়ে সহজানন্দরূপ চিত্ত মূষিকের বিচরণ [হয়] আমি (আমার) প্রতিআরোপণ ভঙ্গ হয়ে যায়। সেই সময়ে তার সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

প্রকৃতপক্ষে সংসার বলে কিছু নাই। সুতরাং মানুষের এখানে বন্ধন প্রাপ্তির কি [ভয়] আছে। যেখানে কোনো বন্ধন নাই সেখানে তথতামুক্তির মুক্তক্রিয়া বর্তমান। অনন্তর এ বিষয়ে মিথ্যা আরোপণ করা হলে রজ্জুসর্প এবং পিশাচ-ছায়ার ভ্রম হয়। কিছুই ত্যাগ কোরো না, কিছুই গ্রহণ কোরো না। যে ভাবে আছো সেইভাবে সুস্থ থেকে বিলাস কর বা প্রকাশিত হও।

॥ ২২ ॥

রাগ-গুঞ্জরী ॥ সরহ পাদানাম্

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা ।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবঞ অপণা ॥ ধ্রু ॥
অম্হে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই ।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ ধ্রু ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো ।
জীবন্তে মঅলেঁ[১] ণাহি বিশেসো ॥ ধ্রু ॥
জা এথু জাম মরণে বি সঙ্কা ।[২]
সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা ॥ ধ্রু ॥
জে[৩] সচরাচর তিঅস ভমন্তি ।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম ।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ ধ্রু ॥

১ বাগচী—মইলেঁ । ২ মূল—নিসঙ্কা । ৩ টীকা—যে যে । * মূল—অন্তে ।

সরল বঙ্গানুবাদ—ভব ও নির্বাণ আপনি (নিজে) রচিয়া রচিয়া মিছাই লোক আপনাকে বদ্ধ করে । অচিন্ত্যযোগি ! আমরা জানি না জন্ম মরণ ভব [এই ভেদ জ্ঞান] কেমন করিয়া হয় । জন্ম যেমন মরণও তেমনি । জীবিত ও মৃতের মধ্যে বিশেষ (পার্থক্য) নেই । যাহার এখানে জন্ম ও মরণের আশঙ্কা আছে সে রস রসায়ণের আকাঙ্ক্ষা করুক । যাহারা সচরাচর (চরাচর সমেত) ত্রিদশে ভ্রমণ করে, তাহারা অজর অমর কিছুই হয় না । জন্ম হইতে কর্ম কি কর্ম হইতে জন্ম ? সরহ বলেন, সেই ধর্ম অচিন্ত্য (চিন্তার অগোচর) ।

টীকা ঃ সর্ব ধর্ম অধিগম (আয়ত্বের) দ্বারা সরহপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন । অপণে ইত্যাদি । মানুষ অনাদ্য বিদ্যা বাসনার দোষে ভব ও নির্বাণ

এই [দ্বৈতবোধ] কল্পনা রোপন (আরোপ) করে ভ্রান্তিবশতঃ নিজেই ভব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ধ্রুবপদের দ্বারা নিজের জ্ঞান দৃঢ় করেছেন অহ্মা ইত্যাদি পদে। সিদ্ধাচার্য সরহপাদ এইরূপ বলছেন—আমরা অচিন্ত্যযোগী; গুরুর শ্রীচরণ প্রসাদে ভাব- (ভব সংসার ?) স্বরূপ-জ্ঞান ও চিন্তার দ্বারা [অবস্থান করছি]। অতএব আমরা উৎপাদাদি ভঙ্গ দোষ যে কিরূপ হয় তা জানি না। তাই একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—পুণ্যময়ী একমাত্র ভগবতী উৎপাদস্থিতি ভঙ্গ দোষ রহিতা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদের দ্বারা উৎপাদস্বরূপ বলা হয়েছে—জইসো ইত্যাদি পদে। সর্ব নৈরাত্মা উপলব্ধি হেতু কার উৎপাদ দোষ হয় (অর্থাৎ কারও হয় না) ওহে যোগীন্দ্র! যোগীন্দ্রগণ নিজেরাই আত্মাকে সম্বোধন করে বলছেন—যার উৎপাদ-দোষ নাই তার ভঙ্গও দেখা যায় না। অদ্বয়সিদ্ধিতেও বলা হয়েছে—

যার স্বভাব-স্বরূপ উৎপত্তি বিনাশ দেখা যায় না, তাই অদ্বয় জ্ঞান সমস্ত সংকল্প-বর্জিত।

অতএব জীবিত পুরুষের জন্মের সঙ্গে কোনো ভেদোপলব্ধি নাই। সূতকেও তাই উক্ত হয়েছে—

সুপ্তি ও জাগরণে কোনো ভেদ নাই [যোগীর]। স্বপ্নফল-অভিলাষী ব্যক্তি সংকল্প করে থাকেন [ফল প্রাপ্তির জন্য]।

তৃতীয় পদে (স্বয়ং) নিজ অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে। যে বিষয়ে মরণাদি ভয় বর্তমান সেই যোগীও রস রসায়ণে বিবিধাদি কল্প প্রয়োগ করেন কিন্তু আমরা মরণাদি ভয়ে নিঃশঙ্ক এবং নির্বিকল্পরূপে অবস্থান করি।

চতুর্থ পদে পুনরায় অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে—যে যে ইত্যাদি। যে সকল বালযোগী জম্বুদ্বীপ মহাস্থানে চর ও অচরের সহিত ভ্রমণ করে অথবা মন্ত্রৌষধি আদি শক্তি দ্বারা স্বর্গ এবং দেবালয়ে যায় তারাও গুরুমার্গ অলব্ধহেতু অমরত্ব প্রাপ্ত হয় না। আমরাও অচ্ছেদ্য অভেদ্যরূপে বর্তমান।

পঞ্চমপদে পথের মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে জাম ইত্যাদি। কর্তৃকর্মবিহীন যোগীন্দ্রের জন্মের দ্বারা কি কর্ম হয়। কর্মের দ্বারাই কি উৎপন্ন হয়। অতএব সরহপাদ নিজের অভিপ্রায় অনুসারে বলেন,—পরমার্থবিদ্ যোগীদের অচিন্ত্যনীয়। (এরপর চার পাতা নাই।)

॥ ২৩ ॥

রাগ–বড়ারী ॥ ভুসুকু পাদানাম্

জই তুম্হো[১] ভুসুকু অহেরি[২] জাইবেঁ মারিহসি[৩] পঞ্চজণা।
নলিনীবন[৪] পইসন্তে হোহিসি একুমনা ॥ ধ্রু ॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅনি[৫]।
হণ বিণু মাসেঁ ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিলি[৬] ॥ ধ্রু ॥
মাআজাল পসরিউ রে[৭] বধেলি[৮] মাআহরিণী।
সদ্গুরু বোহেঁ বুঝিরে কাসু কদিনি[৯] ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—তুম্ভে। ২ মূল—অহেই। ৩ সেন—মারিহ সে। ৪ নলনীবন। ৫ বাগচী—মএল ণঅলি, সেন—মএল ণঅণি। ৬ পইসহিনি। ৭ মূল, শাস্ত্রী—পসরি উরে। বাগচী—পসরি রে। ৮ বাগচী—বাঁধেলি, সেন—বাধেলি। ৯ মূল—কাদিনি, তিব্বতী অনুবাদ—কহানী।

সরল বঙ্গানুবাদ—ওহে ভুসুকু যদি তুমি শিকারে যাইবে তবে পঞ্চজনকে মারিও; পদ্মবনে প্রবেশের কালে একাগ্রমনা হইও। জীবন্ত অবস্থায় প্রভাত হইল; রজনীর অবসান হইল। হে ভুসুকু নিহতদের মাংস বিনা তুমি পদ্মবনে প্রবেশ করিও না। মায়াজাল প্রসারিত করিয়া মায়াহরিণীকে বধ করিয়াছ (মায়াহরিণী বাঁধা পড়িল)। সদ্গুরুদত্তজ্ঞানে বুঝিতেছি—কাহার [এই] কাহিনী।

একটি লুপ্ত চর্যার কয়েকটি শব্দ টীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

অনহা বেম কট রণ·········
বেনব [তোড়িঅ]·········
বইঠামনি················
তংত্রী···················

টীকা ঃ ···সমগ্রতার কথা বলা হচ্ছে অনহা ইত্যাদি পদে। বেমকট-রণ এই সন্ধ্যাশব্দ দ্বারা প্রাণ এবং অপাণ প্রজ্ঞাউপায়াত্মক (কথা) বাতদ্বয় অনাহতকে পরিকল্পনা করে অপরিমেয় অর্থ বুঝতে হবে। সহজ প্রতিচ্ছন্দকে সদ্‌গুরুর উপদেশহীন হওয়ার ফলে সংবৃতিবোধিচিত্ত বুঝতে হবে। বেণব ইত্যাদি শব্দে তার ভাব ও অভাব ছিন্ন করে পদ্ম ও বজ্রের সংযোগ দৃঢ়ভাবে অভেদ্য করা হয়েছে আমাদের দ্বারা।

চতুর্থপদে যোগীর বিষয়ে অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে বঠামনী ইত্যাদি পদে। সর্বধর্মপ্রকৃতিপ্রভাস্বর প্রাপ্তির ফলে যুবতীজন প্রসঙ্গে সেই নৈরাত্মা-যোগিনী প্রকৃতি-পরিশুদ্ধ-অবধূতিকা। বইঠামনী শব্দে নিত্যরূপ বুঝতে হবে। তন্ত্রীপাদের দ্বারা আমি নিত্যরূপ প্রাপ্ত হলে তারই প্রসন্নতাহেতু মোহ অভিসঙ্গ সূত্রের দ্বারা বিযুক্ত হয়েছি। তন্ত্রী এই শব্দে জাতিধর্মকে ত্যাগ করার কথা বুঝতে হবে। আমি বজ্রধর হয়েছি। সরহপাদও তদ্রূপ বলেন—স শ্রীমান ইত্যাদি পদে।

॥ ২৬ ॥

রাগ—শীবরী[১] ॥ শান্তি পাদানাম্

তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু ।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু ॥ ধ্রু ॥
তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই ।
সান্তি ভণই কি ণ স ভাবিঅই ॥ ধ্রু ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ ।
শূণ[২] লইআঁ* অপণা চটারিউ ॥ ধ্রু ॥
বহল বাট[৩] দুই মার[৪] ন দিশঅ ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥ ধ্রু ॥
কাজ ন কারণ জ এহু জুগতি ।
সঅ সঁ বেঅণ বোলথি সান্তি ॥ ধ্রু ॥

১ শবরী। ২ মূল—পুন, বৃত্তি—শূন্যতি। ৩ মূল—বট; বৃত্তি—বাট; বাগচী—বঢ়।
৪ বৃত্তি—আর। * মূল—সইআ।

সরল বঙ্গানুবাদ—তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ আঁশ করা হইল। আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া পরিশেষ থাকে নিরবয়ব। তবু সে হেরুক [হেতু] তার পাওয়া যায় না। শান্তি বলিছেন, কেন তাহাকে ভাবা হয়। তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে-সংগৃহীত হইল। (শূন্য আহার করা হইয়াছে)। শূন্যে লইয়া আপনাকে পুনরায় নিঃশেষ (বিলীন) করিলাম। বিস্তৃত পথ দুই দিক দৃষ্ট হয় না। শান্তি বলেন, বালক-অজ্ঞ কেশাগ্র (বিন্দুমাত্র) প্রবেশ করিতে পারে না। কাজ না কারণ (কারণ বিনা কাজ) যে এই যুক্তি। স্বসংবেদন—বলিতেছেন শান্তি ।

টীকা ঃ জ্ঞানানন্দে প্রমত্ত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত সিদ্ধাচার্য শান্তিপাদের হৃদয় স্তিমিত হওয়ায় সেই অর্থই মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিপন্ন করছেন তুলা ইত্যাদি পদে। প্রকৃতি দোষত্বহেতু তুলনীয় ত্রৈলোক্যকে কায় বাক চিত্ত বলা হয়েছে। ইহার কম্প এবং অকম্পাদি ভেদে দেহীকে একমাত্র প্রমাণযুক্ত করে আমার দ্বারা দেহে ষড়ংশ-সাধন করা হয়েছে। সেই অবয়ব পরমাণু-পুঞ্জের পরমাণুর ষড়ঙ্গতা ভাব দ্বারা তাহা ধৌত করে করে নিরাবয়ব (অবয়ব শূন্যতার) বিষয় সূচিত হয়েছে। তৎপর অকারণবশতঃ সেই চিত্তে কারণান্তর পাওয়া যায় না। শান্তি-পাদ বলেন, ভাব উপলব্ধির দ্বারা কি ভাবা যায়। তাহা প্রজ্ঞাপরিচ্ছেদে বিচার করা হয়েছে।

তুলা ধুনি ধুনি ইত্যাদি দ্বিতীয় পদের দ্বারা সেই অর্থই দৃঢ় করা হয়েছে। তার বিচার প্রমাণ হেতু……দিয়ে। শূন্য ইত্যাদি পদে। আমার দ্বারা প্রভাস্বরে চিত্ত প্রবেশ করানো হয়েছে। সেই প্রভাস্বরকে গ্রহণ করে সমস্ত নিঃশেষিত হ'ল। আত্মগ্রহের ভাব্য-ভাবকরূপ বাধিত হয়েছে। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—ভাবক নাই……তা-ও নাই।

তৃতীয় পদে পথের (মার্গের) অনুশাসনের কথা বলা হয়েছে বহল ইত্যাদি পদে। অদ্বয়-সত্যহেতু এই পথে দ্বৈতবোধ নাই। অতএব শান্তিপাদ বলেন যে, বালক এবং অজ্ঞ এই ধর্মে প্রবেশ করে না। তারা এর থেকে সুদূরে অবস্থান করে। অথবা বালকের মতো রেখা সন্ধিমাত্র এখানে নাই। নাগার্জুনপাদও সেই কথা বলেছেন…সৌ শীর্যন্তে কায় ইত্যাদি পদে।

চতুর্থপদে স্বরূপ উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে। সিদ্ধাচার্য শান্তি স্বয়ং কার্য-কারণ-রহিত হেতু অনুত্তর বা শ্রেষ্ঠ পদের কথা বলেছেন। এইটিই হ'লো নিশ্চিত যুক্তি—সেই যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ সদ্‌গুরুর প্রসাদে অনুত্তর পদ বা শ্রেষ্ঠপদ আপনা থেকেই জানা যায়। দ্বিকল্পেও বলা হয়েছে—পুণ্যহেতু ও গুরুপর্ব[১] সেবাহেতু নিজের দ্বারা জানা যায়।

১। গুরুত্বপূর্ণ পর্ব—রাসযাত্রা, স্নানযাত্রা, গোষ্ঠ ইত্যাদি

॥ ২৭ ॥

রাগ—কামোদ ॥ ভুসুকু পাদানাম্

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিশ জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ[১] ॥ ধ্রু ॥
চলিঅ[২] ষষহর মাগে অবধূই।
রঅণহু[৩] ষহজে কহেই ॥ ধ্রু ॥
চালিঅ ষষহর গউ নিবাণেঁ।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥ ধ্রু ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ[৪] ॥ ধ্রু ॥

১ মূল, শাস্ত্রী—উহ্নসিউ ; বাগচী—উহ্লশিঙ। ২ মূল—চালিউঅ ; শহীদুল্লা—চালিঅ ; বাগচী—চালিঅউ। ৩ রঅণফু। ৪ টীকায়—(লীলয়া) লীলেঁ ; মূল—লোলেঁ।

সরল বঙ্গানুবাদ—অর্ধরাত্রি ভর (ভরা মধ্যরাত্রিতে) কমল বিকশিত হইল। বাত্রিশ যোগিনী তাহাদের অঙ্গ উল্লসিত হইল। শশধর চালিত হইল অবধূতি মার্গে। রত্ন সহজের দ্বারা কথিত হয়। চালিত হইয়া শশধর নির্বাণে গমন করে। কমলিনী কমল বহিতেছে প্রকৃষ্ট নালে। বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ। যে ইহা বোঝে সে ইহাতে [হয়] বোধ-শীল (বুদ্ধ)। ভুসুকু বলেন, আমি মিলনে বুঝিয়াছি। সহজানন্দরূপ মহাসুখ লোলুপ আমি (সহজাত মহাসুখ লীলায় মজেছি,) সহজানন্দ রূপ মহাসুখ অবলীলাক্রমে বুঝিয়াছি।

টীকা ঃ সহজানন্দ রসপূর্ণ সিদ্ধাচার্য ভুসুকু সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন অধরাতি ইত্যাদি পদে। সে বিষয় সেকপটলোক্তবিধান মতে, অর্ধরাত্রিতে চতুর্থী সন্ধ্যায় প্রজ্ঞাজ্ঞান অভিষেক দান সময়ে বজ্র বা শূন্যতারূপ সূর্যের কিরণে আমার কমল (উষ্ণীষ কমল) বিকশিত হয়েছে। সেই সময়ে বত্রিশ যোগিনী (বত্রিশ-নাড়ীকা বলে কথিত) বোধিচিত্তবাহী ললনা রসনা অবধূতিকা প্রভৃতি বত্রিশ নাড়ী সেই উষ্ণীষকমলে আনন্দধারা বর্ষণ করে। তাদের আনন্দরস দোহনের দ্বারা শরীরও উল্লসিত হয়েছে।

ধ্রুবপদের দ্বারা সদ্‌গুরুর প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। সেইহেতু সেই সময়ে বোধিচিত্ত চন্দ্র (পরিশুদ্ধ চিত্ত) অবধূতি মার্গের সহায়তায় বজ্রশিখরে গমন করে। সদ্‌গুরুর বচনতত্ত্বরূপ রত্নের প্রভাবে (প্রসাদে) তিনি আমাকে সহজানন্দের কথা বলছেন। সরহপাদও তাই বলেছেন—চিত্তে শশধর ইত্যাদি পদে।

চালিঅ ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে সেই অর্থ বলা হচ্ছে। যে শশধর (চন্দ্র) বোধিচিত্ত অবধূতিমার্গে গমন করেছেন তিনি গুরুর প্রসন্নতাহেতু বজ্রশিখরাগ্রে প্রভাস্বর নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন। এঁর মহাসুখ রসরূপ কমল রস আছে বলে ইনি হয়েছেন কমলিনী। সেই প্রকৃতি পরিশুদ্ধাবধূতি নৈরাত্মা বোধিচিত্ত মহাসুখরসে সেই কমলরস এবং কায়বজ্রকে সন্তুষ্ট করে মহাসুখচক্রের উদ্দেশ্যকে বহন করছে।

কৃষ্ণাচার্যপাদও তাই বলেছেন—পথ চলতে নিজমর বন্ধন ইত্যাদি।

বিরমানন্দ ইত্যাদি পদে সেই অর্থই বলছেন। এই বিরমানন্দ হ'লো লক্ষণশূন্য চতুর্থানন্দ। যে যোগীন্দ্রের উপস্থিতি হয় দিবারাত্র গুরুর প্রসন্নতায় তিনিই ভগবান বজ্রধর। [তিনি] বত্রিশ লক্ষণযুক্ত এবং আশী ব্যঞ্জনের দ্বারা অলংকৃত। অনধিগত-তত্ত্বের এ বিষয়ে অবকাশ নাই। দবড়ীপাদও তাই বলেছেন—গরুর পালের ন্যায় ইত্যাদি পদে।

চতুর্থপদে ভুসুকু স্ববোধকে দৃঢ় করছেন ভুসুকু ভণই ইত্যাদি পদে। ভুসুকু-পাদই বলছেন—আমি ভুসুকুপাদ দ্বারা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন সাধনে এবং সদ্‌গুরুর প্রসন্নতাহেতু অনায়াসে সহজানন্দ মহাসুখ অবগত হওয়া গেল।

॥ ২৮ ॥

রাগ–বলাড্ডি[১] ॥ শবর পাদানাম্

উঁচা উঁচা[২] পাবত তঁহি বসই সবরী বালী ।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমতো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি ।
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী* ॥ ধ্রু ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী ।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা[৩] সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী ।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি[৪] দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলি ॥ ধ্রু ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই ।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ[৫] বিন্ধ নিঅমণ[৬] বাণেঁ ।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে ।
গিরিবরসিহরসন্ধি পইসন্তে[৭] সবরো লোড়িব কইসে ॥ ধ্রু ॥

১ বলাড়ি বা বরাড়ি । ২ প্রতিলিপি—উঞ্চা উঞ্চা ; শহীদুল্লা—উঞ্চা উঞ্চা ; বাগচী—উচা উচা ; সেন—উঞ্চা উঞ্চা ? ৩ বাগচী—পড়িলা ; সেন—পড়িলা । ৪ শাস্ত্রী—নৈরামণি , বাগচী—নৈরামণি । ৫ বাগচী—পুঙ্খিআ । ৬ সেন—নিঅ মনে । ৭ শাস্ত্রীর সংশোধিত পাঠ—মইসন্তে—অর্থহীন । *বাগচী—সুন্দরী ।

সরল বঙ্গানুবাদ—উঁচু উঁচু পর্বত ; সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা শবরী গলায় গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর ! পাগল শবর ! গোল করিও না তোমার দোহাই । (তোমার) নিজের গৃহিণী নামে সহজ সুন্দরী ।

নানা [রকম] তরুবর মুকুলিত হইল রে গগনেতে লাদিল ডাল। একেলা শবরী কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া এ বন ঘুরিয়া বেড়ায়। শবর ত্রিধাতু [নির্মিত] খাট পাড়িল মহাসুখে শয্যা বিছাইল। ভুজঙ্গ শবর (নাগর) নৈরামণি গণিকা মহাসুখে প্রেমরজনী যাপন করে। হৃদয় তাম্বুল মহাসুখ কর্পূর খাইয়া শূন্য নৈরামণি কণ্ঠলগ্ন করিয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়। গুরুবাক্যকে ধনু এবং নিজ মনকে বাণ করিয়া এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর। গুরুতর রোষে শবর উন্মত্ত। গিরিবর শিখরের সন্ধিতে (সংযোগস্থলে) শবর প্রবেশ করিলে কিসে তাহাকে নড়ানো যায়।

টীকা ঃ মহাকরুণা রসবিদ্ সিদ্ধাচার্য শবরপাদ 'লোকনিস্তারিতে' সাধারণের কল্যাণে সেই অর্থ প্রতিপন্ন করছেন উঁচা ইত্যাদি পদে। যোগীন্দ্রের নিজদেহের (স্বকায়) উন্নত কঙ্কালদন্তই সুমেরু পর্বত। সুমেরু শিখরাগ্রে মহাসুখচক্র অবস্থিত। শব্দকারী তিনি পবিধর (?) শিকারে তৎপর। তৎপর। তাঁহার (সিদ্ধাচার্য শবরের) গৃহিণী ওঁঙ্কার জাতা জ্ঞানমুদ্রা (জ্ঞান স্বরূপিণী) নৈরাত্মা বসবাস করেন ময়ূরাঙ্গ ইত্যাদি। (তিনি) নানা বিচিত্র (ভাব) বিকল্প রূপ অলংকার পরিধান করেছেন নিজের স্বরূপ প্রকাশের জন্য। গ্রীবায় গুঞ্জার মালা নির্বিকল্প সম্ভোগচক্রে সুখ মন্ত্ররূপে ধারণ করেছেন। এই পদের পরের পদের দ্বারা ধ্রুবপদ বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাস স্বরূপের কথা বলা হয়েছে উমত ইত্যাদি পরে। ভগবতী নৈরাত্মা ভাবক বা সাধককে আশ্বাস দান করে বলছেন—হে উন্মত্ত বিষয় বিহ্বল চিত্ত-প্রজ্ঞা উপায় তুমি অনুসন্ধিৎসু শবর ! গুলী ইত্যাদি পদে। আনন্দের অবিকল্প কোরো না। আমি তোমার গৃহিণী স্বয়ং জ্ঞানমুদ্রা সহজ সুন্দরী। নানা প্রকার আনন্দাদি মন্ত্রের দ্বারা মুকুলিত হইয়া নিজস্বরূপ নষ্ট করেছে ইহার পঞ্চস্কন্ধ স্বরূপ ডাল গগন প্রভাস্বরে লগ্ন হয়েছে। অতএব সেই নৈরাত্মা একাকিনী। কর্ণ প্রভৃতি নানা স্থানে কুণ্ডলাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা নিরলংকৃত করে (অবস্থান করছেন)। বজ্র-উপায় জ্ঞানধারণ করে যুগনদ্ধরূপে এই কায়াপর্বত বনে বিচরণশীল ও ক্রীড়ারত।

তিঅ ধাউ ইত্যাদি তৃতীয় পদে ক্রীডাসুখ প্রবাহের কথা বলা হয়েছে। সেই কায়বাকচিত্তরূপ ত্রিধাতুকে সুখরূপ প্রভাস্বরে টলিয়ে সেই মহাসুখে শয্যা রচনা করে শবর চিত্তরূপ বজ্র ভুজঙ্গের সঙ্গে [প্রেমাবেশে রাত্রি পোহালো]। ক্লেশ নাশ

করেন যিনি তিনি দারিকা এবং তিনিই স্ত্রীরূপিণী নৈরাত্মা। অতুলনীয় ক্রীড়ারস যা প্রেম নামে অভিহিত তাহা বর্ধিত ক'রে প্রজ্ঞা উপায় বিকল্প অন্ধকার রজনী নষ্ট করা হয়েছে। সরহপাদও তাই বলেন—শ্রীবজ্রামৃত নামে ভ্রমণকারী ইত্যাদি।

চতুর্থপদে ফলহেতু প্রাপ্ত প্রভাব প্রতিপন্ন করেছেন হিএ ইত্যাদি পদে। প্রভাস্বর হৃদয়-রূপ কর্পূরকে তাম্বুলের দ্বারা সংযুক্ত ক'রে যুগনদ্ধরূপে ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধহেতু তাহা ধারণ করা হয়েছে। যাকে শূন্য বলা হয়েছে তিনি সর্ব আকার-প্রাপ্তা শূন্যতা নৈরাত্মা-জ্ঞানযোগিনী। কণ্ঠ অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে মহাসুখ জ্ঞানরশ্মির দ্বারা তাকে ধারণ ক'রে [রজনী যাপন করা হ'লো।] নিজ দেহের সর্বাধিক ক্লেশকে নিজেই নষ্ট করা হয়েছে। সূতকেও তাই বলা হয়েছে—ফলের দ্বারা হেতুকে আমন্ত্রণ ক'রে ইত্যাদি পদে।

গুরুবাক্য ইত্যাদি পঞ্চম পদে বজ্রগুরুর মাহাত্ম্য কথিত হয়েছে। সদ্‌গুরুর বাক্য (উপদেশ) কে ধনু ক'রে নিজ মনরূপ বোধিচিত্তকে বাণ ক'রে এক শরসন্ধানে নির্বাণ বিদ্ধ ক'রে আমি শবরপাদ অবিদ্যা বাসনা দোষ নাশ করলাম।

উমত ইত্যাদি ষষ্ঠপদে চিত্তের যথাভূত স্বরূপ বলা হয়েছে। সহজ রসপানে প্রমত্ত আমার চিত্তবজ্রই গুরু [-তর] রোষে (?) জ্ঞানানন্দের আবেগে প্রেরিত হ'য়ে মহাসুখ চক্ররূপ পদ্মবনের উদ্দেশ্যে গমন করল ; তাহাতে নিমগ্ন হ'য়ে গেল…। আমি সিদ্ধাচার্য কোথায় অন্বেষণ করব। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

যানানাং নাস্তি বৈ নিষ্ঠা যাবৎ চিত্তং প্রবর্ত্ততে।
চিত্তে তত্ত্বে প্রবৃত্তে হি ন যানং ন চ যায়িনঃ॥

॥ ২৯ ॥

॥ রাগ–পটমঞ্জরী ॥ লুই পাদানাম্ ॥

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই ।
অইস[১] সংবোহেঁ কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই বট[২] দুলক্‌খ বিণাণা ।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ণ জানা[৩] ॥ ধ্রু ॥
জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী ।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ ধ্রু ॥
কাহেরে কিষ ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা ।
উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই মই ভাইব[৪] কীষ[৪] ।
জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দীস ॥ ধ্রু ॥

১ শাস্ত্রী—আইস। ২ বাগচী—বড। ৩ শাস্ত্রী—লাগে ণা। সেনের মতে, উক্ত পাঠ অত্যন্ত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। তাঁর ধৃত পাঠ প্রথমে—'উহ ন জানা।' পরে—'উহ ন ঠানা'।
৪ বাগচী—ভাবই কিস।

সরল বঙ্গানুবাদ—ভাব হয় না, অভাব যায় না—এমন সংবোধ কে প্রত্যাশা করে। লুই বলেন, বিজ্ঞান দুলক্ষ্যই বটে। ত্রিধাতুতে বিলাস করিয়া উদ্দেশ জানা যায় না। যাহার বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না আগম বেদে তাহাকে কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। কাহাকে কি বলিয়া আমি সমাধান দিব। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র সত্য না মিথ্যা। লুই বলেন, আমি ভাবিব কি। যাহাকে লইয়া আছি তাহার দিশা নাই, উদ্দেশ নাই।

টীকাঃ জ্ঞানানন্দে সুন্দর (শোভিত) লুই-পাদ সেই অর্থই বিশেষিত করেছেন ভাব ন হোই ইত্যাদি পদে। সেইরূপ ভাব তত্ত্বতঃ হয় না (তত্ত্বালোচনার

মাধ্যমে অর্জন করা যায় না) [যেহেতু] যতক্ষণ না পিণ্ডগ্রহ অনুভেদ বিচারের দ্বারা ভাবের উপলব্ধি ঘটে। অনস্তিত্ব বা অভাবের শ্রুতি কি ঘটে ? অসৎরূপত্ব-হেতু অভাবও হয় না। এইরূপ বোধের জন্য কেহো কেহো সত্বতত্ব (পরমার্থ-তত্ত্ব) বুঝে থাকেন বা বিশ্বাস করেন।

লুই ভণই ইত্যাদি ধ্রুবপদে ভাবস্বরূপের দুর্লভত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বলেন,—অতএব বালযোগীর দ্বারা এই দুর্লক্ষ তত্ত্ব লক্ষ্য করতে পারা যাবে না যেহেতু কায়বাকচিত্ত এই ত্রিধাতুতে [বালযোগীরা] বিলাস বা ক্রীড়া করে সন্তানরূপ দীর্ঘ হ্রস্ব পরিমণ্ডলাদিক্রমে। জানি না সে কোথায় নিয়ত বসতি করে।

দ্বিতীয় পদে উক্ত অর্থ স্পষ্ট করা হয়েছে জাহের ইত্যাদি। যে তত্ত্বের বর্ণচিহ্নরূপ অবগত নয় সেই বা কি ? নানা কাব্য, বিনয়, আগম-শাস্ত্র, বেদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। নাগার্জুনপাদও তাই বলেন,—

উহা পীত রক্ত কষায় প্রভৃতি বর্ণের মতো উপলব্ধ হয় না – তাকে লাভ করা যায় না ইত্যাদি।

কাহের ইত্যাদি তৃতীয় পদে তত্ত্বের স্বরূপ বলা হয়েছে। কাকে কি বলে পৃথকজন (অন্যজন-) কে আমার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব। যেমন জলে প্রতিফলিত চন্দ্র সত্যও নয় মিথ্যাও নয় সেইরূপ যোগীন্দ্রের সেই ভাবগ্রাম প্রতিভাস কি করে বলা যায়। অনুক্ত থাকার জন্য অর্থ প্রতীতি হয় না।

চতুর্থ পদে চিত্তের স্বরূপ বলা হয়েছে। লুই ভনই ইত্যাদি। লুইপাদ বলছেন—আমার দ্বারা ভাব্য-ভাবক-ভাবনার অভাব হেতু কি ভাবা যায় ? অতএব যে চতুর্থরূপ গ্রহণ ক'রে অবস্থান করছি গুরুবচন বিচারের দ্বারা তারও উদ্দেশ দেখা যায় না। তাই বলা হয়েছে,—

চিত্তকে নিশ্চিত ক'রে বোধের দ্বারা যখন অভ্যাস করা হয় তখন চিত্তকে দেখতে পাই না যে উহা কোথায় গেছে বা কোথায় আছে।

॥ ৩০ ॥

॥ রাগ-মল্লারী ॥ ভুসুকু পাদানাম্ ॥

করুণা[১] মেহ নিরন্তর ফরিআ ।
ভাবাভাব দ্বন্দল[২] দলিআ ॥ ধ্রু ॥
উইত্তা[৩] গঅণ মাঝেঁ অদভুআ ।
পেখ রে ভুসুকু সহজ সরুআ ॥ ধ্রু ॥
জাসু সুনন্তে[৪] তুট্টই ইন্দিআল ।
নিহুরে[৫] ণিঅমন ণ দে উলাস* ॥ ধ্রু ॥
বিসঅ বিশুদ্ধেঁ[৬] মই বুজ্ঝিঅ আনন্দে ।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥ ধ্রু ॥
এ তৈলোএ[৭] এত বিসারা ।[৮]
জোই ভুসুকু ফেটই[৯] অন্ধকারা ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—করুণ ; বাগচী—করুণা। ২ মূল—দুংদুল বা দ্বংদ্বল। ৩ টীকা—উইএ। ৪ শুণন্তে। ৫ বৃত্তি—নিহএ। ৬ সেন—বিসঅ-বিশুদ্ধিঁ। ৭ বৃত্তি—তেলোএ : বাগচী—তিলোএ। ৮ সেন—এতবি ষারা। ৯ বাগচী—ফেডুই ; সেন—ফোড়ই ; ফেডডই, মূল—হেবডই।
* বাগচী—নিহুএ নিঅ মন দে উলাল।

সরল বঙ্গানুবাদ—করুণা-মেঘ নিরন্তর স্ফুরিত হইয়া ভাব ও অভাবের দ্বন্দ্ব দলিত করিতেছে। গগন মাঝে অদ্ভুতরূপে উদিত হইতেছে—দেখরে ভুসুকু, সহজস্বরূপ। যাহা শুনিয়া ইন্দ্রজাল টুটিয়া যায়, নিভৃতে নিজমন উল্লাস দেয় ; [সেই] বিষয়-বিশুদ্ধি আমি আনন্দে বুঝিলাম। চন্দ্র যেমন গগনকে উজ্জ্বল করে। এ ত্রৈলোক্যে এই তো সার (মূল অনুসারে, এই বিস্তার)। যোগী ভুসুকু অন্ধকার দূর করে।

টীকাঃ মহাসুখ আনন্দরসে প্রমত্ত ভুসুকুপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন করুণা ইত্যাদি পদে। ভাবাভাব-বিকল্পজ্ঞান, গ্রাহ্যাদি বিকল্প দলিত ক'রে এবং নিঃস্বভাবিত ক'রে গুরুপ্রসন্নতাহেতু পরিশুদ্ধ সম্ভোগদেহী যোগীন্দ্রের করুণা প্রস্ফুরিত বা বিকশিত হয়েছে। অতএব ধ্রুবপদে তার প্রভাব প্রতিপন্ন করছেন উইএ ইত্যাদি পদে। সুতরাং প্রভাস্বর উদয়ে অদ্ভুত যুগনদ্ধ ফলোৎপত্তিসঞ্জাত হয়েছে। ওহে ভুসুকুপাদ, তুমি সেই গুরুসম্প্রদায়হেতু তৃতীয়ানন্দে সহজানন্দের স্বরূপ দেখ এবং জেনে নাও। নিজেই আত্মাকে সম্বোধন করে বলছেন [স্বয়ং ভুসুকু পাদ]।

দ্বিতীয় পদে তারই প্রভাব দেখানো হচ্ছে জাসু ইত্যাদি পদে। যে সহজানন্দের দর্শনহেতু ইন্দ্রিয়সমূহ ছিন্ন হয়েছে এবং তারা পলায়ন করেছে। সরহপাদও সেইরূপ বলেছেন—যেখানে ইন্দ্রিয় বিলীন হয়ে গেছে ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়গুলি নষ্ট হওয়ায় নিভৃত নির্বিকল্প জ্ঞানে নিজমন যে বোধিচিত্ত তাহা বজ্রগুরুর প্রসন্নতাহেতু সহজানন্দ দান করে। সরহপাদও বলেন, চিন্তনীয় এবং অচিন্ত্যনীয় বিষয় বর্জন কর।

তৃতীয় পদে পথের ঠিকানার কথা বলা হয়েছে বিষয় ইত্যাদি পদে। যেমন চন্দ্র দ্বারা গগন উদ্ভাসিত হয়; সেই রকম বিষয়গুলির বিশুদ্ধতাহেতু বিরমানন্দে পরমানন্দকে জেনে সেই সহজানন্দ চন্দ্রের সহায়তায় আমার দ্বারা মোহান্ধকার নষ্ট করা হয়েছে।

চতুর্থ পদে ফলপ্রাপ্তি হেতু তার প্রভাবের কথা বলেছেন—এ তেলোএ ইত্যাদি পদে। এই ত্রিলোকে (তুরীয়ানন্দ) চতুর্থ আনন্দ ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। যার উদয়ে সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ ক্লেশান্ধকার নষ্ট করে দিচ্ছেন। সরহপাদও তাই বলেন—যার উদয়ে এই রকম হয় তাকে নমস্কার।

॥ ৩১ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥ আর্যদেব পাদানাম্ ॥

জহি মণ ইন্দিঅ [প]বণ[১] হোই ণঠা ।[২]
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ ।
আজদেব নিরালে[৩] রাজই ॥ ধ্রু ॥
চান্দেরে[৪] চান্দকান্তি জিম পতিভাসই ।
চিঅ বিকরণে তহিঁ টলি পইসই ॥ ধ্রু ॥
ছাড়িঅ[৫] ভয় ঘিণ লোআচার ।
চাহন্তে চাহন্তে সুন বিআর ॥ ধ্রু ॥
আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ[৬] ।
ভয় ঘিণ দুর নিবারিউ ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—ইন্দিঅবণ । ২ সেন—হো ণঠা । ৩ শাস্ত্রী, বাগচী—নিরাসে ; মূল—নিরাসে ; বৃত্তি অনুসারে—নিরালে (নিরালম্বেন) । ৪ মূল—চান্দেরে ; বৃত্তি—চান্দেবি , ৫ বৃত্তি —ছাড়িল । ৬ বৃত্তি—বিহলিউ (বিফলীকৃতম্) ।

সরল বঙ্গানুবাদ—যখন মন ইন্দ্রিয় পবনে নষ্ট (বিচলিত) হয় ; জানি না [তখন] আমি কোথায় গিয়া প্রবেশ করিব । করুণা-ডমরু অদ্ভুত [-শব্দে] বাজে । আজদেব (আর্যদেব) নিরালায় (নিরাবলম্বে) বিরাজ করে । চন্দ্রকান্তি যেমন চন্দ্রে [সহজে] প্রতিভাসিত হয় চিত্তবিকারে তথায় ঘুরিয়া প্রবেশ করি । ভয় ঘৃণা লোকাচার ছাড়িয়া চাহিতে চাহিতে শূন্য বিচার । ভয় ঘৃণা দূর করিয়া আজদেব সর্বত্র বিহার করিতেছেন (টীকা-বিফলীকৃতম্) ।

টীকাঃ আর্যদেবপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন জহি মণ ইত্যাদি পদে । যে প্রভাস্বর সৃষ্টি হওয়ায় সংহার মণ্ডলাদিক্রমে বিষয় পবনেন্দ্রিয়াদি নিঃস্বভাবিত

-করা হয়েছে; সেখানে প্রবিষ্ট হলে আত্মা কোথায় যায় (গেছে) জানি না। চিত্তরাজের উদ্দেশও জানি না।

ধ্রুবপদের দ্বারা সেই আনন্দ দৃঢ় [-ভাবে প্রত্যায়িত] করছেন। অকট অর্থে আশ্চর্য; করুণা অর্থে সংবৃতি-বোধিচিত্ত। গুরু সম্প্রদায় [থেকে আরম্ভ করে] ডমরু অনাহত শব্দ করছে। হত বা বিনষ্ট জ্ঞানকে অনাহত বুঝতে হবে। অতএব আর্যদেবপাদ সর্বধর্ম-উপলব্ধি যোগের প্রভাবে নিরালম্ব রূপে শোভা পাচ্ছেন।

চান্দেরি ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে বিষয়-স্বরূপ বোঝানো হচ্ছে। চন্দ্র অস্ত গেলে তার আলো সেখানেই অন্তর্হিত হয়। (চিত্ত ইত্যাদি) সেইভাবে চিত্তরাজও যখন অচিত্ততা প্রাপ্ত হন এবং প্রভাস্বরে গমন করেন তখন তার বিকল্পগুলিও লীন হয়। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে, চন্দ্র অস্ত গেলে তার আলো যেমন দেখা যায় না তেমনি চন্দ্রের শীতলতাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; সেইরূপ চিত্ত সহজ অবস্থায় লীন হয়ে গেলে তার সমস্ত বিকল্প দোষ নষ্ট হয়ে যায়।

তৃতীয় পদে ভাবের অখণ্ডতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ছাড়িল ইত্যাদি পদে। অতএব আমি স্বয়ং সিদ্ধাচার্য, আমার দ্বারা ভয় লজ্জাদি লোকব্যবহার পরিত্যক্ত হয়েছে। গুরুর বচনে পথ পরিলক্ষিত হওয়ায় শূন্যতাভাব নৈরাত্মরূপে দৃষ্ট হয়েছে।

চতুর্থ পদে আত্মানুভূতির কথা বলা হয়েছে। আর্যদেব ইত্যাদি। সদ্গুরুর প্রসাদে নৈরাত্ম্যধর্ম মুখ্যকরণ (মুখীন হওয়ায়) আর্যদেবপাদ সমস্ত সংসার দোষ বিফল (নিরর্থ) করেছেন।

।। ৩২ ।।

।। রাগ দেশাখ ।। সরহ পাদানাম্ ।।

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন[১] শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ[২] সহাবে মুকল ॥ ধ্রু ॥
উজু রে উজু[৩] চ্ছাড়ি মা লেহু রে বাঙ্ক।[৪]
নিঅড়ি[৫] বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক ॥ ধ্রু ॥
হাথে রে কাঙ্কাণ[৬] মা লোউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ ॥ ধ্রু ॥
পার উআরেঁ সোই গজিই।[৭]
দুজ্জন সাঙ্গে[৮] অবসরি জাই ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভাইলা ॥ ধ্রু ॥

১ বাগচী—'ন' নেই। ২.সেন—চিঅরাজ। ৩ সেন—দুন্দুরে উজ্জ ৪ শাস্ত্রী—বঙ্ক; বাগচী—বঙ্ক; শহীদুল্লা—বাঙ্ক। ৫ মূল—নিঅহি। বৃত্তি—নিঅড়ি (অতীব সন্নিহিতং)। ৬ শাস্ত্রী-বাগচী—কাঙ্কণ। ৭ বাগচী—মজিই। ৮ বাগচী—সঙ্গে।

সরল বঙ্গানুবাদ—নাদ নয় বিন্দু নয় রবি নয় শশিমণ্ডল নয়। চিত্তরাজ স্বভাবতঃ (প্রকৃতিগতভাবে) মুক্ত। ঋজু রে, ঋজু [-পথ] ছাড়িয়া বাঁকা [-পথ] লইও না। নিকটেই বোধি, লঙ্কায় যাইও না। হাতের কঙ্কণ [দেখিবার জন্য] দর্পণ লইও না। নিজ মন দ্বারা আপনাকে আপনি বোঝ। পার উত্তরণে তাহার অনুগমন কর। দুর্জন সঙ্গ করিলে [সে] অপসৃত হইয়া যায়। বামে ও ডাহিনে যে খাল-বিখাল। সরহ বলেন, বাবা ঋজু পথ ভালো।

টীকা: সর্বধর্ম পরিজ্ঞাত হ'য়ে সিদ্ধাচার্য সরহপাদ জনসাধারণের জন্য সেই অর্থ প্রতিপাদন করছেন নাদ ন ইত্যাদি পদে। সদ্‌গুরুর মুখ থেকে নির্গত অমৃত—

বচনের প্রভাবে পরমার্থজ্ঞগণের চিত্ত-রত্ন নাদ বিন্দু প্রভৃতি বিকল্প পরিবর্জন ক'রে সহজভাবে মুক্ত হয়েছেন। অনাদ্য-বিদ্যা-জ্ঞানসমূহ পুনরায় অন্যথা-ভাব দেখাচ্ছে। সরহপাদও তাই বলেছেন,—অহো গত ইত্যাদি পদে।

উজু ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা পথের হদিশ বলা হয়েছে। অবধূতিকার পথ পরিত্যাগ ক'রে যোগীন্দ্রের আর কোন উপায় (গতি) নাই। সেই পথে যেতে যেতে নিজস্থান (বোধি) অত্যন্ত সন্নিকট হয়েছে। 'রে' শব্দটি সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়েছে। ওহে বালযোগি, তুমি চক্রমার্গ ভজনা কোরো না; পুনরায় সংসারী হ'য়ো না।

দ্বিতীয় পদে আত্মবিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। হাথের ইত্যাদি। হাতে কঙ্কণ থাকলে তা দেখার জন্য দর্পণের কি প্রয়োজন তোমার। ওহে, বজ্র-গুরুর প্রসাদে নিজের মন দ্বারা বোধিচিত্তের স্বরূপ জানো। তার দ্বারা তোমার অনুত্তর-ধর্মের (শ্রেষ্ঠ ধর্মের) সাক্ষাৎ লাভ হবে।

পারোআরে ইত্যাদি পদে বোধিচিত্তের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পার অর্থাৎ পরমার্থের দ্বারা সেই বোধিচিত্ত যোগীবরগণ অনুগমন করেন। তারপর সেই গুরুর প্রসন্নতা হেতু তারা মহামুদ্রাসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভব-সমুদ্রের পরপারে (পৃথকজন) অন্য অজ্ঞ ব্যক্তি গমন করে এবং তারা সেই মোহ প্রভৃতি দুর্জন সঙ্গ হেতু সংসার সমুদ্রেই নিমজ্জিত হয়।

বাম ডাহিন ইত্যাদি চতুর্থপদে পুনরায় পথনির্দেশ দান করা হয়েছে। অতএব সরহপাদ বলেন, মহাসুখপুরে গমনের পথ সুগম। অবধূতিমার্গ-ই অত্যন্ত সুসার এবং অবক্র (সোজা রাস্তা)। অন্য চর্যায় তাই বলা হয়েছে—

ঘটমন (?) গুল্ম খর তরঙ্গ প্রবাহিত।

[কিন্তু তুমি] চোখ বুজে [নির্ভয়ে] পথ চল। (অগ্রসর হও)।

॥ ৩৩ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥ ঢেণ্ঢণ পাদানাম্ ॥

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী ।[১]
হাড়ীত[২] ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ ধ্রু ॥
বেঙ্গ (গ)[৩] সংসার[৪] বড্হিল জাঅ ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়[৫] ॥ ধ্রু ॥
বলদ[৬] বিআএল[৭] গবিআ বাঁঝে ।
পিটা দুহিএ[৮] এ তিনা সাঁঝে ॥ ধ্রু ॥
জো সো বুধী সোই নিবুধী ।[৯]
জো যো চৌর সোই সাধী[১০] ॥ ধ্রু ॥
নিতি নিতি[১১] ষিআলা ষিহে যম জুঝঅ ।
ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে[১২] বুঝঅ ॥ ধ্রু ॥

১ বাগচী—পড়িবেশী । ২ টীকা—হণ্ডী । ৩ মূল—বেগ ; টীকা—বেঙ্গ । ৪ বাগচী—বেঙ্গস সাপ । ৫ বাগচী—সমাঅ । ৬ টীকা—বলদা । ৭ বাগচী—বিআঅল । ৮ বাগচী—দুহি-অই । ৯ বাগচী—সো ধনি বুধী : শাস্ত্রী—সোধ নিবুধী ; সেন—সৌ ধনি বুধী । ১০ সেন—সৌ দুষাধী । ১১ মূল—নিতে নিতে ; বৃত্তি—নিতি নিতি । ১২ শাস্ত্রী—বিচরিলে ; মূল—বিচিবলে : বৃত্তি—বিবলে ।

সরল বঙ্গানুবাদ—টিলায় আমার ঘর ; প্রতিবেশী নাই । হাঁড়িতে ভাত নাই ; নিত্যই প্রণয়ীর (অতিথির) আনাগোনা । ক্ষুদ্র সংসার বাড়িয়াই যায় । দোহা দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে ! বলদ বিয়াইল গাভী [থাকে] বাঁঝা । পাত্র [ভরিয়া তাহাকে] দোহা হয়, এ তিন সাঁঝ (বেলা) । যে সেই বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু (দোষাধ—চোর ধরেন যিনি অথবা বিহার অঞ্চলের

চৌর্যাপবাদগ্রস্থ জাতি-বিশেষ)। নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। ঢেণ্ঢণ পাদের গীত বুঝিবার লোক বিরল।

টীকা : পরমানন্দে আবিষ্ট সিদ্ধাচার্য ঢেণ্ঢণ সন্ধ্যা ভাষায় সেই অর্থ ই প্রতিপন্ন করছেন টালত ইত্যাদি পদে। 'টা' অর্থে টমাল অসৎরূপ বা রূপহীন কায়বাক-চিত্তের ১৬০ প্রকৃতিদোষ যে সময়ে মহাসুখচক্রে লীনপ্রাপ্ত হয় যে ঘর সেই ঘরই আমার। পার্শ্বস্থ চন্দ্রসূর্যদ্বয় প্রথমেই বজ্রশক্তিক্রমে সেই গৃহে অন্তর্লীন হয়ে যায়। হাঁড়ি অর্থে দেহরূপ আধারকে বলা হয়েছে। তার ভাত হ'লো সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত বিজ্ঞানরূপ। গুরু সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত হয়ে আমার উহা উপলব্ধ হয়েছে। অতএব তার [শক্তি] সাহচর্যে যোগীন্দ্র নিত্য সেই নৈরাত্ম রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন (নৈরাত্মরূপকে প্রাপ্ত হন)। পুনরায় সেই শক্তি শীর্ষস্থানে আরোহণ করে।

বেঙ্গ ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থ দৃঢ় করা হচ্ছে। বেঙ্গ অর্থে বোঝা যায় যার অঙ্গ বিগত হয়ে গেছে। অঙ্গশূন্যতা হেতু (অঙ্গ না থাকার জন্য) তাকে প্রভাস্বর রূপে বুঝতে হবে। সয় অর্থে ছয়টি অঙ্গের গতিকে বোঝাচ্ছে। সেই অঙ্গহীন প্রভাস্বরের দ্বারা উক্তবায়ুরূপ (সূক্ষ্মদেহ) দেহ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানকে প্রেরণ করে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জন্মায়। দুহিল অর্থে কর্মমুদ্রা প্রসঙ্গহেতু বজ্রাগার থেকে আগত বোধিচিত্তকে বুঝতে হবে। যোগীন্দ্রের বাঁট অর্থে মূল মহাসুখ-চক্রকে বুঝতে হবে। যোগীন্দ্র মহাসুখচক্রে গমন করেন এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাস-বিশেষের কথা বলা হয়েছে। বলদা ইত্যাদি। মন থেকে দেহ বিগ্রহরূপ বল যে দেয় তাকে বলদ বলা হয়। সেই আভাসত্রয় বোধিচিত্ত প্রস্তুত [হয়ে আছে]। যোগীন্দ্রের বন্ধ্যা-নৈরাত্মা-গৃহিণীকে গাভী বলা হয়েছে। ওই গাভীর সহায়তায় গুরুসম্প্রদায় থেকে বজ্রাগ্রে তার আভাসদোষ দোহন করা হয় অর্থাৎ নিঃস্বভাবী করা হয় তিন সন্ধ্যায়। যোগীন্দ্রের দ্বারা দিবারাত্রি এই দোহন চলতে থাকে। সরহপাদও এ বিষয়ে বলেছেন—

বজ্র ও পদ্মের সংযোগে যোগিনী মন-পবনের সহায়তায় মহাসুখ অর্জন করে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ লাভ করে ; তার পরিমাণ লক্ষ্য করা যায় না।

তৃতীয় পদে স্বরূপ-পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে যো সো বুদ্ধি ইত্যাদিতে। বালযোগীদের যে সবিকল্প জ্ঞান তাই পরমার্থদিগের গুরু প্রসঙ্গহেতু নির্বিকল্প-জ্ঞান। সরহপাদও তাই বলেন—

বালযোগীদের কাছে যা নিমিত্ত-সুখ মহতের কাছে তাই অধর্ম জ্ঞান।

অতএব যে চিত্তরাজ-চোর অদত্তা দান করে সেই সংসার বিচার করতে গিয়ে তার বিপক্ষ পরমার্থরূপ লক্ষ্য করে। অতএব বালযোগীদের কাছে যা দুঃসাধ্য পরমার্থ সত্য তাই যোগীদের দ্বারা দুঃখে (কষ্টে) সাধনীয়।

নিতি নিতি ইত্যাদি চতুর্থপদে স্বরূপ-ভাবের কথা বলা হয়েছে। মৃত্যু হেতু সর্বত্র ভয় পায়। সেইজন্য সে শ্মশানচিত্তরূপ শৃগালবৎ অর্থাৎ শৃগাল যেমন মৃত্যু-ভয়ে ভীত সেইরূপ বালযোগী সর্বত্র ভয় পায়। আবার সেই বালযোগী কল্যাণের অধিষ্ঠানহেতু প্রভাস্বর-বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় তখন যুগনদ্ধ সিংহের সঙ্গে স্পর্ধা করে। পাখীর মতো বিক্ষুব্ধ-(চঞ্চল) চিত্ত কোনো মহাশক্তিশালী সাধক ঢেণ্ঢণ পাদের এই চর্যার অর্থ নির্জনে বুঝতে পারে।

॥ ৩৪ ॥

॥ রাগ বরাড়ী ॥ দারিক পাদানাম্ ॥

সুন করুণরি অভিন চারেঁ[১] কাঅবাক্চিএ ।[২]
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ ॥ ধ্রু ॥
অলক্খ লখচিত্তা[৩] মহাসুহেঁ ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কূলেঁ ॥ ধ্রু ॥
কিন্তো মন্তে[৪] কিন্তো তন্তেঁ কিন্তো রে ঝাণবখানে ।
অপইঠান মহাসুহ লীলেঁ[৫] দুলক্খ[৬] পরমনিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী ।
স্বপরাপর[৭] ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী ॥ ধ্রু ॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহে রে[৮] বাধা ।
লুই পাঅপসাএ[৯] দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—বারেঁ ; বৃত্তি অনুসারে—চারেঁ (অভেদোপচারেণ)। ২ সেন—চিঅ। ৩ মূল—অলক্ষ ; বৃত্তি—অলথ ; বাগচী—অলক্থ লক্থই চিএ ; শাস্ত্রী—অলক্ষলথ চিত্তা ; শাস্ত্রী—পরিবর্তিত—অলুকথ লক্খণ চিত্তা। ৪ পুথি—কিন্তো কমন্তে। ৫ সেন—লীণে ; টীকা—লীলয়া। ৬ শাস্ত্রী—সেন-দুলথ। ৭ শাস্ত্রী—স্বরাপর। ৮ শাস্ত্রী—পূর্বপাঠ-মোহেরা, সেন—পূর্বপাঠ-মোহেরা। ৯ বৃত্তি—লূয়ীপাদপ্রসাদাৎ ; বাগচী-সেন—পাঅপএ।

সরল বঙ্গানুবাদ—শূন্য ও করুণার অভিন্ন আচারে (মিলনে) কায়বাক-চিত্তে দারিক বিলাস (বিহার) করেন গগনের পরপারে। অলক্ষ্য লক্ষণ (লক্ষ্য)-চিত্ত হইয়া দারিক বিহার করেন গগনান্ত পরমকুলে। মন্ত্র জপে তোমার কি হইবে ; মন্ত্র পাঠেই বা তোমার কি হইবে ; তন্ত্র পাঠেই বা তোমার কি হইবে, কি হইবে তোমার ধ্যান এবং ব্যাখ্যানে। প্রতিষ্ঠান বিহীন হইয়া মহাসুখে বিলীন হইলেও পরম নির্বাণ দুর্লক্ষ্য [থাকিয়া যাইবে]। দুঃখে সুখে এক করিয়া (জ্ঞানী-জন) ইন্দ্রিয় ভোগ করে। স্ব পর ও অপর অনুভব করে না। দারিক সকল অনুত্তর মানে (জ্ঞান করে)। রাজা রাজা রাজা রে [আমি] অপর রাজা মোহে বদ্ধ। লুইপাদ প্রসাদে দারিক দ্বাদশ ভুবনে লব্ধ [-প্রতিষ্ঠ]।

টীকা ঃ গভীর ধর্ম লাভ ক'রে সিদ্ধাচার্য দারিক সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন সুন করুণা ইত্যাদি পদে। সংবৃত্তি-সত্য শূন্যতাই করুণা। তার সর্বদোষরহিত রূপ হ'লো পরমার্থ সত্য। অভেদ উপচারে (অভিন্নভাবে) উভয়কে গ্রহণ ক'রে সিদ্ধাচার্য দারিক বজ্রগুরুর প্রসাদে [সিদ্ধ হয়েছেন]। গগন অর্থে আলোকাদি তিন শূন্য বুঝতে হবে। তার পরপারে রয়েছে প্রভাস্বর। সেই প্রভাস্বর-জ্ঞান পরিশুদ্ধ কায়বাকচিত্তে বিভাব হেতু মহাসুখে বিলাস করে। আগমেও তাই বলা হয়েছে—ভাব থেকে শূন্যতা হয় অন্য কোথাও থেকে হয় না। আবার শূন্যতা ছাড়া ভাবের অস্তিত্ব নাই ইত্যাদি।

অলখ ইত্যাদি ধ্রুবপদে সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে। অতএব অনুৎপন্ন না হওয়ার জন্য অলক্ষ্য চিত্ত লক্ষ্য করা যায়। সেই হেতু প্রভাস্বরময় চিত্তে পরম সুগতি বিলাস করে না।

কিন্তো ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে অন্য অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্র অর্থে বাহ্য মন্ত্রের জপ বুঝতে হবে। ওহে বালযোগি, মন্ত্র-তন্ত্রপাঠে এবং ধ্যান ব্যাখ্যানে তোমার কি প্রয়োজন। অপ্রতিষ্ঠান-মহাসুখ-লীলা হেতু তোমার নির্বাণ দুলক্ষ্য। গুরুর চরণরেণুর প্রসাদে উহা প্রসিদ্ধি লাভ করে। সরহপাদও তাই বলেছেন —মন্ত্র নয় তন্ত্র নয় ইত্যাদি পদে।

দুঃখ ইত্যাদি তৃতীয় পদে পথের হদিশ দেওয়া হয়েছে। হে বালযোগি, দুঃখ হেতু পরমার্থ সত্যের সঙ্গে উহা একাগ্র ক'রে এবং গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে বিষয় ইন্দ্রিয় উপভোগ কর। এইভাবে (উপায়ে) সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন ক'রে সিদ্ধাচার্য দারিক সংসারে আপন পর বিভাগ ভেদ দেখছেন না। ধোকড়িপাদও তাই বলেছেন—

বহুজ্ঞানী এর প্রভাবে সংসারে বিচরণ ক'রে ভাব এবং অভাব সকল বিচার ক'রে নিজের প্রজ্ঞায় বর্তমান আছেন [সার্থকযোগী]। আমি পক্ষ এবং অপক্ষ দেখে এবং তাদের কথা শুনে তাদের পক্ষকে দেখি না। গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব-বর্জিত অপ্রাকৃত দুঃখের দ্বারা যাহা [উৎপন্ন] তাহা সংবোধিত হয়।

রাআ ইত্যাদি চতুর্থ পদে স্বকীয় অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। রাআ রাআ রাআ—এই তিনটি উক্তিতে কায় ঐশ্চর্যাদি গুণ সূচিত হচ্ছে। নাগ ইন্দ্রাদি অন্য যে সব দেবতা বর্তমান আছেন তারা বিষয় মোহে আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছেন। আমরা পুনরায় লুইপাদের প্রসন্নতা হেতু দ্বাদশভুমির অধিকারী এবং জিনতুল্য।

॥ ৩৫ ॥

॥ রাগ মল্লারী ॥ ভাদে পাদানাম্ ॥

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁা স্বমোহে ।[১]
এবে মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ চিঅরাঅ[২] মকুঁ ণঠা ।
গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥ ধ্রু ॥
পেখমি দহদিহ সব্বই শূন্ ।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥ ধ্রু ॥
বাজুলে[৩] দিল মো লকৃখ[৪] ভণিআ ।
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ[৫] (পসিআ) ॥ ধ্রু ॥
ভাদে[৬] ভণই অভাগে লইলা ।[৭]
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—আচ্ছিলেঁস্থ মোহে। পুথিতে এতকাল এবং হাঁউ এর মধ্যে একটি অক্ষর কাটা আছে। অতঃপর আচ্ছিলেঁ স্বমোহে। বাগচী—অচ্ছিলেঁ স্বমোহে। ২ সেনের প্রথম পাঠ 'চিঅরাঅ' পরিবর্তিত 'চিঅ রাগ।' ৩ মূল—বাজুলে ; সেন—রাবুলে। ৪ সেন—মোহকখু ; বাগচী—মো ; মূল—লকৃখ। ৫ মূল পানিআ—পদান্তমিলও থাকে ; বাগচী-সেন—পনিআঁ ; শাস্ত্রীর-ধৃত পাঠ—'পসিআ' অর্থদ্যোতক। ৬ পুথির পাঠ—ভাবে। ৭ লইআ।

সরল বঙ্গানুবাদ—এতকাল আমি মোহের বশীভূত ছিলাম; এখন আমি সদ্‌গুরুর বোধে (জ্ঞানে) বুঝিলাম। এখন আমার চিত্তরাজ নষ্ট হইয়াছে। গগন সমুদ্রে টলিয়া প্রবিষ্ট [হইয়াছে]। দশদিক সবই শূন্য দেখিতেছি। চিত্ত বিহনে পাপ পুণ্য (কিছুই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না) নাই। বাজুল (বজ্রগুরু) আমাকে লক্ষ্য বলিয়া দিলেন। আমি আহার করিলাম গগনে প্রবেশ করিয়া (পানী)। ভাদে বলেন, অভাগে লইয়া আমি চিত্তরাজকে আহার করিলাম।

টীকা : জ্ঞানানন্দে আনন্দিত সিদ্ধাচার্য ভদ্রপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করেছেন এতকাল ইত্যাদি পদে। অনাদিকাল থেকে এই সংসারে কল্যানদায়ক বন্ধু সংসর্গ হেতু মোহ ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ে সঙ্গ না হওয়ায় অল্পকাল (এতকাল) আমি অবস্থান করেছি। সম্প্রতি বোধিজ্ঞান অনুভবহেতু সদ্‌গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছে ; আমি [আমার চিত্ত] স্বরূপ অবগত হয়েছি।

ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে—এঁবে মি ইত্যাদি। এখন পদ্ম ও বজ্রের সংযোগহেতু নিত্য সুখে আমার [অবিদ্যা-]চিত্তরাজ বিনষ্ট হয়েছে। এইভাবে আমি প্রকৃতি-প্রভাস্বরে প্রবেশ করেছি।

পেখমি ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে অভ্যাস-স্বরূপের কথা বলা হয়েছে। সর্বধর্ম উপলব্ধি হেতু যে যে দিকে অবলোকন করছি সেই সকল দিক সর্বশূন্য প্রভাস্বরময় রূপে প্রতিভাত হচ্ছে [আমার কাছে]। অতএব চিত্তের অনুদয়ে (অবিদ্যা চিত্তের অনুপস্থিতিতে) পাপ পুণ্য ইত্যাদি সংসার বন্ধন জানছি। সরহ পাদও 'অঙ্গে পচ্ছেমি' ইত্যাদি পদে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করেছেন।

তৃতীয়পদে বজ্রপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে। বাজুলে ইত্যাদি। বজ্রগুরুর দ্বারা উক্তভাব লক্ষণীয় ; তিনি আমাকে চতুর্থানন্দ উপায় বাৎলে দিয়েছেন। আমার দ্বারা পুনরায় নিরন্তর অভ্যাসহেতু গগন প্রভাস্বর-সমুদ্র আহার [বিনষ্ট] করা হয়েছে।

চতুর্থ পদে আত্মস্বরূপের কথা বলা হয়েছে ভণই ইত্যাদি পদে। অভাগ অর্থে বুঝতে হবে যে আমি ভদ্রপাদ অনুৎপন্নভাগ গ্রহণ করেছি ; চিত্তরাজ হ'লো অনাদি ভববিকল্পের আধার। আমি সর্বধর্ম উপলব্ধির সমুদ্রে (গভীরে) প্রবেশ করেছি।

॥ ৩৬ ॥

॥ রাগ পটমঞ্জরী ॥ কৃষ্ণাচার্য্য পাদানাম্ ॥

সুণ বাহ[১] তথতা পহারী।
মোহভণ্ডার লই[২] সঅলা অহারী ॥ ধ্রু ॥
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা ॥ ধ্রু ॥
চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল[৩] করি সুহে সুতেলা ॥ ধ্রু ॥
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ।
ঘোরিঅ[৪] অবণাগমণ বিহুণ ॥ ধ্রু ॥
শাখি[৫] করিব জালন্ধরি পাএ।
পাখি[৬] ণ রাহঅ[৭] মোরি পাণ্ডিআচাএ[৮] ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—সুণবাহ। ২ সেন—লুই। ৩ বাগচী—সুকল। ৪ বাগচী—ঘোলিঅঁ; টীকার পাঠ—ঘানিক; মূল—ঘোরিঅ। ৫ শাস্ত্রীর পূর্বপাঠ—শাখি। ৬ সেন—পাখি। ৭ বাগচী—চাহই; টীকা অনুসারে - চাহই (পত্যন্তে)। ৮ সেন—পাণ্ডিআচাদে। 'পাণ্ডেআবাদে'ও নাকি পড়া যায়।

সরল বঙ্গানুবাদ—তথতা প্রহার করিয়া শূন্যে [আমার বাস] অথবা শূন্যে বসতি; তথতা প্রহরী। মোহভাণ্ডার লইয়া সকল আহার করা হইয়াছে। ঘুমের মধ্যে আত্মপর বিভেদ টের পাওয়া যায় না। নাঙ্গা—কাহ্নিলা সহজে নিদ্রালু। চেতন ও বেদন ঘোর নিদ্রা গেল। সকল সুফল করিয়া সুখে শয়ন করিলেন। স্বপ্নে আমি ত্রিভুবন শূন্য দেখিলাম। গমনাগমন বিহনেই ঘুরিতেছে। অথবা ঘানি যেমন গমনাগমন বিহীন। জালন্ধরিপাদকে সাক্ষী করিব। পণ্ডিতাচার্য আমার পক্ষে থাকেন না।

টীকা ঃ সহজানন্দে সুন্দর কৃষ্ণাচার্য সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন সুন ইত্যাদি পদে। আলোক-উপলব্ধি-সন্ধ্যাজ্ঞান দ্বারা বাসনার আগার বুঝতে হবে। যোগীন্দ্র তথতা খড়্গ দ্বারা সেই বাসনাদোষ প্রহার ক'রে বিষয়-আসক্তি লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে আহার বা আত্মসাৎ করেছেন।

ঘুমই ণ ইত্যাদি ধ্রুবপদে ধ্যান-লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। [সাধক] সহজানন্দ-যোগনিদ্রা যাচ্ছেন ; চৈতন্য নাই ; তাতে তিনি ভ্রষ্ট হন না। তাই কৃষ্ণাচার্য উক্ত সহজানন্দ-যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছেন। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—গরল ভক্ষণ করে ঘুমায় ইত্যাদি (সেই সহজানন্দ নিদ্রায়)।

দ্বিতীয় পদে সেই অর্থ ই বলা হয়েছে। তাঁর বোধিপ্রাপ্তিহেতু চিত্ত-চেতনার বিকল্প নাই। অতএব সেই জ্ঞান দ্বারা সমস্ত পরিশুদ্ধ ত্রৈলোক্য যাতে নির্ভর হয় সেইভাবে যোগী জ্ঞাননিদ্রা প্রাপ্ত হয়েছেন।

স্বপনে ইত্যাদি তৃতীয় পদে স্বপ্রতিভাস (নিজের মধ্যে প্রতিভাসিত) জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। আসা যাওয়ার এই যে পূর্বোক্ত ক্রম অর্থাৎ চন্দ্রসূর্যের যাতায়াত [তাহা] খণ্ডন করার জন্য আঘাত হানা হয়েছে। অবধূতিকা এবং চিত্ত-পবনকে সহজানন্দে প্রবেশ করিয়ে আমার দ্বারা ত্রিভুবন স্বপ্নবৎ শূন্য দেখাচ্ছে। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—যেমন কুমারী স্বপ্নের মধ্যে নিজের পুত্রকে জাত অথবা মৃত দেখে, পুত্রের জন্মে সেই নারী তুষ্টা হয় এবং মৃত হলে দুঃখিতমনা হয়—এই প্রকারে সমস্ত ধর্মকে জানতে হবে।

চতুর্থপদে বজ্রগুরুর মাহাত্ম্য কথিত হয়েছে। শাখি করি ইত্যাদি। শ্রীগুরু জালন্ধরিপাদ যে ধর্মে সাক্ষী করছেন তা একমাত্র গুরুর চরণকমল রেণুর প্রসন্নতা-হেতু। যে সকল পণ্ডিত শুধু পুস্তকের উপর দৃষ্টি [নিবদ্ধ] রাখেন তাঁরা আমার পার্শ্বসান্নিধ্য বা আমার অন্তর্ধান কোনোটাই দেখতে পান না।

॥ ৩৭ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥ তাড়ক পাদানাম্ ॥

অপণে নাহিঁ মো[১] কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥ ধ্রু ॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।
চৌকোটি[২] বিমুকা জইসো তইসো হোই ॥ ধ্রু ॥
জইসনে[৩] অছিলে স তইসন[৪] অচ্ছ।[৫]
সহজ পিথক[৬] জোই ভান্তি মা হো[৭] বাস ॥ ধ্রু ॥
বাণ্ডকুরুণ্ড[৮] সন্তারে জানী।
বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখানী ॥ ধ্রু ॥
ভণই তাড়ক এথু নাহিঁ অবকাশ।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—শাস্ত্রী; বাগচী—সো। ২ মূল—চৌকাট্টি; সেন—চৌকোড়িড়। ৩ টীকা—জইসনি। ৪ মূল—তইছন। ৫ বাগচী—অচ্ছ। ৬ বাগচী—পথক; সেন—পথ (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)। ৭ বাগচী—নাহি। ৮ মূল—বণ্ডকুরু; বৃত্তি—বণ্ড কুরুণ্ড।

সরল বঙ্গানুবাদ—নিজেই নিজের মধ্যে নাই [তবে] ভয় কাহার। তাই মহা-মুদ্রার আকাংখাও টুটিয়া গেল। সহজ-অনুভব যোগী ভুলিও না। চতুষ্কোটি-বিমুক্ত যেমন তেমন হয়। যেমন ছিলে তেমনি আছ। সহজ পথকে যোগী ভ্রান্ত করিও না। (সহজকে পৃথক ভেবে ভুল করো না)। নদী পার করার সময় পারের কড়ি আছে কি না তাহা পারার্থীর বটুয়া ও করণ্ড অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লয় (পুরুষাঙ্গ অণ্ডকোষ নদী উত্তরণে জানা যায়)। বাক্যপথের অতীত কিসে ব্যাখ্যাত হয়। তাড়ক বলেন, এখানে [এই ধর্মে প্রবেশ করিবার] অবকাশ

নাই। যিনি বুঝেন তাহার গলায় গলপাস [-এর মতো সংলগ্ন হইয়া থাকে। অথবা নিন্দার্থেও বলা হতে পারে]।

টীকা ঃ জ্ঞানরস পানে আনন্দিত সিদ্ধাচার্য তাড়ক সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন অপণে ইত্যাদি পদে। গুরুর চরণ রেণুর প্রসাদে এবং তথাগত বচন (উপদেশ) উপায়রূপ দ্বারে স্বকায় (নিজদেহ) বিচারে [প্রতিপন্ন হল]। আত্মীয়-সম্বন্ধের লেশমাত্র আমাতে নাই। সুতরাং আগন্তুক ক্লেশ স্কন্ধ মৃত্যু মার ইত্যাদি শঙ্কা ভয় আমার নাই। আগমেও তাই বলা হয়েছে—আত্মা প্রবেশ করে ইত্যাদি। তাই ইদানীং তার বিকল্পভাবে আমার মহামুদ্রাসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পলায়ন করেছে। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

[যেহেতু] পূর্বেও কখনও বদ্ধ হয় নি সুতরাং এখন মুক্তি [-র প্রশ্নই] নাই। ইহা বন্ধন মুক্তির বিকল্প এবং অলক্ষিত কিঞ্চিৎ জ্ঞানমাত্র ॥

অনুভব ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা উক্ত অর্থই কথিত হচ্ছে। নিজেকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—ওহে তাড়ক, অনুভবের অর্থ কিভাবে বলা যায়? (অর্থাৎ বলা যায় না) তাই অনুভবকে সহজরূপে পরিণত করে কিভাবে দেহকে বহন করছ। পরন্তু সংবৃত্তি-ভাবনা-অনুরোধের দ্বারা পরম বিষয় বলা হয়ে থাকে। কিন্তু স্বরূপত বলা হয় না। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

দেশ নিরদ যোগে বুদ্ধ অদ্বয় রূপে কল্পিত।
আবার নিজের অচিন্ত্যযোগে বুদ্ধও নয় অদ্বয়ও নয় ॥

সেই চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত ভাবহেতু পুনরায় সেই প্রকারে অবস্থান করি; আগম বলেছেন—সৎ নয় অসৎ নয় না সৎ ইত্যাদি।

জইসনী ইত্যাদি দ্বিতীয়পদে সেই অর্থই পুনরায় নির্দেশ করা হচ্ছে। উৎপাদ সময়ে পদ্মরূপিনী নৈরাত্মার সঙ্গহেতু মহাসুখ থেকে আমি মহাবজ্রধর উৎপন্ন হয়েছি। পুনরায় বজ্রগুরু সেই অর্থেই আমাকে দৃঢ় করেছেন। সেইহেতু ওহে সিদ্ধাচার্য সহজকে তুমি পৃথকরূপে কল্পনা ক'রো না। নিঃশঙ্ক চিত্তে সিংহের মতো জগতে ভ্রমণ কর।

বণ্ট ইত্যাদি তৃতীয় পদে যোগীন্দ্রের নিমিত্ত বলা হয়েছে। যেমন পারাবারে (পারাপারে) নাবিক পারের দান (পারানি) গ্রহণের জন্য পারেচ্ছুদের নিকট থেকে বসন মুক্ত ক'রে কড়ি অন্বেষণ করে তাদের বাণ্ডকুরুণ্ডাদি বাধক বিশেষও দেখে। বাইরে যা দেখানো যায় না এমন স্বসংবেদ্য লক্ষণযুক্ত ধর্ম কিভাবে এই

জগতে বাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করা যাবে। সেইরূপ বাক-প্রতীতিরূপ ধর্মলাভ হেতু কৃত্যাদির বৈগুণ্য-হেতু লোকের দ্বারা যোগীন্দ্রের স্বরূপ নিরূপিত হয়। আগমেও তাই বলা হয়েছে—ধোঁয়ার দ্বারা আগুন জানা যায় ইত্যাদি।

চতুর্থপদের দ্বারা আত্যন্তিক নির্বিকল্পতা প্রতিপাদিত হয়েছে ভণই ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য তাড়ক এইরূপ বলছেন—এই ধর্মে বালযোগীদের অবকাশ নাই। পরমার্থ-বিদ্‌গণ যদি বলেন—আমাদের দ্বারা ধর্মলাভ করা হয়েছে তাহ'লে তাদের গ্রীবা সংসার পাশে আবদ্ধ হয়। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—তিলমাত্রও তুমি বিষন্ন হইও না ইত্যাদি পদে।

॥ ৩৮ ॥

॥ রাগ ভৈরবী ॥ সরহপাদানাম্ ॥

কাঅ ণাবড়ি[১] খান্টি[২] মণ কেড়ুআল।
সদ্গুরুবঅনে ধর পতবাল ॥ ধ্রু ॥
চীঅ থির করি ধরহু রে নাঈ।[৩]
আন[৪] উপায়ে পার ণ জাই ॥ ধ্রু ॥
নৌবাহী[৫] নৌকা টাণঅ[৬] গুণে।
মেলি মেল[৭] সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ ॥ ধ্রু ॥
বাট অভঅ[৮] খান্ট[৯] বি বলআ।
ভব উলোলেঁ বিষঅ[১০] বোলিআ ॥ ধ্রু ॥
কূল লই[১১] খরসোন্তে[১২] উজাঅ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ[১৩] ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—ণাবাড্হি। ২ সেন—খাণ্ঠি। ৩ সেন—ধর [ভ] রে নাহী। ৪ শাস্ত্রী—আন; সেন—আন। ৫ বৃত্তি—নোবাঅ। ৬ সেন—টাগুঅ; মূল—টাগুঅ। ৭ বাগচী—মেলি; ৮ সেন—বাটত ভয়; বাগচী—বাটত ভয়। ৯ বৃত্তি—খণ্ট। ১০ মূল ষঅ বি; বাগচী—সব বি। সেন—[বি] ষঅ বি। ১১ টীকা—কূল ল [অ] নয় অর্থে; শাস্ত্রীর—'ফুলল' নয়। ১২ মূল—খরে সোন্তে; বাগচী—খরে সোন্তে। ১৩ শাস্ত্রীর পূর্বপাঠ—গণেঁ পসাএঁ; সেন—গ [অ] ণে পমাএঁ।

সরল বঙ্গানুবাদ—কায়া নৌকাখানি মন কেড়ুয়াল। সদ্গুরু বচনে হাল ধর। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধারণ কর। অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহক নৌকা চালায় গুণ টানিয়া। সহজের সহিত মিলন কর, অন্য উপায়ে যাওয়া যায় না। পথে ভয়; দস্যুও বলশালী। ভব [-সমুদ্রের] উল্লোলে (উচ্ছ্বাসে) সব পিচ্ছিল। কূল অনুসরণ করিয়া খরস্রোতে উজাও। সরহ বলেন, গগনে প্রবেশ কর।

টীকা ঃ মৈত্রীভাবে বিভোর সরহপাদ কায়রূপ নৌকা উপমার (ছলে) দ্বারা সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন। কাঅ ণাবড়ী খণ্টী[১] ইত্যাদি। দেহরূপ নৌকাকে আধার-আধেয় সম্বন্ধরূপে পরিকল্পিত ক'রে মনোবিজ্ঞানকে দাঁড় রূপে পরিকল্পনা ক'রে সদ্‌গুরু বচনকে হালরূপে গ্রহণ ক'রে, বজ্র ও কমলের সংযোগীভূত সংসার-সমুদ্রের মধ্যে পঞ্চজ্ঞানাত্মক পরিশুদ্ধ-সংবৃত্তি-বোধিচিত্তকে স্থির ক'রে ওহে সরহপাদ, দেহ-নৌকা রক্ষা কর। ভব-সমুদ্র উত্তরণের অন্য কোনো উপায় নাই। দউড়ীপাদও তাই বলেছেন—এব দ্বারা পঞ্চ যতি মোহ নদী পার হয়েছেন। ইত্যাদি।

নোবাঅ ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে পথের সন্ধান বলা হয়েছে। কর্ণধার যেমন বাহত নৌকা বায় আবার গুণ দ্বারাও আকর্ষণ করে সেইরূপ এই [দেহ-] নৌকা যাতে অন্যরূপ না হয়। হে যোগি, বজ্রগুরুর সমীপে সহজানন্দ উপায় গ্রহণ ক'রে [এমন ভাবে] নৌকা পরিত্যাগ কর (ছাড়) যাতে শীঘ্র মহাসুখ দ্বীপে গমন করতে পারো।

তৃতীয় পদে মারগণের কর্মের অধিষ্ঠানভূমির কথা বলা হয়েছে বাটত ইত্যাদি পদে। খানা পিনা ইত্যাদি বিষয় আসক্তিতে সাধক যখন মার্গভ্রষ্ট হন অবধূতি [তখন] তাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যায়। তখন চন্দ্র সূর্য রূপ দুইজন দস্যু বলবান হয়ে ওঠে। সেই হেতু ভবসমুদ্রের বিষয়-তরঙ্গের দ্বারা নৈরাত্মধর্ম সর্ব-প্রকারে নষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থ পদে অবধূতি-মার্গের সন্ধান বলা হয়েছে। কুল ল [অ] ইত্যাদি। কুল অর্থে চন্দ্রাদি যোগপরিপন্থী মার্গ যে অবধূতির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয় সেই পরিশুদ্ধ অবধূতিকাকে কুল শব্দে বুঝতে হবে। লয় অর্থে তাকে গ্রহণ করে। সেই চন্দ্র সূর্য অবধূতিকার মধ্যে লীন হয়ে যায়। পরমার্থবিদ্‌গণের যে বোধিচিত্ত-বজ্র খরস্রোতে মহাসুখ-রাগরূপ স্রোতের আবর্তে গমন করে; সেই বোধিচিত্ত-বজ্র ঊর্ধ্বে শূন্যে গমন ক'রে বিমল চক্রদ্বীপে অন্তর্লীন হয়।

১ নাবড়ী খণ্টীত্যাদি

॥ ৩৯ ॥

॥ রাগ মালশী ॥ সরহ পাদানাম্ ॥

সুইণা[১] হ অবিদারঅ রে[২] নিঅমণ তোহোর দোসে।
গুরুবঅণ বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে ॥ ধ্রু ॥
অকট হুঁ ভবই গঅণা[৩]।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা ॥ ধ্রু ॥
অদভূঅ ভবমোহ রে[৪] দিসই পর অপ্পণা।
এ জগ জলবিম্বাকারে[৫] সহজেঁ সুণ অপণা ॥ ধ্রু ॥
অমিআ অচ্ছন্তেঁ[৬] বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা।[৭]
ঘরেঁ পরেঁ কা বুঝ্‌ঝিলে[৮] খাইব মই দুঠ কুণ্ডবাঁ ॥ ধ্রু ॥
সরহ ভণন্তি[৯] বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দেঁ।
একেলে জগ নাশিঅ রে বিহরহুঁ সুচ্ছন্দে ॥[১০] ধ্রু ॥

১ টীকা—সুইনে। ২ শাস্ত্রী—অবিদার অবে ; বাগচী—স্বইণে হে বিদারঅ রে ; মূল—হথা বিদার মারে। ৩ সেন—হুঁ-ভব গঅণা; মূল—উ অনা। ৪ মুক্তি—মোহাবে ; মূল—মোহারো। ৫ সেনের পরিবর্তিত পাঠ—জলস্থবিকারে—অর্থহীন। ৬। সেন—আচ্ছন্তে পরিবর্তিত—আচ্ছন্তে (?) ৭ শাস্ত্রীর প্রথম পাঠ—পসব বস অপা। ৮ শাস্ত্রী—ঘরে পারেক বুঝ্‌ঝিলে রে ; সেন—ঘাবেঁ পারেঁ কা বুঝিলে ম রে। ৯ টীকা—ভণই। ১০ সেনের প্রথম পাঠ—বিহরহুঁ স্বচ্ছান্দেঁ, সেনের পরিবর্তিত পাঠ—বিরহু ঈহান্দ্রেঁ। তাঁর মতে, আসল পাঠ—টীকা অনুসারে—বিহরহুঁ চ্ছন্দে। টীকা—স্বচ্ছন্দেন···বিহরণং।

সরল বঙ্গানুবাদ—স্বপ্নে হও অবিদ্যারত ; ওরে নিজমন, তোমার নিজের দোষে। গুরুর বচন [জ্ঞানে] বিহার করিতে থাকিবে কেন মিথ্যা ঘুরিয়া বেড়াও। অকাট [মূর্খ] তুমি ভবচক্রের মধ্যে গমনাগমন করিতেছ। বাঙ্গ জায়া গ্রহণ করিলে পরে তোর বিজ্ঞান ভাঙ্গিল। অদ্ভুত ভব-মোহ রে : আপন

পর দৃষ্ট হয়। এ জগৎ জলবিম্বাকারে [প্রতিভাত]। সহজে থাকিলে [হয়] শূন্য। অমৃত থাকিতে বিষ গলাধঃকরণ করিতেছ ওরে চিত্ত, তুমি অপরের বশীভূত। ঘরে ও পরে কি বুঝিলাম রে আমি খাইব দুষ্ট সকলের কুণ্ডকে। সরহ বলেন, বরং শূন্য গোয়াল [ভালো] কি হইবে [আমার] দুষ্ট বলদে। একলা জগৎ নাশ করিয়া আমি স্বচ্ছন্দে বিহার করি।

টীকা—সিদ্ধাচার্য সরহপাদ সেই অর্থ ই প্রতিপন্ন করছেন লোকের কল্যাণের জন্য স্বরূপভাব বুঝিয়ে দিতে স্থইণে ইত্যাদি পদে। ওহে নিজমন-চিত্তরাজ তোমার অবিদ্যা দোষ এবং রূপজগতে প্রবেশহেতু স্বপ্নেও দ্রব্যের অভিলাষ হওয়ায় গুরুবচনরূপ চন্দ্ররশ্মি ত্রৈলোক্যে স্ফুরিত হয়েছে (বিস্ফারিত হয়েছে) অতএব হে চিত্তরাজ, কোন্ স্থানে তুমি থাকবে।

অকট ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থ ই দৃঢ় করা হচ্ছে। অকট অর্থে আশ্চর্য। গুরুপাদপদ্ম প্রসাদে আমি অবলীলাক্রমে অবগত হয়েছি। বীজ থেকে হুঙ্কারের উৎপত্তি, হে চিত্তরাজ, গগনরূপ প্রভাস্বরে তুমি প্রবেশ করেছ। এখন অবিদ্যাদোষ বিনাশের বিষয় তোমার ভগ্ন হয়েছে।

দ্বিতীয় পদে অধিমাত্র-সত্ত্বের নির্দেশের কথা বলা হয়েছে অদঅ ইত্যাদি পদে। ভববলের এই অদ্ভূত মোহ। যেহেতু তিনি আপন পর ভেদ বিভাগ দেখতে পাচ্ছেন অতএব অহঙ্কারহেতু তোমার মনে পরমার্থ চিত্তের উদয় হচ্ছে না। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

অহঙ্কার যুক্ত মনে জন্ম বিশ্বের বিসমতা প্রাপ্তি ঘটে।
আত্মদৃষ্টি লাভ হলে হৃদয় থেকে অহংকার দূরীভূত হয়॥
কিন্তু অসত্য হৃদয় থেকে অহঙ্কার চলে যায় না।
যে জগতে জয়ী হয়, তার শাস্তিদাতা কেউ নেই॥
জগতে নৈরাত্মবাদীও তেমন পাওয়া যায় না।
এই অবস্থায় শ্রেয়পথ সব সময় পাওয়া যায় না॥

তত্ত্ববিদ্‌দের বিশ্বাস অনুসারে নীরেন্দ্রাদি দ্বাদশ দৃষ্টান্ত দ্বার দ্বারা সর্বশূন্য প্রমাণযুক্ত সিদ্ধিলাভ হয়।

তৃতীয় পদে চতুর্থানন্দের কথা বলা হয়েছে। অমিঅ ইত্যাদি পদে। সহজানন্দে অবস্থান করলে তুমি বলপূর্বক রূপাদি বিষয় বিপাক হরণ করছ। ওহে কর্মের বশীভূত চিত্ত বিচারক। গৃহ অর্থে নিজের স্থূল দেহ। তোমার

নিজ গৃহিণী রাগ দ্বেষ মোহাদি সমূহ নৈরাত্মা-জ্ঞান-মুদ্রাকে আলিঙ্গণ ক'রে তাকে ভক্ষণ (ধ্বংস) বা নিঃস্বভাবী করা আমার কর্তব্য। সরহপাদও তাই বলেন—

গৃহিণী দ্বারা পরবিষ ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি।

ঘরবিত্তো·········

············পতিহাস।

চতুর্থ পদে স্বচ্ছন্দ (সহজ)-চর্যার কথা বলা হয়েছে। সরহ ভণ ইত্যাদি পদে। সিদ্ধাচার্য সরহপাদ নিজেই বলছেন—দুষ্ট বলদ অর্থে দুষ্ট বিষয়ে যে বল দান করে। এই দুষ্ট বলদ চিত্তরাজকে বুঝতে হবে। একাই সেই দুষ্ট চিত্তবলদ ত্রিলোক নাশ করেছে। সেই দুষ্ট বলদ দ্বারা আমি কি করব। গো অর্থে ইন্দ্রিয়। সেই নিজদেহ অবলম্বন করে তাকে শূন্য প্রভাস্বর রূপে [পরিণত] ক'রে গুরুর বচন প্রসাদে স্বচ্ছন্দে ত্রিজগৎ বিচরণ করি। শান্তিদেবপাদও তাই বলেছেন,—স্বচ্ছন্দ চর্যা নিলয় ইত্যাদি পদে।

॥ ৪০ ॥

॥ রাগমালসী গবুড়া ॥ কাহ্নু পাদানাম্ ॥

জো মণগোঅর[১] আলাজালা।
আগম পোথী ইষ্টামালা[২] ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কাঅ বাক্ চিঅ জস্থ ণ সমাঅ[৩] ॥ ধ্রু ॥
আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্পথাতীত কাহিব[৪] কীস ॥ ধ্রু ॥
জেতই[৫] বোলী তে তবি টাল[৬]।
গুরু বোব[৭] সে সীসা কাল ॥[৮] ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু[৯] জিণরঅণ বি কইসা[১০]।
কালে[১১] বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥

১ শাস্ত্রীর পূবপাঠ—মনগোএর। সেন—মণ গোএর। ২ ঠ্ঠা। ৩ শাস্ত্রী—সমায়। ৪ বাগচী—কহিব। ৫ বাগচী—তেঁই ; টীকা—তেজই। ৬ শাস্ত্রী—তে ত বিটাল। ৭ মূল—বোধ। ৮ সেন—গুরু বোধ সে সীস কাল। ৯ সেন—কাহ্নু। ১০ বৃত্তি অনুসারে—বি কইসা (কীদৃশং জিনরত্নং)। মূল ও শাস্ত্রীর পাঠ—বিকসই সা। ১১ শাস্ত্রীর পূর্বপাঠ—কালেঁ।

সরল বঙ্গানুবাদ—যাহা মনগোচর তাহার জন্য বাইরের ছটফটানি (চঞ্চলতা), [তাহার জন্য) আগম-পুঁথি ঘণ্টা [জপ-] মালা। বল কিসে সহজ বলা যায়। কায়বাকচিত্ত যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দান করে। [যাহা] বাক্য পথের অতীত [তাহা] কি প্রকারে বলা যায়। যতই বলা যায় ততই ভুল প্রতিপন্ন হয়। গুরু বোবা শিষ্য কালা। কাহ্নু বলেন, জিনরত্নটি কেমন। যেমন কালা বোঝায় বোবাকে।

টীকা ঃ সহজানন্দে হৃষ্ট কৃষ্ণাচার্য জো মন ইত্যাদি পদে আনন্দের স্বরূপ প্রতিপাদন করেছেন। যা কিছু মনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত [সে] সকলই বিকল্প। আগম মন্ত্র শাস্ত্রাদি জ্ঞান সকলই তদ্রূপ। তাই বলা হয়েছে—আগম বেদ পুরাণ ইত্যাদি।

ধ্রুবপদের দ্বারা সহজানন্দের দুর্লভত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অতএব বেদ কিভাবে সহজঅনুত্তরজ্ঞানের কথা বলতে সক্ষম। [দেহযোগী ভিন্ন] অন্য মানুষ কায়বাকচিত্তে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। তিলোপাদও তাই বলেন—স্বসংবেদনের তত্ত্বফল (ফলশ্রুতি), তিলোপা বলেন—যা মনোগোচর হয়েছে তা পরমার্থত্ব প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয় পদে তত্ত্বস্বরূপের কথা বলা হয়েছে। অলম ইত্যাদি পদে। বৃথাই গুরু শিষ্যকে নিষ্ফল উপদেশ দান করেন। যা সহজ তা কথা দ্বারা বোঝা যায় না। সেই হেতু গুরু কি করে তাঁর বক্তব্য রাখবেন। সরহপাদও তাই বলেন—গুরু বাক্য দ্বারা তা বলে না ইত্যাদি।

তৃতীয় পদে সেই অর্থই দৃঢ় করা হচ্ছে। তেজই ইত্যাদি। সেই ভগবতি-মাত্র-গতি দ্বারা যে সহজ কথা বলা হয় সে সবই অচিরস্থায়ী ও অসংরূপ, রূপহীন। যিনি বজ্রগুরু তিনিও এই ধর্মে বচন-দরিদ্র (স্বল্পবাক) রূপে যুক্ত। তাঁর শিষ্যও কিছু না বলা হেতু কিছু শুনতে পান না।

অতএব সেই বধিরও এই গম্ভীর ধর্মে মতি (বুদ্ধি) প্রতিপাদন করেন। ভণই ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য বলছেন—জিনরত্ন কেমন। অনুত্তর-সুখ-রতিকে বিস্তার করে এমন চতুর্থানন্দ রত্নকে বুঝতে হবে। যেমন বধির সংকেত প্রভৃতির দ্বারা মূককে সংবোধিত করে সেইরকম দূরে অবস্থান ক'রে সদ্‌গুরু শিষ্যের মধ্যে রতি প্রভাবে মহাসুখ বিস্তার করেন। দউড়িপাদও[১] তাই বলেছেন—অদূরে দূরে ইত্যাদি পদে।

১ শাস্ত্রী—ইউডা

॥ ৪১ ॥

॥ রাগ কহ্নু গুঞ্জরী[১] ॥ ভুসুকুপাদানাম্ ॥

আইএ অণুঅনা এ[২] জগরে ভাংতিএঁ[৩] সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে[৪] কি তাক বোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না[৫]।
অইস[৬] সভাবেঁ জই জগ বুঝসি তুটই বাসনা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরুমরীচি গন্ধ নঅরী[৭] দাপণ পতিবিম্বু[৮] জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দৃঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা[৯]।
বালুআ তেলেঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা ॥ ধ্রু ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব[১০]।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব ॥[১১] ধ্রু ॥

১ কহ্নু—গুঞ্জরী। ২ বাগচী—অণুঅণাএঁ। বাগচী—ভন্তিএঁ। ৪ টীকা—সত্তেন—সাঁচে। সেন—ধারে কি কঁ বোড়ো খাই। বাগচী—সাঁচে কি ত বোড়ো খাই। ৫ সেনের পরিবর্তিত পাঠ—'লোম্বা' অর্থহীন। ৬ বাগচী—আইস। ৭ সেনের পরিবর্তিত পাঠ—গন্ধ [ব] নইরী। ৮ মূল—দাপাতিবিম্ব্। ৯ মূল—খেড়া। ১০ বাগচী—সহাবা। ১১ বাগচী—পাবা।

সরল বঙ্গানুবাদ—আদিতে অনুৎপন্ন (আদৌ উৎপন্ন হয় নাই) এ জগৎ ভ্রান্তিতে তা প্রতিভাত হয়। রজ্জুসর্প দেখিয়া যে চমকায় তাহাকে কি সত্যই বোড়া সাপে খায়। মূর্খযোগি! হাত লবণাক্ত করিও না। জগৎকে যদি ঈদৃশ স্বভাবে (মোহমুক্ত দৃষ্টিতে) বুঝিতে পারিস [তবেই] তোমার বাসনা টুটিয়া যাইবে। মরু-মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেমন। বায়ুর আবর্তে সুদৃঢ় হওয়া জলে পাথর যেমন। (বাতাবর্তে সে জল যেমন দৃঢ় হইয়া প্রস্তররূপে

প্রতিভাত হয়)। বন্ধ্যার পুত্র যেমন খেলা করে, বহুবিধ খেলা খেলে। বালুকা তেল, শশকশৃঙ্গ, আকাশকুসুম যেমন অসম্ভাব্য; ভুসুকু-রাউত বলেন, সকলই এইরূপ স্বভাব। মূঢ় যদি তোর ভ্রান্তি থাকে সদ্‌গুরুর পদতলে জিজ্ঞাসা কর।

টীকা: সহজানন্দে হৃষ্ট ভুসুকু-পা সেই অর্থই প্রতিপাদন করছেন আই ইত্যাদি পদে। এই জগৎ আদিতে অনুৎপন্ন-ভাবহেতু পরমার্থজ্ঞ দ্বারা ইহা অবগত হয়। সেই হেতু ওই সকল বিষয়ে অন্যথা ভাব হয় না। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

আদিতে সর্বধর্মের অনুৎপন্ন হেতু অকার মুখ্য।

অনন্তর ভ্রান্তিবশতঃ বিদ্যারূপ অন্ধকার দৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য হে বালযোগি নীল পীত রূপে সেই ভাব প্রতিভাসিত হয়। তাই আচার্য নিদত্তকও বলেছেন—

অন্ধকারাচ্ছন্ন জন কর্তৃক কেশগুচ্ছ যেমন আকাশে দেখা যায় সেইরূপ আলোকাদি দোষেও বালযোগীদের দ্বারা ভাববিকল্পতা প্রাপ্ত হয়।

রজ্জুকে সর্পজ্ঞান ক'রে যে ভীত তাকে রাজসাপ কি সত্যই দংশন করে।

ধ্রুবপদের দ্বারা পথের স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। অকট ইত্যাদি। আশ্চর্য ওহে বালযোগি, এখানে হস্তামর্শ করো না। এইরূপ স্বভাবের দ্বারা যদি জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করো তাহলে তোমার অনাদি-ভব-বিকল্প-বাসনা-দোষরাশি পলায়ন করে।

দ্বিতীয় পদে সেই অর্থই সংবৃত্তি দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে। মরুমরীচি ইত্যাদি পদে। মৃগতৃষ্ণা (মরীচিকা) গন্ধর্বনগর দর্শন প্রভৃতি ভাবের প্রতিভাস-মাত্র যোগিবর দেখেন। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—যেমন পাঁচ রকম মায়া সেই রকম স্বপ্ন অন্তর্গত ভাব সৃষ্টি করে।

এ সবই অবিদ্যাবাসনা দোষহেতু বালযোগীর নিকট মিথ্যা বিকল্প [রূপে প্রতিভাত হয়]। যেমন বাতাসের দ্বারা জলও প্রস্তরের ন্যায় মনে হয়। সেইরূপ যোগীন্দ্রের দ্বারা ভাব সমূহ বুঝতে হবে। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—বাসনায় সংশ্লিষ্ট শূন্যতাই ভাবরূপ ধারণ ক'রে জলবাতাসের আবর্তে দৃঢ় হয়ে কঠিন উপলখণ্ডে পরিণত হয়।

তৃতীয় পদে অত্যন্তাভাবের কথা সূচিত হয়েছে। বান্ধি ইত্যাদি পদে। ভগবতী নৈরাত্মা বন্ধ্যা, তার পুত্র পরমার্থ সত্য বালুকা তৈলের তুল্য। শশকশৃঙ্গ

উপমার দ্বারা তার অনুৎপন্ন স্বভাব সূচিত হয়েছে। সেই পরমার্থ সত্য পঞ্চজ্ঞানাত্মক মহাসুখ উৎপন্ন করেছে। সেই পরমার্থ সত্য জগতে নানা প্রকারে ক্রীড়ারস অনুভব করে। সূত্তকেও তাই উক্ত হয়েছে—

পঞ্চবুদ্ধি (বুদ্ধ) যুক্ত সমস্ত জগতে……ইত্যাদি।

চতুর্থ পদে ভাব-পরিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ভুসুকু ইত্যাদি। ভুসুকু পাদ বলছেন—ভাব নামে এইরূপ আমার দ্বারা নিশ্চিত কথিত হয়েছে। ওহে বালযোগি, [এখনও] যদি তোমার এ বিষয়ে ভ্রান্তি থাকে তাহলে সদ্‌গুরুর আরাধনা কর।

॥ ৪২ ॥

॥ রাগ কামোদ ॥ কাহ্নুপাদানাম্ ॥

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধ[১] বিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসে কাহ্নু[২] নাহি।
ফুরই[৩] অনুদিন[৪] তৈলোএ পমাই[৫] ॥ ধ্রু ॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাঙ্গতরঙ্গ[৬] কি সোষই সাঅর[৭] ॥ ধ্রু ॥
মূঢা অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন[৮] দেখই ॥ ধ্রু ॥
ভব জাই ণ আবই এথু[৯] কোই।
অইস[১০] ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই ॥ ধ্রু ॥

•

১ মূল—কান্ধ। ২ বাগচী—কাহ্নু। ৩ ফুরই। টীকা—স্ফুরতি। ৪ মূলে 'অণুদিন' এর 'ণ'-এর উপরে একটি শূন্য আছে। তদনুসারে সেনের প্রথম পাঠ—অনুদিনং। পরিবর্তিত—অনুদিনঁ। ৫ বাগচী—সমাই। ৬ ভাগতরঙ্গ। টীকা—ভগ্নতরঙ্গং। ৭ মূল—সারঅর। টীকা—সাগরং শোষয়তীতি। ৮ মূল—গচ্ছংতেঁ। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে—অচ্ছন্তে ন। ৯ শাস্ত্রীর পুরাতন পাঠ—এগু। সেনের পরিবর্তিত পাঠ—এথু। ১০ আইস।

সরল বঙ্গানুবাদ—চিত্ত স্বভাবতই শূন্যতায় সম্পূর্ণ। পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহের বিয়োগে বিষণ্ণ হইও না। বল কোথায় (কিসে) কাহ্নু নাই। [তিনি] ত্রৈলোক্যে প্রবেশ (প্রমাণ) করিয়া অনুদিন স্ফুরিত হইতেছেন। দৃষ্ট বস্তুর নষ্ট দেখিয়া মূঢ় কাতর। তরঙ্গ ভঙ্গ কি সাগর শোষণ করে। মূঢ় (মূর্খ ব্যক্তিরা) প্রত্যক্ষ করে না; দুধের মধ্যে বিদ্যমান স্নেহপদার্থ যেমন দেখা যায় না। [এই]

ভব (সংসার) হইতে কেহ যায় না কেহ আসেও না। এইভাবে (নির্লিপ্ত ভাবে) কাহ্নিল যোগী বিলাস করেন।

টীকাঃ জ্ঞানামৃত পানে পরিতৃপ্ত (পরিতুষ্ট) কৃষ্ণাচার্যপাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করছেন চিঅ ইত্যাদি পদে। সহজের দ্বারা ইত্যাদি। প্রকৃতি স্বরূপ [উপলব্ধি] হেতু সর্বদাই ষোড়শী-শূন্যতার দ্বারা আমার এই চিত্তরাজ পরিপূরিত (পূর্ণ হয়েছে)। অতএব স্কন্ধবিয়োগহেতু (ইত্যাদি)। ওহে জনগণ, তোমরা আমার স্কন্ধের (দেহ) অভাব (নিপাত) হেতু (দুঃখ ক'রো না) বিষণ্ণ হ'য়ো না। হেবজ্রেও তাই বলা হয়েছে—স্কন্ধের অভাব পরম [সত্য] ইত্যাদি।

ধ্রুবপদের দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রতিপাদন ক'রে (কৃষ্ণাচার্য পাদ) বলছেন—ওহে বালযোগি! বলো কৃষ্ণাচার্য কোথায় না বিরাজ করছেন; তাকে ত্রৈলোক্যে স্বরূপভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। তিনি প্রতিদিন বিকাশলাভ করেন এবং পরমার্থ-সমুদ্রে ক্রীড়া করেন। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

যেমন স্বচ্ছ নদী-জল থেকে মাছ দ্রুত উপরে ওঠে।
তেমনি স্বচ্ছ সর্বশূন্যতা থেকে মায়াজাল উদিত হয়॥

দ্বিতীয় পদে দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই অর্থ বিশেষভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে। মূঢ়া ইত্যাদি। যেভাবে নীল পীত প্রভৃতি বর্ণ-সংস্থান সেই ভাবের ভগ্নতা দেখে মূর্খ কেন কাতর হয়। সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ কি সাগর শুষে ফেলে।

তৃতীয় পদে পরিনিষ্পন্নতার কথা বলা হয়েছে। ভব জাই ণ ইত্যাদি। সদ্গুরুর [পদ-] পঙ্কজরজ গ্রহণ করে না ইত্যাদি অর্থ। স্বভাবপরিজ্ঞানের দ্বারা কৃষ্ণাচার্য পাদ এই পৃথিবীতে বিলাস করেন বা ক্রীড়া করেন।

॥ ৪৩ ॥

॥ রাগ—বঙ্গাল ॥ ভুসুকু পাদানাম্ ॥

সহজ মহাতরু ফরিঅ[১] এ তেলোএ।
খসম সভাবে রে বাণ মুকা[২] কোএ ॥ ধ্রু ॥
জিম জলে পানিআ টলিআ ভেড়[৩] ন জাঅ।
তিম মণরঅনা[৪] রে সমরসে গঅন সমাঅ ॥ ধ্রু ॥
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কাহি।
আই-অনুঅণা রে জাম মরণ ভব[৫] নাহি ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
জাই ণ আবই রে ণ তহিঁ ভাবাভাব ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—ফরিত্তা ; বাগচী—ফরিঅএ। ২ মূল—বাণতকা ; বাগচী—বাণত মুকা। ৩ মূল-ভেড় ; বাগচী—ভেউ। ৪ মূল—মরণ অ-অনা। ৫ শাস্ত্রী বাগচী—ভাব।

সরল বঙ্গানুবাদ—সহজ রূপ মহাতরু ত্রিলোকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) হইয়াছে। খসম স্বভাবে (গগনোপম স্বভাবে) রে কে মুক্ত নয়। যেমন জলে জল টলিয়া পড়িলে (মিশিয়া গেলে) ভেদ (স্বতন্ত্র) করা যায় না। তেমনি মনোরত্ন সমরসে গগনে প্রবেশ করে। যাহার আত্মবোধ নাই তাহার পর কোথায়। আদিতেই অনুৎপন্ন রে জন্ম মৃত্যু ভব নাই। ভুসুকু বলেন, আশ্চর্য! রাউতু বলেন, আশ্চর্য! সকলই এই স্বভাব। (গমনাগমনবিহীন) যায় না আসেও না তার ভাব-অভাব (রূপ-বিকল্প অথবা ভেদ-বুদ্ধি) নাই।

টীকা ঃ সহজানন্দ রসের মত্ততায় আনন্দিত ভুসুকু পাদ সেই অর্থই প্রকাশ করছেন। সহজ ইত্যাদি। গুরুর চরণরেণুর প্রভাবে (প্রসঙ্গে) বজ্রপদ্ম সংযোগে সুখাকার বীজ গ্রহণ ক'রে যোগীন্দ্রের সহজচিত্ত স্ফুরিত হচ্ছে ত্রিলোক ব্যাপ্ত ক'রে।

এইরূপ শূন্যতাময় সুখস্বভাবের দ্বারা ত্রিলোকে কোন্ বিদ্বান না মুক্ত হয়। দ্বিকল্পেও তাই উক্ত হয়েছে—

ব্যাপ্যব্যাপকরূপে সুখের দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত। এই পদের পরের পদটি ধ্রুবপদ বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় পদে দৃষ্টান্ত উপমার দ্বারা সেই অর্থ দৃঢ় করেছেন—জিম জলে ইত্যাদি। বাইরের জল অন্য জলে পতন ভেদের বিষয় যেমন পণ্ডিতদের দ্বারা জানা যায় না; তেমনি যোগীন্দ্রের মনরূপ বোধিচিত্তরত্ন শূন্যতার সঙ্গে প্রভাস্বরে এমনভাবে মিলিত হয় যে সেখানে তার জ্ঞান উপলব্ধি থাকে না। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—

যেমন জলে জল ন্যস্ত থাকে তেমনি জ্ঞানচক্র স্থিতিশীল।

তৃতীয় পদে ভাব-স্বরূপের কথা বলা হয়েছে জাসু নাহী ইত্যাদি। যে যোগীর আত্মীয় সম্বন্ধ বা পরসম্বন্ধ থাকে না সে ইতরতরের মতো অবস্থান করে। যে ভাব আদৌ উৎপন্ন হয় নাই তার উৎপত্তি স্থিতি লয় সিদ্ধপুরুষ দেখে না। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

যা জন্মায় নাই মরেও নাই, যার রূপ নেই যে অ-রূপও নয়, সে না সংসারে না নির্বাণে অবস্থান করে। সেইহেতু সে ন-কার (অস্তিত্বহীন, নেতিবাচক-) রূপে সূচিত হয়।

চতুর্থ পদে ভাব-স্বরূপের কথা বলা হয়েছে। ভুসুকু ভণই ইত্যাদি। ভুসুকু-পাদ বাট অর্থে পূর্বোক্ত অর্থও বলেছেন। সকল ভাবের এই স্বরূপ। গম্ভীর সহজানন্দ অনুভব হেতু ভাবাভাববিকল্প পরিহার ক'রে কোন যোগী জিনসংসার আগারে যাওয়া আসা দেখেন না। সরহপাদও তাই বলেছেন—

গংভীর অই উআন্ ন উপরণো অপ্যাণ।
সহজানন্দ চউজ্জহ লুনিঅ সংবেঅণ জাণ॥

॥ ৪৪ ॥

॥ রাগ-মল্লারী ॥ কঙ্কণ[১] পাদানাম্ ॥

স্তুনে স্তুন মিলিআ জবেঁ।
সঅল ধাম উইআ তবেঁ ॥ ধ্রু ॥
আচ্ছুহুঁ[২] চউখণ সংবোহী।
মাঝ নিরোহেঁ[৩] অণুঅর[৪] বোহী ॥ ধ্রু ॥
বিন্দুণাদ[৫] ণ হিএঁ পইঠা।
আন[৬] চাহন্তে আণ বিনঠা ॥ ধ্রু ॥
জথাঁ আইলেঁসি তথা জান।[৭]
মাঝঁ[৮] থাকী সঅল বিহাণ ॥ ধ্রু ॥
ভণই কঙ্কণ কলঅল সাদেঁ।[৯]
সর্ব্ব বিচুরিল[১০] তথতা নাদেঁ ॥ ধ্রু ॥

১ মূল---কৌঙ্কণ। ২ আছহু। ৩ নিরোহ---বাগচী। ৪ বাগচী---অণুত্তর। ৫ মূল---বিদুনাদ। ৬ মূল---অন ; বাগচী---অন। ৭ মূল---জানী---অন্ত্যমিলের পরিপন্থী। ৮ মূল ও শাস্ত্রী---মাসং ; বাগচী---মাঁঝ। ৯ বাগচী---কলঅল সাদেঁ ; সেন---প্রথম পাঠ---কলএল-সাদেঁ ; পরিবর্তিত পাঠ---কল এল-সাদেঁ। ১০ বাগচী---সর্ব্ব বি স্তুনিল ; শাস্ত্রীর প্রথম পাঠ---বিচ্ছুরিল তথতা নাদেঁ।

সরল বঙ্গানুবাদ---শূন্যের সঙ্গে শূন্য যখন মিলিত হয় সকল ধর্ম তখন উদিত হয়। চতুঃক্ষণ সংবোধে আছি। মাঝ-নিরোধে অনুত্তরবোধি [লাভ করিলাম] বিন্দুনাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই। অন্য চাহিতে আর এক (অন্য) বিনষ্ট হইয়াছে ! যে স্থান হইতে আসিয়াছ তথায় [যাইয়া] জান। মধ্যে থাকিয়া সকল বিধান [হয়]। কঙ্কণ বলেন, কলকলানি গলায় (উচ্চৈস্বরে), তথতা নাদের দ্বারা সকল চূর্ণ হইল।

টীকা : পরম করুণারস পানে আনন্দিত সিদ্ধাচার্য কঙ্কণ শব্দান্তরে সেই অর্থই ব্যাখ্যা করেছেন। সুনে ইত্যাদি। তৃতীয়-স্বাধিষ্ঠান-শূন্যে বজ্রগুরুর অধিষ্ঠান হেতু চতুর্থপদ শূন্যতা যখন স্বয়ং মিলিত হয় সেই সন্ধিক্ষণে সর্বধর্ম—এই যুগনদ্ধ ফলোদয় হয়ে থাকে।

ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থই কথিত হচ্ছে। চউথণ অর্থে বিচিত্র পরদর্শন হেতু চতুর্থানন্দকে জাগ্রত ক'রে আমি অবস্থান করছি। এখানে মধ্যমা-নিরোধ অর্থে সপ্ত-প্রকৃতি-দোষ অ-সমাধিমল মূলে থাকায় অনুত্তর-বোধি লাভ করা হয়। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—সে বিষয়ে আনন্দ জন্মায় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদে অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। নাদ অর্থে দীর্ঘ হুংকার অনন্যো-পায়-গ্রাহক জ্ঞান-বিকল্প হচ্ছে বিন্দু। প্রজ্ঞাগ্রাহ্য জ্ঞানবিকল্প হ'লো নাদ—এই উভয় বিকল্প [হেতু] সেই সময়ে আমি পরিত্যাগ করেছি। অতঃপর সর্বধর্ম অনুপলব্ধ দেখে আমার চিত্তের জাগরণ লোপ পেয়েছে।

তৃতীয় পদে সংবৃতি-বোধিচিত্তের বিকাশের কথা বলা হয়েছে। যথা ইত্যাদি। প্রথমে যেহেতু বোধিচিত্ত থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ সেই সময়ে নিজ বোধিচিত্তে চন্দ্ররূপ বিষয়-বিকল্প বিরহিত হওয়ায় যাহা চতুর্থ সুখ সংবেদনের রূপ তাহা জানো। সরহপাদও তাই বলেছেন—

যে দৃষ্ট (দৃঢ়) চিত্ত অবলোকন ক'রে করুণা এবং শূন্যতার সমরস হয়।
ইন্দ্রিয়-বিষয় ও করুণা-শূন্যতার মিলন সন্ধি কি করে বোঝা যায়॥

চতুর্থ পদে স্বকীয় প্রভাব প্রতিপাদন করা হচ্ছে। ভণই ইত্যাদি। সিদ্ধাচার্য কঙ্কণপাদ বলেন, বালযোগীদের সাকার-নিরাকার-আদি বিতর্ক সমতথতানাদহেতু ভগ্ন হয়েছে। আগমেও তাই বলা হয়েছে—শূন্যতারূপ সিংহের গর্জনে সমস্ত শত্রু ভীত হয়।

॥ ৪৫ ॥

॥ রাগ-মল্লারী ॥ কাহ্নুপাদানাম্ ॥

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফল বাহা[১] ॥ ধ্রু ॥
বর গুরু বঅণ[২] কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥ ধ্রু ॥
বাঢ়ই[৩] সো তরু সুভাসুভ পানী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥ ধ্রু ॥
জো তরু ছেব ভেবউ ন জাণই।[৪]
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥ ধ্রু ॥
সুণ তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥ ধ্রু ॥

১ সেন—পাতহ বাহা; শাস্ত্রী—পাত ফলাহা। ২ বাগচী—বঅণে; শাস্ত্রী—বঅণে।
৩ 'বাটই' পাঠ ভ্রান্ত। ৪ বাগচী—ছেবই ভেউ ন জাণই।

সরল বঙ্গানুবাদ—মনরূপ তরু; পঞ্চইন্দ্রিয় তার শাখা। আশা বহুল পত্র ফল বহন করে। সদ্‌গুরুর বচনরূপ কুঠারে ছেদন কর। কাহ্ন বলেন, তরু পুনরায় যেন উৎপন্ন না হয়। শুভাশুভ জলে সে তরু বৃদ্ধি হয়। বিদ্বৎজন [তাহাকে] ছিন্ন করে গুরু উপদেশে (প্রমাণে)। যে তরু ছেদন ও ভেদ করিতে জানে না ষড়গতিতে পতিত হইয়া মূর্খ তাহারা ভব [চক্র] মানিয়া লয়। শূন্য তরুবর, গগন কুঠার। সেই তরুর ডাল নয় মূল ছেদন কর।

টীকাঃ পরমানন্দে আনন্দিত কৃষ্ণাচার্য সেই অর্থই প্রতিপাদন করছেন মনতরু ইত্যাদি পদে। অনাদি ভব-বাসনারূপ পল্লব আশ্রয় হেতু কৃষ্ণাচার্য পাদ

নিজ চিত্তকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করছেন। সেই চিত্ততরুর শাখা হলো পঞ্চেন্দ্রিয় এবং আশা (বাসনা) তার বহুলপত্র ও ফল।

বরগুরু ইত্যাদি ধ্রুবপদে তার অনুৎপন্নত্ব সূচিত করা হচ্ছে। কৃষ্ণাচার্য বলেন, শ্রেষ্ঠ গুরুর বচনরূপ কুঠারের দ্বারা তার বাসনা ছেদন কর। চিত্ততরুর সেই বাসনা যেন ভূমিতে পুনরায় উৎপন্ন না হয়। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—অন্যথা হলে বুদ্ধত্ব লাভ হয় না ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদে গুরুর বচনের প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে বাটই ইত্যাদি। সেই চিত্ততরু নিজের শুভ অশুভ রূপ জল গ্রহণ ক'রে নিজ মনরূপ সংসারভূমিতে বর্ধিত হয়। অতএব শ্রীগুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে এবং তার বচন অনুভব ক'রে বিদ্বান যোগীন্দ্রগণ তাদের চিত্তবৃক্ষ ছেদন করেন।

তৃতীয় পদে অসম্প্রদায় (সম্প্রদায় বহির্ভূত) যোগীদের সংসার আসক্তির কথা বলা হয়েছে। যে সকল বালযোগী চিত্তবৃক্ষ ছেদন বা নিঃস্বভাবীকরণ জানে না তারা সংসারের দুঃখরূপ সমুদ্রে শীঘ্র পতিত হয় পুনরায় সেইখানেই সংসার বন্ধন গ্রহণ করে এবং মোক্ষমার্গের [সন্ধান] জানতে পারে না।

চতুর্থ পদে মার্গের কথা বলা হয়েছে। স্থন তরুবর ইত্যাদি। হে বাল-যোগিগণ! সেইহেতু অবিদ্যারূপ শূন্যতরুর প্রকৃতি-প্রভাস্বর কুঠারের দ্বারা গুরু সম্প্রদায়ের ইচ্ছায় সেই বৃক্ষের ডাল ছেদন কর; যেন পুনরায় ইন্দ্রিয়াধীন না হয়।

॥ ৪৬ ॥

॥ রাগ শবরী ॥ জয়নন্দী পাদানাম্ ॥

পেখু[১] সুঅণে অদশে[২] জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা॥ ধ্রু ॥
মোহ[৩] বিমুক্কা জই মণা।[৪]
তবেঁ তুটই[৫] অবণাগমণা॥ ধ্রু ॥
ন উ[৬] দাঢ়ই[৭] ন উ[৮] তিমই ন চ্ছিজই।
পেখ লোঅ[৯] মোহে বলি বলি বাঝই॥ ধ্রু ॥
ছাআ[১০] মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা[১১]॥ ধ্রু ॥
চিঅ তথতাস্বভাবে ষোহই।[১২]
ভণই জঅনন্দি ফুড়ণ ণ[১৩] হোই॥ ধ্রু ॥

১ টীকা—পেথই। ২ সেন—অদশ; বাগচী—অদশ। ৩ মূল—মোদ; টীকা অনুসারে—মোহ। ৪ মূল—মাণা; টীকা—মণা। ৫ বাগচী—টুটই। ৬ টীকা—নো। ৭ দাটই। ৮ নৌ। ৯ মূল—মোঅ; টীকা—মাআ। ১০ সেন—ছাঅ। ১১ মূল—বিণা; সেনের পরিবর্তিত—বি [না] ১২ সেন—পথম পাঠ—মোহিঅ; সেন পরিবর্তিত—যোহিঅ (মুদ্রণ-প্রমাদ কি না কে জানে) বাগচী—সোহই। ১৩ মূল—ফুড় অণ ণ; বাগচী—ফুড় অণ ণ; সেন—ফুড় অণ ণ; শহীদুল্লা—ফুড় অণ।

সরল বঙ্গানুবাদ—স্বপ্নে যেমন অদশ (আদর্শ, ভবসংসার) দৃষ্ট হয়; মোহ সেইরূপ অন্তরালে। মন যদি মোহ বিমুক্ত হয়; তবে [ভবে] আনাগোনা টুটিয়া যাইবে। উহা দগ্ধ হয় না, ভিজে না, ছিন্ন হয় না। লোকে দেখে [তথাপি] ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোহে বদ্ধ হয়। ছায়া মায়া কায়া সমান (অভিন্ন); পক্ষাপক্ষহীন জ্ঞানই বিজ্ঞান। তথতা স্বভাবে চিত্ত শোধন কর, জয়নন্দি বলেন, [অন্যথায়] স্ফুরণ হয় না।

টীকা : পরম-করুণা অর্জনের নিমিত্ত সেই অর্থবোধ লাভে ইচ্ছুক জয়নন্দি-পাদ সেই অর্থই প্রতিপন্ন করেছেন পেথই ইত্যাদি পদে। স্বপ্নে যেমন নিজের প্রতিভাস হয় এবং দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায় সেই রকম ভববিজ্ঞানকে অন্তরের অন্তমহলে দেখে। আগমেও তাই উক্ত হয়েছে—যেমন জলমধ্যে [প্রতিবিম্বিত] চন্দ্র প্রকৃত চন্দ্র নয় ইত্যাদি।

ওহে, পথ-না-জানা [বালযোগী]! যদি তুমি বিজ্ঞান-সংক্রমণ কালেও (যোগ বিজ্ঞান আয়ত্ত্বকালে) সদ্‌গুরু বচনরূপ পথ অনুসরণ ক'রে নিজ চিত্ত মোহ বিমুক্ত কর তাহলে সংসারে জন্মমৃত্যুরূপ যাতায়াত দূর হবে। সুতরাং কেন বৃথা নিজের আত্মাকে ভুল (মিথ্যা) পথে পরিচালিত ক'রে নিষ্ফল করছ। ভুসুকুপাদও তাই বলেছেন—ক্লেশঅবিষয় প্রভৃতিতে।

দ্বিতীয় পদে পরমাত্ম-চিত্তের স্বরূপ কথিত হয়েছে। নো দাট ইত্যাদি পদে। সদ্‌গুরুর চরণ-পঙ্কজরেণুর প্রসঙ্গতা (প্রাপ্তি) হেতু এই সংসার-আসক্ত মন যদি মোহমুক্ত হয় তবে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না; জলে প্লাবিত হয় না; শস্ত্রে ছেদন করতে পারা যায় না। পরমার্থচিত্তের অন্তঃকরণ মহাসুখরসে মত্ত থাকে এইরূপ দেখেও মূর্খেরা মোহে পতিত হয়ে সংসারে আবদ্ধ (বদ্ধ) হয়। বহিঃশাস্ত্রেও তাই বলা হয়েছে—

অজ্ঞান মানুষ পুণ্য প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে পাপ পর্যায়ের বিষয় সকল আচরণ করে; ইহাই আশ্চর্য যে, মনুষ্যলোকে দেখা যায় মানুষেরা ক্ষীর পরিত্যাগ ক'রে বিষ পান করছে।

তৃতীয় পদে পরমার্থ সত্যের লক্ষণ বলা হয়েছে। ছায়া ইত্যাদি। পরমার্থবিদ্ যখন মোহমুক্ত হন; তখন তিনি জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা নিজ দেহকে ছায়া মায়া সমান দেখেন। তিনি সাকার নিরাকার রূপে পক্ষ অপক্ষের ঊর্ধ্বে শ্রীহেরুকরূপ শূন্যতায় বিলীন হওয়াই পরমার্থ সত্য— এটা বুঝতে পারেন। সরহপাদও তাই বলেছেন—মহামায়াদেবী ইত্যাদি পদে।

চতুর্থ পদে চিত্তফলের স্বরূপ বলা হয়েছে। তথা ইত্যাদি। প্রজ্ঞাপারমিতা (র্থ) রূপ মহারস দ্বারা পণ্ডিতগণ যদি চিত্তের বাসনা দোষের বিশুদ্ধি ঘটান তবে জয়নন্দি পাদ বলেন যে—চিত্তে অন্যথা ভাব হয় না; (চিত্ত বিচলিত হয় না)। যা তথতার দ্বারা বিশুদ্ধ তাই অপর বা শ্রেষ্ঠ হয়। দ্বিকল্পরাজেও তাই বলা হয়েছে—সমস্ত বস্তুর বিশুদ্ধিতা নিশ্চয়ই তথতা-শক্তি-লব্ধ।

॥ ৪৭ ॥

॥ রাগ–গুঞ্জরী[১] ॥ ধাম পাদানাম্ ॥

কমল কুলিশ মাঝেঁ ভই ম[২] মিঅলী[৩] ।
সমতা জোএঁ জলিঅ[৪] চণ্ডালী ॥ ধ্রু ॥
ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি ।
সসহর[৫] লই সিঞ্চহু[৬] পাণী ॥ ধ্রু ॥
ন উ খর জালা ধূম ন দিশই ।
মেরুশিখর লই গঅণ পইসই ॥ ধ্রু ॥
দাঢ়ই[৭] হরিহর বাহ্ম ভড়া[৮] ।
ফীটা[৯] হই নবগুণ শাসন পড়া* ॥ ধ্রু ॥
ভণই ধাম ফুড় লেহু রে[১০] জাণী ।
পঞ্চনালে[১১] উঠি[১২] গেল পাণী ॥ ধ্রু ॥

১ মূল—গুডডরী ; বাগচী—গুর্জ্জরী । ২ শাস্ত্রী—ভইঅ । ৩ বাগচী—ভমই লেলী । ৪ বাগচী—জলিল । ৫ মূল—সহষলি ; টীকা—সসহর । ৬ মূল—ষিঞ্চহু ; বাগচী—সিঞ্চহু । ৭ সেন—দাটই ; মূল—ফাটই ; বাগচী—দাঢ়ই । ৮ সেন—ভড়ারা ; সেন—ভ [ড়ারা] ; বাগচী—বাহ্মণ নাড়া । ৯ সেন—দাটা ; মূল—ফীটা ; বাগচী—দাঢ়ই । ১০ সেন—লেহুঁ রে ; মূল—লেঙ্গুরে । ১১ সেন ও বাগচী—পঞ্চনালেঁ । ১২ বাগচী—উঠে ; শাস্ত্রীর পরিবর্তিত পাঠ—উঠে ।

* বাগচী—শাসন পাড়া ।

সরল বঙ্গানুবাদ—কমল ও বজ্রের মধ্যে আমি মিলিত হইলাম । সমতা-যোগে চণ্ডালী জ্বলিল । ডোম্বীর দাহ ঘরে আগুন লাগিল । শশধর লইয়া জল সিঞ্চন কর । খরজ্বালা নেই ধোঁয়া দেখা যায় না । সুমেরু শিখর লইয়া গগনে প্রবেশ করি । হরি হর ব্রহ্মা ভটত্রয় (ঠাকুর) দগ্ধ করিল । নবগুণ শাসন পট্ট

পুড়িয়া গেল (নষ্ট)। ধাম বলেন, স্পষ্ট করিয়া জানিয়া লইলাম। পঞ্চনালে পানী উঠিয়া গেল।

টীকা ঃ পরম করুণা ও মৈত্রীভাব অন্তরে ধারণ ক'রে সিদ্ধাচার্য ধামপাদ সেই অর্থই নিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করছেন কমলকুলিশ ইত্যাদি পদে। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সম্মিলিত অবস্থায় সত্যাক্ষর মহাসুখ, রাগরূপ বাতাসে নাভিতে অর্থাৎ নিমাণচক্রে আমার চণ্ডালী-শক্তি প্রজ্জ্বলিতা।

যদি দোহ ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থই বিশেষভাবে স্পষ্ট করা হচ্ছে। মহাসুখরাগ দাহযুক্ত সেই অগ্নি পরিশুদ্ধঅবধূতিকা ডোম্বীর ঘরেও লেগেছে (লগ্ন হয়েছে)। সেই মহাসুখ রাগ-অগ্নিতে আমার দ্বারা সমস্ত বিষয়াদি আশ্রয় দগ্ধ হয়েছে। শশধর বা চন্দ্র অর্থে বিলক্ষণ পরিশোধিত-বোধিচিত্ত। সদ্‌গুরুর প্রসন্নতায় বিলক্ষণ পরিশুদ্ধ সংবৃতি গ্রহণ ক'রে সেই আগুন আমি নির্বাণ (নির্বাপণ) করি। দ্বিকল্পেও তাই বলা হয়েছে—চণ্ডালী প্রজ্জ্বলিত হয়েছে [নাভিতে] ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদে জ্ঞানবহ্নির স্বরূপ বলা হয়েছে নৌখর ইত্যাদি। বাইরের আগুনের যেমন তীব্র জ্বালা ইত্যাদি [অনুভূত হয়] ধূমাদি পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানবহ্নির ইহা দেখা যায় না। কিন্তু সে ভাবাভাব বিকল্প দগ্ধ ক'রে পূর্বোক্ত সুমেরু শিখরাগ্রে গগনরূপ মহাসুখচক্রে লীন হয়।

তৃতীয় পদে সেই অর্থই পুনরায় নির্দেশ করা হয়েছে। দাটই ইত্যাদি। ব্রাহ্ম সন্ধ্যা শব্দের দ্বারা বিট নাড়িকা বোঝানো হয়েছে; হরি অর্থে মূত্র নাড়ী; হর অর্থে শুক্র নাড়ী যা দগ্ধীভূত হয়েছে। নবগুণ অর্থে নয় পবন; নয় প্রকার প্রাণ-বায়ু; শাসন অর্থে চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে বলা হয়েছে। এই সকল দগ্ধ ক'রে এই রাগ অনল নিঃস্বভাবীত হলো (নির্বাপিত হয়ে গেল)। সরহ পাদও মনমর ইত্যাদি পদে সেই কথাই বলেছেন।

ধাম ইত্যাদি চতুর্থ পদে চতুর্থানন্দ প্রত্যয়ের কথা বলা হয়েছে। ধামপাদ বলছেন—ওহে, পথের সন্ধান-না-জানা [যোগী], তুমি শ্রীগুরুর চরণোপায়ের দ্বারা বজ্রকমলের সম্যক্ সংযোগে পরিস্ফুট ক'রে অবস্থান কর।

ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি তুলে কুক্কুরীপাদ বলছেন—ওহে যোগি—এই-ই ত্রৈলোক্য। কায়বাকচিত্তের আভাস দোষ মহাসুখের দ্বারা জয় করা যায়। সরহপাদও তাই বলেছেন—ঘর থাকতে বনে যেও না ইত্যাদি।

॥ ৪৯ ॥

॥ রাগ—মল্লারী ॥ ভুসুকু পাদানাম্ ॥

বাজ-ণাব পাড়ী[১] পঁউআ খালে[২] বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে[৩] দেশ[৪] লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসুকু[৫] বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী[৬] লেলী ॥ ধ্রু ॥
দহিঅ পঞ্চ-পাটণ[৭] ইংদি বিসআ ণঠা।
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোণ রুঅ[৮] মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে[৯] থাকিউ ॥ ধ্রু ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার[১০] মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

১ বাগচী—রাজ নাব পাড়ী ; সেন—বাজ ণাব পাড়া। ২ বাগচী—পালেঁ ; আলে ; ৩ বাগচী—বঙ্গালে ; শাস্ত্রীর পরিবর্তিত—বঙ্গালে। ৪ শাস্ত্রী-বাগচী—ক্লেশ ; মূল—দ্রেশ। ৫ মূল—ভুসু ; টীকা—ভুসুকু। ৬ টীকা—চণ্ডালে ; বাগচী—চণ্ডালী। ৭ বাগচী—ডহি জো পঞ্চপাটণ ; টীকা—পঞ্চপাটন ; শাস্ত্রীর প্রথম পাঠ—ডহি জো পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা ণঠা। ৮ মূল—সোণ তরুঅ ; বাগচী—সোণত রুঅ। ৯ সেন—মহানেহে। ১০ বাগচী—ভাণ্ডার।

সরল বঙ্গানুবাদ—বজ্রনৌকা পাড়ী দিয়া পদ্মাখালে বাহিত হইল। নির্দয় দঙ্গাল (বা বঙ্গাল) দেশ লুট করিয়া লইল। আজ ভুসুকু [তুমি] বাঙ্গালী হইলে চণ্ডালীকে গৃহিণী রূপে গ্রহণ করিয়া (লইয়া)। পঞ্চপাটন দগ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় বিষয় সকল নষ্ট করিলাম। জানি না আমার চিত্ত কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট (হইল)। সোনা রূপা কিছুই আমার থাকিল না। নিজ পরিবারে মহাসুখে থাকিলাম। চৌ কোটি ভাণ্ডার আমার লইয়া শেষ করিয়াছে। [এখন] জীবন্ত ও মৃতের মধ্যে কোনো বিশেষ (পার্থক্য) নাই।

টীকা : প্রজ্ঞাপারমিতা রূপ সমুদ্র মন্থনজাত অমৃত দ্বারা স্নাত সিদ্ধাচার্য ভুসুকপাদ বঙ্গালিকা রূপকে সেই অর্থই প্রতিপাদন করছেন। প্রজ্ঞারূপ পদ্মের গভীর হ্রদে সদ্‌গুরুর চরণোপায়ের দ্বারা প্রবেশ করা হয়েছে। সেখানে আনন্দাদি শব্দ ইত্যাদি অক্ষর সুখরূপ অদ্বয় বঙ্গালের দ্বারা বাহিত হচ্ছে; অভিন্নত্ব করা হচ্ছে। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

কোনো ক্লেশের বোধ হয় নাই এবং কোনো ক্লেশের উৎপত্তিও হয় নাই। ভ্রান্তিবশতঃ ক্লেশের সংকল্প আসে। প্রকৃতি যে নির্মল তাও ভ্রান্তিময়।

আজি ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা সেই অর্থই প্রকাশিত হচ্ছে। নিজেই নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন—ওহে ভুসুকুপাদ, ধ্যান-পরিপক্ক অবস্থার বিয়োগ হেতু আজ-ও তুমি বঙ্গালী হতে পারো নাই। যেহেতু নিজ গৃহিণী তোমার বায়ুরূপা অপরিশুদ্ধা অবধূতি; স্পর্শ প্রকৃতি প্রভাস্বরের দ্বারা চণ্ডাল কর্তৃক নীত হয়েছে।

দহিঅ ইত্যাদি দ্বিতীয় পদে ভাব নিঃসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে। সেই মহাসুখ অনলের দ্বারা পঞ্চপাটন অর্থাৎ রূপাদি পঞ্চস্কন্ধাশ্রিত অ-কারাদি অহংকার দগ্ধ হয়েছে; ইন্দ্রিয় বিষয়ও দগ্ধ হয়েছে। অতএব কল্পপরিহারহেতু স্বয়ং চিত্তরত্নকে আমি জানি না। সরহপাদও তাই বলেছেন—যথাতথা ইত্যাদি পদে।

তৃতীয় পদে সোনা রূপা ইত্যাদি শব্দে সেই অর্থই নির্দেশ করা হয়েছে। সোনা অর্থে শূন্যতাগ্রহ; রূপা অর্থে ভাবগ্রহ। উভয়ই বিকল্প, স্বরূপ বিচারে কিছুই বিদ্যমান নাই। নিজ পরিবারে অর্থাৎ নির্বিকল্প পরিহারের দ্বারা মহাসুখ রত্নে আমি নিমগ্ন হয়েছি। আগমেই তাই বলা হয়েছে—

যে জনতার মধ্যস্থিত প্রার্থীকে অতিদূরে নিয়ে যায় তারা ধন্য। নিজেদের ভোগ বিষয়ে সংযত এবং দিবারাত্র ধ্যানে রত থাকেন মূঢ় আমি সুখাশ্রয় পদকে ধ্যান করতে করতে অনিশ (আলো বা দিন) দেখতে পাই না। সত্ত্বগুণ কামনাকারী আমি পুনরায় অতিগ্রহণ করুণারসে মগ্ন হই।

চউকোটি ইত্যাদি চতুর্থ পদে অত্যন্তাভাবের কথা বলা হয়েছে। যার পর চতুষ্কোটি বিচার ভাণ্ডার সেই অদ্বয় বঙ্গালের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। অতএব আমার জীবন মরণ ধ্যানাদি বিকল্প নাই। হেবজ্রেও তাই বলা হয়েছে—পিতার নিকট প্রাপ্ত যা তাই সুন্দর। ইত্যাদি।

॥ ৫০ ॥

॥ রাগ রামক্রী ॥ শবর পাদানাম্ ॥

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী[১] হিএঁ[২] কুরাড়ী ।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি[৩] জাগন্তে উপাড়ী[৪] ॥ ধ্রু ॥
ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী ।
মহাস্থহে বিলসন্তি শবরো লইআ স্থণ-মেহেলী ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে[৫] সমতুলা ।
ষুকড় এবে[৬] রে কপাসু ফুটিলা ॥ ধ্রু ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা[৭] ।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিলা[৮] ॥ ধ্রু ॥
কঙ্গুচিনা[৯] পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা ।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাস্থহেঁ ভোলা[১০] ॥ ধ্রু ॥
চারিবাসে গড়িলা রেঁ[১১] দিআঁ চঞ্চালী ।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ[১২] শিআলী ॥ধ্রু
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী ।
হের সে[১৩] সবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি[১৪] ষবরালী[১৫] ॥ধ্রু॥

১ মূল—বাড্‌ডী ; সেনের পরিবর্তিত পাঠ—বাড্‌হী ; টীকায়—বাটিকা > বাড়ী । ৩ বাগচী—বালিকা । ২ বাগচী-শাস্ত্রী—হেঞ্চে ; টীকা—হৃদয়েনেতি—হিএঁ । ৪ সেন—স্থণাড়ী । ৫ বৃত্তি—খসম । ৬ মূল—এ সে বে ; বৃত্তি—ইদানীং । ৭ সেন—তাএলা । ৮ মূল—ফুটিলা ; বাগচী—ফুলিআ । ৯ বাগচী—কঙ্গুরি ; শাস্ত্রী—কঙ্গুরি না । ১০ মূল—ভেলা । ১১ বাগচী—চারিপাসেঁ ছাইলারে । ১২ সেন—কান্দ শগুণ । ১৩ শাস্ত্রী—হে রসে । ১৪ বাগচী—ফিটিল । ১৫ সেন—অব সলী ; বাগচী—সবরালী ।

সরল বঙ্গানুবাদ—গগনে গগনে তৃতীয় বাটিকা হৃদয়ে কুঠার। কণ্ঠে নৈরামণি বালিকা জাগিয়া থাকিলে সুরাহা। মায়া মোহ ভীষণ দ্বন্দ্বযুক্ত [সুতরাং] ছাড় ছাড়। শূন্যতা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া শবর মহাসুখে বিলাস করেন। সেই আমার তৃতীয় বাটিকা দেখিতেছি খসমের সমতুল্য। চমৎকার এখন, ওরে, কার্পাস ফুটিল। তৃতীয়-বাটিকার পার্শ্বে জ্যোৎস্না-বাটিকা উদিত হইল। আকাশ-পুষ্পের মতো অন্ধকার দূর হইয়া গেল। কাঙ্গনিদানা পাকিল রে, শবর-শবরী মত্ত হইল। দিনের পর দিন [যায়] শবর কিছুই টের পায় না; সে মহাসুখে বিভোর। চার বাঁশে চ্যাঙ্গারী দিয়া [খাট] গড়িল, ওরে। তাহাতে তুলিয়া শবরকে দাহ করা হইল; শকুন শৃগাল কাঁদিল। ভবমত্ততা শেষ হইল দশদিকে পিণ্ডদান করিয়া। দেখ, সেই শবর নির্বাণ প্রাপ্ত হইল; ঘুচিয়া গেল তাহার শবরালী (শবরগিরি)।

টীকাঃ পরমার্থ সত্য সাক্ষাৎ করার জন্য সিদ্ধাচার্য শবরপাদ সেই অর্থ-ই জনগণের কল্যাণের জন্য প্রতিপাদন করছেন গঅণত গঅণত ইত্যাদি পদে। দুইবার গগন শব্দের উল্লেখ দ্বারা শূন্য ও অতিশূন্য[১] বুঝতে হবে। তার সংলগ্ন বাটিকাটি সন্ধ্যা-ভাষায় মহাশূন্য বুঝতে হবে। এই তৃতীয় মহাশূন্য অবস্থিত হৃদয়ে। প্রভাস্বর রূপ চতুর্থ শূন্যের দ্বারা কুঠার [তৈরি] ক'রে এই আলোকাদি শূন্যত্রয় দোষ ছেদন ক'রে কণ্ঠে অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে নৈরাত্মধর্মে অধিকার হেতু দিনের পর দিন যে যোগিবর জাগ্রত হয়ে থাকেন ত্রিলোক তাঁর আয়ত্তে থাকে।

ছাড় মাআ ইত্যাদি ধ্রুবপদের দ্বারা আসঙ্গ পরিহারের কথা বলা হয়েছে। বিসম-দ্বন্দ্বযুক্ত (অসমতাযুক্ত, চঞ্চল) কর্মের আঙ্গিনা থেকে মোহ ত্যাগের দ্বারা হে যোগি, মহামুদ্রা সিদ্ধি লাভ কর। সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। যামই ইত্যাদি পদে সরহপাদও সেই কথাই বলেছেন। অতএব শবরও মহাসুখে নৈরাত্ম-জ্ঞানমুদ্রাকে গ্রহণ ক'রে ভবে শূন্যে বিলাস অর্থাৎ ক্রীড়া করছেন।

দ্বিতীয় পদে কৃতকৃত্যের (সার্থকতার) কথা বলা হয়েছে। আমার তৃতীয় অবধূতিকা, খসম অর্থে গুরুবচন প্রসাদে, প্রভাস্বর শূন্যতার তুল্য হল। 'কপাস' অর্থে 'ক'-কারের পাশ্ববর্তী 'খ'-কার চতুর্থ শূন্য আমার এখন এমনভাবে সুপরিস্ফুট হয়েছে যে পুনরায় তার অন্যথা হবে না। তাই বলা হয়েছে—নির্মল চন্দ্র যেমন সহজে স্ফুরিত হয়......।

[১] শূন্য চার প্রকার...শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য, সর্বশূন্য।

তৃতীয় পদে সেই অর্থই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছে। তইলা বাড়ী ইত্যাদি। তৃতীয় শূন্যতার পাশে অবস্থিত জ্যোৎস্না বাড়ীতে যখন জ্ঞানেন্দু মণ্ডল উদয় হয় সেই সময়ে সকল ক্লেশান্ধকার দূরীভূত হয় অর্থাৎ আকাশে মিলিয়ে যায়। 'ক' অর্থে সংবৃত্তি-বোধিচিত্তরূপ সুখ তার দ্বারা যার অঙ্গচিহ্ন জানা যায়।

চতুর্থ অনুশাসনে উৎপাদ-প্রকৃতি-প্রভাস্বর রূপ গুরুপ্রসাদে যোগিবরের উভয় একীভূতভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। অতএব সরোবর (?) চিত্তবজ্র সদৃশ। শবর জ্ঞান পানে প্রমত্ত জ্ঞানমুদ্রাকে গ্রহণ ক'রে অনাসঙ্গ, নাদ, আনন্দ প্রমোদের দ্বারা দিনের পর দিন কিছুই বুঝতে পারছেন না। অতএব মহাসুখ শয্যায় বিহ্বল হয়ে নিদ্রিত আছেন।

পঞ্চমপদে প্রবেশ উপায়ের কথা বলা হয়েছে। চারি ইত্যাদি। কর্মমুদ্রা-সঙ্গহেতু চতুর্থসন্ধ্যায় চতুরানন্দ বুঝতে হবে। গড়িল অর্থে যোগীন্দ্রের [স্থিরীকরণ] দ্বারা স্থিরীকৃত হ'লো। আগমেও তাই বলা হয়েছে—

সেই বিষয়ে আনন্দ জন্মায় ইত্যাদি। তার ঊর্ধ্বে, চণ্ডাল এই শব্দে, বিষয়েন্দ্রিয় দগ্ধ করে সকলে অবস্থান করছে। সকারায় পরোয়ং। হ। (?)

—

—ঃ শব্দ-সূচী ঃ—

[মুনিদত্তের টীকার অনুসরণে শব্দার্থ নির্ণয়]

অর্ধ = অর্ধতৎসম
আ. বা = আধুনিক বাঙ্গালা
আমার বাল্যকথা ও আমার
বোম্বাই প্রবাস = সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ককচ = কবিকঙ্কণচণ্ডী
কীর্তিলতা = বিদ্যাপতি
গো. বি = গোর্খ বিজয়
টী. = মুনিদত্তের টীকা
তু. = তুলনীয়
দ্র. = দ্রষ্টব্য
প্রা. = প্রাকৃত
বৈ. প = বৈষ্ণব পদাবলী
ম. বা = মধ্যযুগের বাঙ্গালা
সং.—সংস্কৃত

॥ শব্দ-সূচী (শব্দার্থ ও টীকা) ॥

অইস ৪১। ∠ঈদৃশ=এতাদৃশ, এইরূপ

অইসন ২ ∠ইদৃশণ। তু. ঐছন-ব্রজবুলি স্ত্রী. অইসনি। আ. এহেন

অকট ৩১, ৩৯। বিস্ময়কর, আশ্চর্য টী. আকট : আশ্চর্য্যং

অকট ৪১। অবিবেচক। আ. আকাট =কাষ্ঠবৎ নীরস। নিরেট মূর্খ (Impreviously dull)

অকিলেসেঁ ৯। ∠অক্লেশেন=অক্লেশে

অগে ১৫। অগ্রে=আগে, সম্মুখে

অঙ্কবালী ৪। অঙ্কপালিকা> আঙ্কো-আলি=আলিঙ্গন (close-embrace)। টী. অঙ্কং স্বচিহ্নং সাধকায় দদাতি।

অঙ্গ ২৭।

অচার ২১। ন+চার (চার ∠চঙ্ক্রমন =আহার বা ভিক্ষার অন্বেষণ) অচারেঁ ∠অচারেন=বিনা অন্বেষণে।

অচাভুঅ ১২। অত্যদ্ভুত ব্যাপার

অচিন্ত ২২। অচিন্ত্য

অচ্ছ ৩৭। √অস্ অনুজ্ঞা বা বর্ত্তমান =থাক

অচ্ছম ২৯। √অস্। বর্ত্তমান উত্তম সং. তিষ্ঠামি=আছি

অচ্ছন্তে ৪২। আছে, থাকিতে। টী. ভবন্তি

অচ্ছসি ৪১। ঐ মধ্যম=আছিস

অচ্ছহু ৬। ঐ উত্তম=আছি

অছিলেস ৩৭। (=অছিলেসি) ছিলে ঐ অতীত মধ্যম।

অচ্ছিলেঁ ৩৫। অচ্ছিলেসু ৩৫। =ছিলাম। ঐ অতীত উত্তম।

অজরামর ৩, ২২। অজর+অমর

অটমহাসিদ্ধি ১৫। অষ্ট-মহাসিদ্ধি। অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশ্বর, বশিত্ব, কামাবসায়িতা

অঠকমারী ১৩। আট কামরা বিশিষ্ট। ∠গ্রীক Komora=কামরা। টীকার পাঠ অঠকুমারী=সুখানুভূত বুদ্ধৈশ্বর্য

অণহ, অণহা ১৬, ১৭, ২৫। ∠অনাহত, অনাঘাত। হংসমন্ত্রধ্বনি। তু. অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্যা নিরমল। —যোগ-চিন্তামনি। হৃদয় মধ্যস্থ

দ্বাদশ দল পদ্ম। অনাহত মিষ্টপীঠং চতুর্থং-কমলং হৃদি—প্রাণসঙ্কলিনী। প্রাণাধার অনাহত কমলে বিনা আঘাতে হংসশব্দ ধ্বনিত হয় বলিয়া এই পদ্মের নাম অনাহত।

অণুঅর ৪৪। ∠অনুত্তর = যাহার উপর বা পর নাই।

অণুদিন ৫০। ∠সং অনুদিনং = প্রতি-দিন, সর্বদা

অদঅ ৪৯। ∠অদ্বয় = দ্বৈতরহিত ভাবে বা নির্দয়। তু. অদ্বঅ—দোহা

অদভুঅ ৩৯। অদ্ভুত (অর্ধ)

অদভুআ ৩০। ঐ

অদশে ৪৬। আদর্শ বা অ-দৃষ্ট (∠অদর্শ)

অধরাতী ২। অর্ধরাত্রে

অধরাতি ২৭। অর্ধরাত্রি ব্যাপিয়া

অনহা ১১, ২৫। দ্র. অণহা

অনাবাটা ১৫। ∠অনাবর্তঃ = অপুন-রাবর্তনকারী, নির্বাণপ্রাপ্ত। টী. তেহপ্যনাবর্তে

অনুত্তর সামী ৫। ∠অনুত্তরস্বামী = যাহার উত্তর বা পর নাই এমন গুরু।

অনুদিন ৪২। ∠অনুদিনং = প্রতিদিন

অনুভব ৩৭। অনুভব কর। অনুজ্ঞা

অন্ত ১৫। শেষ। টী. প্রমাণং

অন্ত ২০। টী. পর্যন্ত:

অন্তউড়ী ২০। ∠সং. অন্ত্রপুটিকা = আঁতুড়ি, গর্ভের ফুল (Placenta)

অন্তরালে ৪৬। মাঝখানে। অন্তরে টী. অন্তরা।

অন্তরে ১০। তরে, জন্য

অন্তে ১৮। একপাশে, শেষে।

অন্ধকারা ৩০। অন্ধকার।

অন্ধারি ৫০। অন্ধকার। স্ত্রী

অন্ধারী ২১। ঐ

অপইঠান ৩৪। অপ্রতিষ্ঠান = যাহার প্রতিষ্ঠান বা আধার বা অধিকার নেই। অর্ধ। তু. অপতিঠান গরুআ = প্রতিষ্ঠানহীন গুরু

অপণা ৬। ∠আত্মন: = নিজের। ষষ্ঠী

অপণে ৩, ২২, ৩২, ৩৭। আপনি, নিজে। করণ

অপা ৩, ৩২, ৩৯। ∠আত্মা = স্বয়ং

অপেঁ ৪১। জল দিয়া, জল হইতে। ∠অপ+এন

অপ্পণা ৩৯। দ্রঃ অপণা। অর্ধ

অপ্পা ৪৩। দ্র, অপা = আত্ম ও আত্মীয়-বোধ। অর্ধ

অপ্যণা ৩৯। দ্র. অপ্পণা

অবকাশ ৩৭। অবকাশ

অবশ ১২। অবশ

অভঅ ৩৮। অভয় = ভঅ

অভিন-চারেঁ ৩৪। অভিন্ন চর্যায়, অভিন্ন আচারে

অমণ ধান ২১। অমনস্ক ধ্যান

অমিঅ ২১। অমৃত

অমিআ ৩৯। ঐ

অম্ভে ২২। আমরা, আমি। কর্তা ∠অস্মাভিঃ

অরু ৪। রাগ-নাম

অলখ ৩৪। অলক্ষ্য

অলকৃথ ১৫, ৩৪। ঐ

আলো ১০। টী. অলো। সম্বোধনে (নারী)। ∠প্রা. হলা

অলো ১৭। ঐ

অবণাগমণ ৩২। আনাগোনা

অবণাগমণা ২১, ৪৬। ঐ

অবণা গমণে ৭। আনাগোনায়। করণ, অধিকরণ। তু. কোন লক্ষ্যে করে মন অমনাগমন। গো. বি। অমণা-গমণ—দোহা

অবধুই ২৭। অবধূতি

অবর ১০, ৩৪। ∠অপর

অবসরি জাই ৩২। সং. অপস্রিয়তে। প্রা. অবসরিজ্জই। অপসৃত হইয়া যায়

অবিদারঅ ৩৯। অবিদ্যারত

অবিদ্যাকরী ৯। অবিদ্যারূপ হস্তী

অহনিসি ১৯। অহর্নিশ। সং. অহর্নিশং তু. আহনিসি যোগ ধেআই। শ্রীকৃ. কী

অহার ৩৫। ∠আহার

অহারিউ ১৯। ঐ। টী. প্রবেশিতং

অহারিল ৩৫। ঐ। ক্রিয়া, অতীত

অহারী ৩৬। ঐ। ∠আহারিতম্

অহেরি ৬। শিকার, শিকারী ∠আখে-টিক

অহ্মে ৪। দ্র. অম্ভে।

আই-অনুঅণা ৪৩। আদৌ যা উৎপন্ন হয় নাই। আদিতেই অনুৎপন্ন

আইএ-অনুঅনা ২১। ঐ

আইল ৩। আসিল ∠সং. আগতাঃ

আইলা ৭। ঐ

আইলেঁসি ৪৪। আসিয়াছে, (তুমি) আসিলে

আইস ২৯, ৪১, ৪২। এমন, ইদৃশ। দ্র. টী. ঈদৃক্

আইসসি ১০। আসিস

আকাশফুলিলা ৪১, ৫০। আকাশ-কুসুম

আখি ১৫। অক্ষি

আগম-পোথি ৪১। আগম-পুঁথি ∠পুস্তিকা

আগম-বেএঁ ২৯। আগম বেদ দ্বারা ∠বেদেন

আগলী ১৮। শ্রেষ্ঠ, বাড়া ∠অগ্রলিকা টী. ব্যতিরেকাৎ

আগি ৪৭। ∠অগ্নি

আগে ১৫। সম্মুখে। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও। বৈ. প

আঙ্গণ ২। অঙ্গন, আঙ্গিনা

আচ্ছন্তেঁ, অচ্ছন্তেঁ ৩৯। থাকিতে। √অস্ শতৃর্থ অসমাপিকা।

আচ্ছহুঁ ৪৪। আছি। ঐ। বর্তমান উত্তম

মতান্তরে, দাবাখেলায় অংশগ্রহণকারীকে দান বলিয়া দেয় যে।

উআরে ৩২। উত্তরণে

উআস ৭। ∠উদাসীন = উদাস, রাগশূন্য। তু. সময়ে ভারথি আসি করিল উদাস। গো. বি.

উইত্তা ৩০। টী. উইএ। উদিত হইয়াছে।

উইজঅ ৪৫। উৎপন্ন হয় ∠সং. উদ্‌বীজয় ত। তু. না উপজে শস্য। ম. ৭।

উএখী ১৬। উপেক্ষিত হইল।

উএসেঁ ১২। উপদেশে

উএসই ৪০। ∠উপদিশতি = উপদেশ দেয়।

উঁচা ২৮। উচ্চ

উছলিআঁ ১৯। উচ্ছলিত ∠উৎসারিত

উহারা ১৪। পড়ন্তবেলা ∠উৎসার

উজাঅ ৩৮। উজানে যায়। তু. উজিয়ে যাওয়া। আধুনিক কথ্য

উজু ৩২। ঋজু, সোজা

উজুবাট ১৫, ৩২। সোজা রাস্তা ∠ঋজুকবর্ত্ম

উজোলি ৩০। উজ্জ্বল হইল, দীপ্তি হইল

উঞ্চল-পাঞ্চল ২১। টী. মোহমানোন্নত ভাতি। বাং. ওচর-পোঁচড় করা। চঞ্চলতা বা ছট্‌ফটানি

উঠি ২১, ৪৭। উঠিয়া, উত্থিত।

উদকচান্দ ২৯। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র

উন্মত্তো ১৯। উন্মত্ত।

উপাড়ী ৫০। টী. সুঘটং

উপায়ে ৩৮। উপায়ে

উভিল ৪। তুলিয়া ধরিল, উপস্থিত হইল।

উমত ২৮। দ্র. উন্মত্তো।

উলাস ৩০। উল্লাস

উবেসে ৮। উদ্দেশে

উহ ১৯। পরিমাণ, সীমা

উহ ২১, ২৯। উদ্দেশ। টী. বর্ণোপলম্ভোপদেশং ন বিদ্যতে।

উহ্লসিউ ২৭। উল্লসিত হইল। রোমাঞ্চিত হইল।

উইআ ৪৪। দ্র. উইত্তা

এ ৬, ২০, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৯। এই, ইহা < এতৎ

এক ৩, ১০।

একাকারে ১১। এক আকারে, অদ্বয়রূপে

একু ২, ৫, ৩৪। এক। তু. একু—দোহা

একুমনা ২৩। একমন, একাগ্রচিত্ত

একে ২৮। এক

একেলী ২৮। একাকিনী। স্ত্রী।

একেলে ৩৯। একেলা

এড়িএউ। এড়াও, পরিত্যাগ কর। অনুজ্ঞা

এতকাল ৩৫।

এথু ১৬, ২০, ২০, ৩৭। ঐ ∠অত্র

এথু ২৭। ইহা

এবেঁ ৩৫। এখন, এইবার। এবে—যাত্রার সংলাপে প্রচলিত।

এবংকার ৯। এ অর্থে চন্দ্রকিরণ, বং অর্থে সূর্য। এবং অর্থে দিবস ও রাত্রি। এবংকার অর্থে দিবারাত্রিজ্ঞান।

এষা ১৫। টী˙ অত্রৈব। পা. এথা = হেথা, এখানে।

এহু ২৬, এহ ৪৩। ইহা, এই। টী˙ এষা

ওড়িআণে ৪। মহাসুখচক্রে

কইসণ ২২। কীদৃশ, কিরকম

কইসনি ১৮। ঐ। স্ত্রী˙

কইসা ৪০। টী, কীদৃশং। কেমন

কইসে ২৮, ২৯, ৩৯, ৫২। কিসে, কি-প্রকারে

কইসেঁ ৮, ৪০। ঐ করণ

কএলা ২৫, ৪০। করিলাম, করিল ∠কৃত

কঙ্কণ ৪৪। চর্যাকর্তার নাম অথবা পদবী। তু. কবিকঙ্কণ

কঙ্খা ২২। আকাংক্ষা। Desire.

কংথা ৩৭। ঐ

কঙ্গুচিনা ৫০। কাঙ্গনিদানা, শ্যামাঘাসের বা চিনা ঘাসের বীজ।

কট ৪১, ৪৩। নির্বন্ধ করিয়া, নিশ্চিত-ভাবে, Must. মতান্তরে, আশ্চর্য

কণ্ঠ ১৮। গ্রীবা

কণ্ঠে ২৮, ৫০। ঐ। ৭মী

কণ্হারা, কণ্ঢারা ১৫। কোনো নদীর ক্ষুদ্রশাখা ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং দুই পার্শ্বের জঙ্গলে দুর্গম হইয়া ওঠে। টী. কণকধারা। বীরভূমের উপভাষায় কান্দর বা কাঁদর।

কণ্ণহার ১৩। ∠কর্ণধার = যে মাঝি নৌকার হাল ধরিয়া থাকে। কাণ্ডারী।

কদিনি ২৩। কাহিনী। তিব্বতী অনুবাদে-কহানী

কপাসু ৫০। কাপাস (তুলা বিশেষ)

কমল ৪, ২৭, ৪৭। পদ্ম

কমলরস ৪। পদ্মমধু। তু. কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা—মীননাথ

কমলিনি ২৭। টীকা অনুসারে, যে শশী-ধর বোধিচিত্ত অবধূতিমার্গে গমন করেছেন তিনি গুরুর প্রসন্নতাহেতু বজ্রশিখরাগ্রে প্রভাস্বর নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। এঁর মহাসুখস্বরূপ কমল-রস আছে ব'লে ইনি হয়েছেন কমলিনী।

কর ২৮, ৪১। সং. কুরু

করঅ ২১। করে

করই ৪১। ঐ

করউ ২২। করুক ∠সং. করোতু

করণক ১। ইন্দ্রিয়ের

করণ্ড কশালা ১৯। বাদ্যযন্ত্র বি.

করহকলে ১৭। তারযন্ত্রের যে অংশ চাপ দিয়া সুর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঘাট। টী. করুণাবহতং ফলং প্রভা-স্বরং।

করহা ১৭। পাণিপার্শ্ব, উষ্ট্র। টী. চিন্তয়া চিত্তোষ্ঠং।

করহু ৪। কর

করি ১০, ২৬, ৩৭। করিয়া

করী ৩। ঐ

করিঅ ১। করিয়া। অসমাপিকা

করিঅই ১। করা হয়

করিণা ৯। মদা হাতী ∠ করিণ্

করিণিরেঁ ৯। করিণীর প্রতি

করিব ৭, ১০, ৩৬। করা হইবে ∠ করিষ্যতে

করুণরি ৩৪। করুণার। টী. সংবৃতি-সত্য

করুণা ১২, ১৩, ৩১। পারিভাষিক শব্দ। টী, স্বাধিষ্ঠাণচিত্ত।

করেই ১৪। করে, করায়

কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ২৮।

কলঅল ৪৪। কলকল (ধ্বন্যাত্মক শব্দ) টী· কলকল: সমতথতানাদেন।

কলিআঁ ২১। কলে-কৌশলে, জানিয়া

কবড়ী ১৪। কড়ি ∠ কপর্দিক।

কবালী ১১। কাপালিক। টী· বজ্র-কাপালিকো

কশালা ১৯। বাদ্যযন্ত্র বিঃ। কাঁসি ∠ কাংস্যতাল

কসণ ১৬। কৃষ্ণ, কালো। অর্ধ·

কহণ ন জাই ২০। কহা যায় না।

কহিঁ ৭, ৩১, ৪৯। কোথায়

কহুঁ-গুঞ্জরী ৪১। রাগ-নাম। কহ্নু, গুঞ্জরী < গুর্জরি

কা ২, ৩৯। কোথায়, কি

কাঅ ১৩, ৩৮, ৪৬। কায়

কাউই ২। কাক হইতে

কাড়ই ২। কালের

কাঅর ৪২। কাতর

কাঙ্কাণ ৩২। কঙ্কণ। অলঙ্কার বি.

কাচ্ছি ৮। কাছি, নৌকা বাঁধার মোটা দড়ি

কাচ্ছী ১৪। ঐ

কাজ ১৮, ২৬। কার্য

কানেট ২। কর্ণভূষণ। টী· কানেট্ট

কান্দই ৫০। কাঁদে < ক্রন্দতি

কান্ধ ৩। সং-স্কন্ধ। দেহ।

কান্ধবিয়োএঁ ৪২। মূল—কান্ধবিয়োএঁ; পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহের অবসানে

কাপালী ১১, কাপালি ১০। কাপালিক-যোগী। টী· বজ্রকাপালিক। টী· হউঁ কাপালিকঃ চর্য্যাধরশ্চ।

কাপুর ২৮। কর্পূর

কাবালী ১৮। দ্র. কাপালী। তু. কাবাড়ি ক. ক. চ

কাম ২২। কর্ম

কামে ২২। কর্মদ্বারা বা হইতে। করণ

কামচণ্ডালী ১৮। সাধন সঙ্গীত বি.। টী. কর্মস্থসাধনোপায়চণ্ডালী।

কামলি ৮। চর্যাপদকর্তার নাম। ∠ কম্বলাম্বর।

কামরু ২। টী. মহাসুখচক্রস্বস্থানে। কামরূপ।

কামোদ ১৩, ২৭, ৩৭, ৪২। রাগ-নাম।

কারণ ১৮, ২৬। কারণ

কাল ১। সময়। টী· রাহুঃ

কাল ৪০। কালা। টী· বধির :
কালেঁ ৪০। ঐ। করণ
কাল ২১। কালো। টী· কাল :
কাহ্ন ২৩। কাহার ∠কস্য
কাহারি ১০। কাহার। পা. কাহরি
কাহি ১। কি What
কাহিঁ ৪৩। কোথায় Where
কাহিব ৪০। কহিব
কাহেরি ৩৭। কাহার
কাহেরে ৬। কাহাকে
কাহ্ন, কাহ্ন ৭, ৯, ১১, ১২। চর্যাপদ-কর্তার নাম ∠কৃষ্ণাচার্য
কাহ্নি ৭। অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন
কাহ্নিল, কাহ্নিল, কাহ্নিলা ১৩, ৩৬, ৪২, সম্বোধন (অবজ্ঞাসূচক)
কাহ্নু ৭, ৯, ১২। কৃষ্ণাচার্য। টী· কৃষ্ণাচার্যপাদ
কাহ্নে ১৮। ঐ। তৃতীয়া
কাঁহি ৩৭। কি করিয়া। টী· কথং
কি ২২, ২৬। অথবা। যাব কি যাব না। অা. বা. to be or not to be.
কি ৮, ৩৩, ৩৯, ৪২। প্রশ্নসূচক ∠কিম্
কিঅ ১৩, ১৯। কৃত, করা হইয়াছে।
কিঅত ১৭। ঐ
কিন্তো ৩৪। টী· কিং তব ; কিম্
কি ণ ২৬।
কি ৪, ৩৯। ∠কিম্ মম
কিম্পি ১৬, ২২, ৪৯, ৫০। কিছুই। টী· কিমপি ∠কিম্+অপি
কিরণ ১৬। কিরণ, রশ্মি
কীষ ২৯, কীস ৬, ৪০। কী, কি-করিয়া। টী· ∠কিং
কুক্কুরী-পা ২০। চর্যাপদকর্তার নাম।
কুক্কুরী পাএঁ ২। ঐ করণ ∠+এন
কুঠার ৪৫। টী· পরশু
কুঠারেঁ ৪৫। ঐ ∠+এন
কুণ্ডবাঁ ৩৯। কুটুম্ব। টী· নিজ গৃহিনী রাগদ্বেষ-মোহাদিসমূহ নৈরাত্মা-জ্ঞানমুদ্রা
কুণ্ডল ১১, ২৮। যোগিগণ ব্যবহৃত কর্ণ-ভূষণ বিঃ
কুন্দুরে ৪। দ্বীন্দ্রিয় যোগ। টী. দ্বীন্দ্রিয় সমাপত্তিং যোগাক্ষর সুখেন। তু কুন্দুরু. খনহি মহাসুখ লাহই। -সরহ দোহাকোষ
কুম্ভীরে ২। কুমীর। করণ
কুরাড়ী ৫০। কুঠার। তু. কুড়ালী—ক. ক. চ
কুরুণ্ড ৩৭। তু. কুরুন্দে ভাতার যার অভাগা কপাল। -রামদাস আদক।
কুল ১৪, ১৫। কূল
কুলেঁ ১৪, ১৫, ৩৪। টী· পারং
কেঁ ৮। কাহার দ্বারা ∠কেন
কেড়ুআল ৮, ১৩, ১৪, ৩৮। দাঁড়, বৈঠা। টী· কেলিপাতঞ্চ। মেদিনীপুরের উপভাষায়—কেড়েল বাওয়া।
কেলি ৪১। খেলা ∠ক্রীড়া

কেহো কেহো ১৮। কেউ কেউ

কো ২৯। কে। ∠কঃ

কোই ৪২। কেউ ∠কোঽপি

কোবী ১৮। কোন-ও। তু. কভু

কোঞ্চাতাল ৪। চাবিতালা। টী· কুঞ্চিকা তু. তালী দিয়া বৈসে নাথ দশমী-দুআরে। —গো. বি

কোঠা ১২। দাবার ছক ∠সং. কোষ্ঠক

কোড়ি ২, ৪৯। কোটি

কোরিঅ ৫। টী· দৃঢ়ং করোতি। বাং. কসিয়া। আঘাত করা হ'ল।

খ ১০, ৪৩। আকাশ, শূন্যতা।

খট্টে ১১। টী· খট্টাঙ্গং। বাগচী-খাটে।

খড়তড়ি ১৫। ডাঙ্গা-ডহর। তট >তড়ি। টী· তৃণ কণ্টক খল্লবিখল্ল

খণঅ ২১। ∠খনতি=খনন করে

খণঅ ১৯। ∠সং. ক্ষণমপি=ক্ষণমাত্র, মুহূর্তের জন্য।

খনহিঁ ৪। ঐ

খণ্ডই (টীকার পাঠ) ৬। মূল—চ্ছুপই =তৃণচ্ছেদ, দাঁতে কাটা

খমণ ২০। ∠ক্ষপণক=জৈনশ্রাবক। টী· সর্ব্বশূন্যং মনঃ স্বামী।

খম্ভাঠাণা ১৬। স্তম্ভস্থান। টী· অবিদ্যা-স্তম্ভং।

খরজালা ৪৭। টী· তীব্রজ্বলন

খররবিকিরণসন্তাপেঁ ১৬। প্রখর সূর্য কিরণ সন্তাপের দ্বারা।

খরসোন্তে ৩৮। খরস্রোতে। টী· মহাসুখ রাগ স্রোতাবর্তেন।

খসমসভাবে ৪৩। শূন্যতা স্বভাবে। টী· খসমোপমসুখস্বভাবেন।

খসমে ৫০। ঐ

খাঅ ২, ১০। খায়

খাই ২৮, ৪১। খায় ∠খাদতি

খাইব ৩৯।

খাট ২৮।

খাণ্ট ৩৮। টী খণ্টম্—চন্দ্রসূর্য। শঠ, ধূর্ত, দস্যু

খাণ্টি ৩৮। টী খণ্টি=খুঁটি

খালবিখলা ৩২। খাল জোল, খানা-ডোবা, টী· খল্লবিখল্ল

খুণ্টি ৮। নৌকা বাঁধার খুঁটি

খুর ৬। খুর

খেঁপহু ৪। উৎক্ষেপ। টী· ক্ষেপাৎ : স্বস্থানযোগাৎ

খেলই ৪১। খেলা করে। ∠ক্রীড়তি

খেলহুঁ ১২। ঐ। উত্তম মতান্তরে, খেলা করুক।

গঅণ ৮, ১৪, ৩০, ৩৫, ৪৩, ৪৫। গগন (পারিভাষিক)

গঅণ টাকলি ১৬। টী· গগনটকেতি=অনাহত শব্দেন প্রেরিত সন্। আক্ষরিক অর্থ—পশুতাড়নের টক টক শব্দ।

গঅণত ২৮, ৩৪, ০। গগনে

গঅণত ৩৪। গগনের

গঅণন্ত ১৬ গগনের শেষ

গুণিয়া ১২। গুণিয়া, গণিয়া, গণনা করিয়া।

গুণে ৩৮। দড়ির দ্বারা ∠গুণেন। নৌকার গুণে।

গুমা ১৫। টী· গুল্ম।

গুরু ১, ৪০, ৪৫।

গুরুবঅনবিহারেঁ ৩৯। টি· গুরু-বচনেন্দুরশ্ময়স্ত্রৈলোক্যে

গুরু-বাক ২৮। টী· সদ্‌গুরুবাক্যেন

গুর্জরী ৫। রাগ-নাম

গুলী ২৮। গোলমাল। টী· বিকল্পং

গুহাড়া ২৮। সনির্বন্ধ অনুনয়, দোহাই তু. নাহি শুনে প্রজার গোহারী—ক. ক. চ.

গেল ২, ৪৭।

গেলা ৭, ১৫, ৩৬। গেল ∠সং. গতা

গেলি ৩৭। ঐ। স্ত্রী

গেলী ৮। ঐ ঐ। গেলী জাম = গত জন্ম.

গো ২০। সম্বোধনে

গোহালী ৩৯। গোয়াল, গোহাল, ∠গোশালা

ঘড়িয়ে ৩। ঘটিকা, দণ্ড। মতান্তরে, ঘটিকা > ঘটী।

ঘড়ুলী ৩। ছোট ঘড়া, গাড়ু। টী· ঘটতীতি কৃত্বা ঘটী।

ঘণ ২৬। ঘন, মেঘ

ঘণ্টা-নেউর ১১। বাজুনে-নূপুর।

ঘর ২, ৩৩।

ঘরপন ২। ঘর-করণা, ঘর-সংসার

ঘরিণী ২৮, ৪৯। গৃহিনী। তু. আপনে বিরলে বসি শিবের ঘরিনী।—গো. বি

ঘরে ৩, ঘরেঁ ৪। টী. আগারং, ঊর্ধ্ব-নাসা ঘণ্টিকারন্ধ্রে

ঘরেঁ পরেঁ ৩৯। টী· গৃহমিতি স্বকং-কায়ং। ঘরে-বাইরে

ঘাট ১৫। শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি। টী· ঘটকুটী

ঘাণ্টে ৪। ঘাঁটা-ঘাঁটিতে। সংযোগ ও ঘর্ষণ। টী· সংযোগ ঘৃষ্টৌ। Stir

ঘালি ৪। ঘায়েল করে, শুদ্ধ করে, জব্দ করে। মতান্তরে, লাগানো হইল।

ঘালিউ ১২। ঘায়েল কর। টী· প্রহত্যায়-নির্মদঃকৃত্বা।

ঘিণ ৩১। ঘৃণা

ঘিনি ৬। গ্রহণ করিয়া

ঘুণ্ড ৩৯। বৃথা ঘুরে বেড়ানো। মতান্তরে, লুকাইয়া, ঘুপ্‌টি মেরে থাকা।

ঘুমই ৩৬। ঘুমায়। টী· সহজানন্দ-যোগনিদ্রা।

ঘেণিলি ১০। গ্রহণ করিয়াছি। টী· বিধৃত্য

ঘোরিঅ ৩৬। ঘূর্ণ্যমান। টী· ঘানিকেতি

ঘোলই ১৬। ঘোলায়। টী· ঘোলয়িত্বা

ঘোলিউ ১২। দ্রঃ ঘালিউ

চউকোড়ি ৪৯। টী· চতুষ্কোটি

চিঅ-বিকরণে ৩১। বিকল্প দোষমুক্তচিত্ত
চিথিল ৫। কর্দম। টী˙ প্রকৃতি দোষ-পঙ্কানুলিপ্তং। তু. পাউস পড়লা চিথখ্‌ল ঝালা।—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
চিঅ-গএন্দা ১৬। চিত্তগজেন্দ্র
চিহ্ন ৩। টী˙ মহারাগসুখপ্রমোদচিহ্নং।
চীঅণ ৩। চিক্কণ। মতান্তরে, মদ পচাইবার দ্রব্য বি.। 'চিয়েন ভাঁটী' মদ-চোলাই-এর প্রক্রিয়া-বিশেষ
চীএ ১। চিত্তে। সপ্তমী
চীরা ৪। চীর, বস্ত্রখণ্ড। টী˙ যোগীন্দ্রের গুণ ঐশ্বর্যাদি অষ্টচিহ্ন [-অঙ্কিত পতাকা]
চুম্বী ৪। চুম্বন করিয়া। টী˙ চুম্বয়িত্বা
চেঅণ ৩৬। চেতনা
চেবই ১৪, ৩৪, ৩৬, ৫০। ∠চেতয়তি, জাগরিত হয়, বুঝিতে পারে। টী˙ পশ্যন্তি, চেতয়তি
চোরে ২। চোরে
চৌকোড়ি ৩৭। দ্র. চউকোড়ি
চৌদীস ৬। দ্র. চউদিস
চৌর ৩৩। চোর। টী˙ চিত্তরাজচোর:
চৌরে নিল ২। দ্র. চৌর ∠চৌরেন = চোর দ্বারা অপহৃত হইল। টী. সহজানন্দচৌরেণহৃতং
চৌষঠ্‌ঠী ১০। চউষঠ্‌ঠি
চ্ছাড়ী ১৫। ছাড়িয়া। টী˙ পরিহারাৎ
চ্ছুপ্পই ৬। টী˙ খণ্ডই। ছোঁয়

চ্ছিজই ৪৬। ∠সং. ছিদ্যতে। ছেদ করা হয়। টী˙ চ্ছেত্তুং
চ্ছিণালী ১৮। ছিনালী, ভ্রষ্টা নারী। টী˙ ছিন্ননাসিকা নাগরিকা
ছড়গই ৯। ষড়্‌গতি। টী˙ ছড়িগই। অণ্ডজা, জরায়ুজা, উপপাদুজা, সংস্বেদজা, দেবাসুরাদি প্রকৃতিকা।
ছন্তে ৪২। মূল-গচ্ছংতেঁ। তিব্বতী অনু-বাদে—অচ্ছন্তেন। থাকিতে √অস্‌
ছন্দা। ১৪। টী˙ স্বচ্ছন্দেন। সহজে।
ছাআ ১৬। ছায়া
ছাইলী ২৮। বিছাইল। টী˙ শয্যাং কৃত্বা
ছাড়অ ৫০। অনুজ্ঞা। ছাড়ুছাড—সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তি।
ছাড়অ ৬, ১৯। ছাড়ে। টী˙ পরিত্যজন্তি
ছান্দক ১। ছন্দের, বাসনার। টী˙ পশ্চাচ্ছন্দমোড্ডিয়ান ইত্যাদি।
ছার ১১। ছাই ∠ক্ষার টী˙ ভস্মনা-
ছিজঅ ৪৫। ছেদন কর। টী˙ ছিদ্যমনা
ছুধ ৯। অপবিত্র, ছুত। টী˙ অপরিশুদ্ধং
ছেব ৪৫। সং. ছেদ। টী˙ ছেদমিতি নিঃস্বভাবীকরণং।
ছেবই ৪৫। টী˙ ছেদং কুর্বন্তি
ছেবহ ৪৫। টী˙ ছেদং কুরু
ছোই ছোই ১০। স্পৃষ্টা স্পৃষ্টা। ছোঁক ছোঁক = লোলুপতার লক্ষণ।
জ ২৬। যে। মতান্তরে, যাহা ∠যৎ
জঅ জঅ ১৯। জয় জয়। টী˙ জয় জয়-ধ্বনি।

ইল। বাং. জিতিল

জিম ৯, ১৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৪১, ৪৩। যেমন। টী· যথা

জীবন্তে ২২, ২৩। জীবন্ত থাকিতে। শতৃজাত অসমাপিকা। জীব (বি) ত।

জীবমি ২। সং. জীবামি। টী· প্রাণবাতধারণে ন সমর্থোঽহং।

জুঝঅ ৩৩। যুদ্ধ করে ∠ যুধ্যতে। টী· স্পর্দ্ধাং করোতি।

জে ৭, ১৫, ২২, ৪০। যে, যাহারা। ∠যঃ জেঁ ৩। সং, যঃ। যে

জেতই ৫০। টীকার পাঠ—তেজই। টী· যোপি। যতই

জেণ ২১। যেন

জো ৭, ১৪, ১৯, ২০, ২৭, ৩২। যে, যাহা ∠যঃ। টী· যেঽপি

জোই ২২। যোগী। টী· ভাবস্বরূপপরিজ্ঞানেনাচিন্ত্যা যোগিনোবয়ং

জোই ১০, ১৯, ৩০, ৩৭, ৪২। যোগী

জোইআ ২১, ৪১। সং. যোগিনঃ। মতান্তরে—অনাদরে, অনুকম্পায়

জোইনিজালে ১৯। যোগিনী মণ্ডলী পরিবৃত্ত হইয়া।

জোইনি ৪, জোইণী ২৭। যোগিনী

জোএ ৪৭। যোগে

জোড়িঅ ৫। জুড়িয়া দিয়া, জোড়া হইল।

জো, ষো, জো সো ৩৩। যে সেই। টী· যা সা, য স

জোহ্না ৫০। জ্যোৎস্না। টী· জ্ঞানেন্দু

জৌবন ২০। যৌবন

ঝাণ বখাণেঁ ৩৪। ধ্যান ব্যাখ্যানের দ্বারা। টী· ধ্যানব্যাখ্যানেন

ঝাণে ১। ধ্যানের দ্বারা, ধ্যানযোগে। টী· ধ্যানবশেনেতি

টলি ৩১। ঘুরিয়া। টী· লীনা ভবতি।

টলিআ ৩৫, ৪৩। টলিয়া। তু. টলি গেল কলা—গো. বি। স্খলিত হইল অর্থে।

টাকলি ১৬। পশুতাড়নার নিমিত্ত টকটক শব্দ। টী· গগনটকেতি অনাহতশব্দেন।

টাঙ্গী ৫। ছেদন অস্ত্র বি. টাঙ্গী। টী· পরশু

টাণঅ ৩৮। টী আকর্ষয়তি। টানো

টাল ৪০। পা বিটাল। টী· টালনমসদ্রূপং। অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া। ভুল করিয়া।

টালত ৩০। টোলায় (বস্তিতে) বা টিলার উপরে। টী· টমালমসদ্রূপং। তু. টঙ্গিত পরমতত্ত্ব কহি তোমা স্থানে।—গো. বি।

টালিউ ১৮। টলাও, নিক্ষিপ্ত হইল। টী· নাশিতম্, বিনষ্টিকৃতং।

টুটি ৩৭। টুটিয়া, ভাঙ্গিয়া। টী· ন বিদ্যতে।

ঠাঁঠা ৪০। ঠাট, বাহ্যাড়ম্বর।

ঠাকুর ১২। ঠাকুর, রাজা। সংক্লেশা-

তথাগত ১৩। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব। পঞ্চ-তথাগত—অক্ষোভ্য, অমিতাভ, রত্নেশ, বৈরোচন, অমোঘ

তন্তেঁ ৩৪। সং. তন্ত্রেণ। তন্ত্র দ্বারা

তন্ত্রী ২৫। চর্যাপদকর্তার নাম। তন্ত্রী-পাদ সম্ভবতঃ জাতিবাচক।

তব ২১। টীকার পাঠ—তাব। তাবৎ +এব=তাবদেব। তখন, সে পর্যন্ত

তরই। ৫। সং. তরতি। তরে, উত্তীর্ণ হয়। টী' পারঙ্গচ্ছন্তি।

তরঙ্গ ৪২।

তরঙ্গম ১৩।

তরঙ্গতে ৬। টীকার পাঠ—তরংগতে। আমাদের ধৃত পাঠ—তরসঁন্তে

তরিত্তা ১৩। উত্তীর্ণ হইয়া। টী' তীর্ণ্বং

তরু ৪৫।

তরুবর ১।

তসু। ২৭, ৪৫। তাহার ∠তস্য। টী তস্মিন্, তস্য

তা ৭, ১৬, ৪৫। তাহা ∠তস্য। টী তেঽপি

তা ৩৭। টী' তদিদানীং

তাড়ক ৩৭। চর্যাপদকর্তার নাম

তান্তি ১৭। টী' ভগং। অবিদ্যারূপ পদ্ম-স্থান ভগ

তান্তী ১৭। চন্দ্রভাসেন তন্ত্রিকাঞ্চ। তু. ব্যায়লার তাঁত—পরশু্রাম

(সুন) তান্তিধনি ১৭। শূন্যতা ধ্বনি

তাল ৪। তালা। টী' তালসম্পুটিকরণ

তাসু ৪৩। তাহার ∠তস্য

তাহের ২৯। ঐ

তাঁবোলা ২৮। তাম্বুল

তিঅড্ডা ৪। জঘন। টী' তিয়ড়= ললনা রসনা অবধূতিকা নাড্য ত্রিনাড্যং। তু. তিন নারিকেল দিয়া সাজাইল তিয়ড়ি—ক্ষেমানন্দ (=উনান অর্থে)

তিঅ ধাএ ২৯। টী. ত্রৈধাতুকং কায় বাক চিত্তে।

তিঅস ২২। দেবসত্ত্ব. দেবতা। টী. ত্রিদশং দেবালয়ং।

তিণ ৬। তৃণ

তিনা ৩৩। তিন

তিনি ৭, ১৮। তিন ∠ ত্রি

তিনিএঁ ১৬। ঐ। টী. ত্রয়ং

তিম ৯, ৪৩। তেমন, তেমনি

(নউ) তিমই ৪৬। ভিজে। জলে ন প্লাবনীয়ং ভবতি।

তিশরণ ১৩। ত্রিশরণ=বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ টী. কায়বাকচিত্তং

তিহুবন ৩৬। টী. ত্রিভুবনং

তিহুঅন ১৬। টী. ত্রিভুবনস্য

তু ১০, ১৪, ৩২। তুই, তুমি

তুটঅ ২১। টী. ত্রুট্যতি। টুটে

তুট্টই ৩০। ঐ

তুমহে ৫। তুহ্মে ২৩। সং. ত্বং, তুমি

তুলা ২৬।

চু'র দারী। তু. এমত সাহস তোর কৈলি চুরি-দারী। গো. বি। ওড়িয়ায় অসৎ রমনী

দাহিণ ৫, ১৪, ১৫, ৩২। ডাহিন ∠ দক্ষিণ। টী' সূর্য্যাভাস

দিআঁ ৫০। দিয়া, দ্বারা

দিঢ় ১,৩, ১১, ৪১। দৃঢ়,দড়--চলিতবাংলা

দিটি ৫। দৃষ্টি তু. দিঠি ব্রজবুলি

দিঠ ৪২। টী' দৃষ্টা

দিঠা ১, ১৬। টী' দৃষ্টং

দিধলি ৫০। দগ্ধ করিল। মতান্তরে, দেওয়া হইল।

দিল ৩৫।

দিবসই ২। দিবসে। টী' দিবাদিজ্ঞান-মুৎপাত্ত

দিবি ২৯। টী' প্রদাতব্যঃ। দেওয়া যায়।

দিশঅ ২৬। দেখা যায় ∠ দৃশ্যতে। টী' বিত্ততে

দিশই ৪৭। টী' দৃশ্যতে

দিসই ১৫, ৩৯। ঐ। টী' পশ্যতি

দীসঅ ৬, ১৫। ঐ

দীস ২৯। দিশা। টী' উদ্দেশং

দুআ ১২। টী' দ্বয়ং। দাবা খেলার দুই এর চাল।

দুআন্তে ৫। দুইধারে। টী' অন্তদ্বয়ং

দুআরত ৩। দুয়ারেতে, দ্বারেতে। টী' দ্বারেঽপি

দুই ৩, ১৪, ২৬। টী. দ্বৌ, দ্বয়, দ্বয়াকারং

দুখোলেঁ ১৪। (নৌকার) দুই খোলে, সেঁউতি দ্বারা। টী' দুখোলকং

দুজ্জণ সাঙ্গে ৩২। দুর্জন সঙ্গে, টী' দুর্জ্জন-সঙ্গমেন

দুখেতেঁ। টী' দুঃখান্যনুভূয়

দুঠ, দুঠ্‌ঠ ৩৯। দুষ্ট

দুধ ৪২।

দুধু ৩৩। দুধ (আদরে)

দুন্দুহি ১৯। দুন্দুভি

দুন্দোলি ৫০। টী' দুন্দোলিকা। ∠ দুর্দোলিকা = দুর্মোচ্য গ্রন্থি। মতান্তরে, দ্বন্দ্বাল', দ্বন্দ্বযুক্ত

দুর ৩১। দূর করা। টী' বিফলীকৃত

দুলক্‌খ ২৯। দুর্লক্ষ্য। টী' দুর্লক্ষং

দুলি ২। কচ্ছপী। ∠ দুড়ী (মহাভাষ্য)। টী. দ্বয়াকারং যস্মিন্ লীনং গতং মহাসুখকমলং। সন্ধ্যা শব্দ। পূর্ব-বঙ্গের লোক ভাষায় ছোট কচ্ছপ অর্থে 'দুড়ি'

দুষাধী ৩৩। অরণ্যচারী আদিম জাতি বিঃ। এ দেশের ডোম জাতির মতো বিহারে দোষাদ্ জাতির চোর্যপবাদ আছে। দোষাদ্—পালামৌ

দুহি ২। দুহিয়া। টী' দোহনং

দুহিঅ ৩৩। দুহে। টী' নিঃস্বভাবীকরণং

দুহিল ৩৩। দোহা (-দুগ্ধ)। বিশেষণ

দূর ৫। দূর। টী' দূরং

দৃঢ় ৯।

দে ৪, দেই ৩০। দেয়। টী' দদাতি

নাচঅ ১০। নাচে, নৃত্য করে। টী·
নৃত্যতি।

নাচন্তি ১৭। নাচিতেছে। টী· নৃত্যং
কুর্বন্তি

নাটক ১৭।

নাঠ ৪২। নাট্য। টী· ভাবস্তম্ভ ভংগং

নাড়ি ২০। নাড়ী দ্বাত্রিংশ নাড়িকাশক্তি

(ব্রাহ্ম) নাড়িআ ১০। নেড়া ব্রহ্মচারী,
লম্পট। টী· ব্রহ্মহুঁকার বীজজাতং
চপল যোগত্বাৎ চিত্তবটুকং।

নাদ ৩২, ৪৪। টী· নাদবিন্দ্বাদিবিকল্প.
গুরুগম্ভীর শব্দ।

নায়ক ১৬।

নারী ৪।

নাল ৪। নল, নালে ৪৭। পারিভাষিক

নাব ১৫। নৌকা। টী· নৌভেদকাষ্ঠ্য-
পায়ং

নাবেঁ ১০। নাএ, নৌকায়

নাশক ২১। বিনাশের জন্য। টী·
নাশকত্বেন

নাবড়ী ৩৮। নৌকা, ছোট নৌকা

নাশিঅ ৩৯। টী· নাশিতং

নাহা ১৫। নাথ। টী· সদ্‌গুরুনাথং

নাহি ৩, ৩৩। নাই

নাহিঁ ৩৭। ঐ

নিঅ ১৩, ৪৯। নিজ

নিঅমন ৩২, ৩৯। নিজ মন। টী. নিজমন

নিঅহি ৩২। টী. অতীবসন্নিহিতং।
নিকটস্থ

নিআ ১৩। নিয়া

নিংদ ১০। নিদ্রা

নিঘিন ১০। টী· নিঘৃণো লজ্জাদিদোষ-
রহিত

নিচিত ১। নিশ্চিত। অর্থ.। টী·
নির্দ্দিষ্টাঃ

নিচ্চল ২১। নিশ্চল, স্থির

নিতি ৩০ নিত্য

নিদ ২, ৩৬। নিদ্রা। টী· যোগনিদ্রাং,
জ্ঞান নিদ্রা। তু. নিদ নাহি আঁখি-
পাতে।—অতুলপ্রসাদ।

(সহজ-) নিদালু ৩৬। টী· সহজানন্দ-
নিদ্রালুঃ

নিভর ৫। ভর দিয়া, নির্ভর। টী·
নিয়তং

নিয়ড্ডী ৫। অতীব সন্নিহিত

নিরাসী ২০। টী· আসঙ্গরহিতা।
নিরাশ (Frastrated) খাদ্যহীনা

নিরন্তর ১৬, ৩০। টী· নিরন্তরং।

নিরালে ৩১। নিরালম্বেন। টী· শূন্যে

নিরেবণ ৫০। নির্বাণপ্রাপ্ত

নিরোহেঁ ৪৪। নিরোধের দ্বারা। টী.
মধ্যমানিরোধেতি।

নিল ২। লইল

নিলঅ ৬। আবাসস্থল। টী নিবাস

নিলেসি ৩৯। লইলে

নিবারিউ ৩১। টী· বিফলীকৃতম্‌। সং
নিবারিতম্‌।

নিবিত্তা ৯। নিবৃত্ত। সং. নিবৃত্তা

নিসারা ৩। নিঃসরণ, বহির্গমন। মতান্তরে, সংখ্যা

নিসি ২১। রাত্রি, নিশা, নিশিরাত। টী· প্রজ্ঞাকর্ম্মাঙ্গনা

নিহুরে ৩০। নিভৃত। টী· নিভৃতেন

নেউর ১১। নূপুর

নৈরামণি ৫০। টী· নৈরাত্মধর্ম্মাধিগমেনাহ্নদিনং

নৌকা ৩৮।

নৌবাহী ৩৮। টী· নৌকাং বাহয়তি কর্ণধার [:]

পইঠ ১১, ১৬। টী· প্রবিশ্য। প্রবিষ্ট

পইঠা ১৬, ৩১, ৩৫, ৪৯। টী· মিলিত, প্রবিষ্ট

পইঠেল ৩। প্রবিষ্ট হইল। ∠প্রবিষ্ট+ইল

পইসঅ ২৬। সং=প্রবিশতি=প্রবেশ করে

পইসই ৭, ৩১। ঐ

পইসন্তে ২৩, ২৮। প্রবেশ করিতে। শতৃজাত অসমাপিকা। টী· নিমগ্নে

পইসি ৯। প্রবিষ্ট ∠প্রবিশতি

পউআ ৪৯। পদ্মা (খাল, নদী)। টী প্রজ্ঞারবিন্দকুহরহ্রদে।

পখা ৪। টী· পক্ষগ্রহং

পঞ্চ ১, ১৩, ৪৭। পাঁচ

পঞ্চজণা ২৩। পাঁচজন, পঞ্চেন্দ্রিয়

পঞ্চনালে ৪৭। হরি, হর, ব্রহ্মা, নবগুণ ও বিষয়েন্দ্রিয়—এই পঞ্চনাড়ী

পঞ্চবিষয় ১৬। টী· পঞ্চবিষয়াণাং নায়কত্বেন স এব ষষ্ঠো মহাবজ্রধর।

পটমঞ্জরী ১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮। রাগ নাম।

পড়অ ৬। পততি>পড়ই>পড়ে। পড়িল

পড়ন্তে ১৪। পড়িবার কালে। শতৃজাত অসমাপিকা। পড়িতেছে

পড়বেষী ৩৩। প্রতিবেশী, পড়শী। টী· পার্শ্বস্থ

পড়হ ১৯। পটহ। বাদ্যযন্ত্র বি.। টী· পটহাদিভাণ্ডং

পড়া ৪৭। ভূমিদানপট্ট, শাসনপট্ট।

পড়িআঁ ৪৫। টী· পতন্তি। পড়িয়া

পড়িহাই ৪১। প্রতিভাসতে। প্রতিভাত হয়।

পণালেঁ ২৭। প্রণালীতে। মতান্তরে, প্রণাল বা মৃণাল দ্বারা। টী· প্রীণয়িত্বা

পণিআঁ ৩৫। পানী, জল। টী· অহারীকৃতম্।

পতবাল ৩৮। হাল (নৌকার)। টী· পতবালং

পতিআই ২৯। প্রত্যয় করে। টী. প্রতীতি করোতি।

পতিভাসঅ ৩১। প্রতিভাসিত হয়। টী. অন্তর্ভবতি

পদমা ১০। টী· পদ্মৈকং নির্ম্মাণচক্রং

পদ্মবন ২৩।

পবণ ৩১। বিষয় পবনেন্দ্রিয়াদিকং। তু. মনপবন সহিতে এক করি জোড় গো. বি।

পবণা ২১। টী· চিত্তপবনঃ। মন ও শ্বাসবায়ু

পমাই ৪২। টী· বিভাব্য। ব্যাপ্ত করিয়া। মতান্তরে, প্রমাণ করে, প্রবেশ করে।

পর অপ্‌পণা ৩৯। আপন-পর। টী. আত্মস্বরপরাপরভেদবিভাগং

পরম নিবাণে ২৮। পরম-নির্বাণকে

পরম-মোখ ১১। পরম মোক্ষ

পরস ১৩। স্পর্শ

পরহিণ ২৮। পরিধান

পরাণ ১০। প্রাণ। টী· বোধিচিত্তং সংবৃত্ত্যা শুক্ররূপং

পরিচ্ছিন্না ৭। পরিচ্ছিন্ন। ছিন্নবিচ্ছিন্ন

পরিনিবিত্তা ১২। সং. পরিনিবৃত্তং। নিস্তার। টী· পরিনির্ব্বণারোপিতং

পরিমাণ ১। প্রমাণ বা পরিমাণ (পরিমাপ) কর। অনুজ্ঞা। টী· পরিমাণয়

পরিমাণী ৪৫। প্রমাণ করিয়া বা মাপিয়া। মতান্তরে, আদিষ্ট। টী· শ্রী গুরুং পৃষ্ট্বা তস্য বচনানুভবং কৃত্বা।

পরিবারে ৪৯। পরিবারে, সংসারে। টী· নির্ব্বিকল্প পরিহারেণ মহাসুখ-রত্ননিমগ্নোহং।

পরে ৩৯। অপরে

পসঙ্গে ১৯। প্রসঙ্গে

পরবস ৩৯। পরের বশীভূত। টী· কর্ম্মেব বশ্যচিত্ত।

পসরি। ২৩। প্রসারিত করিয়া

পহারী ৩৬। টী· প্রহৃত। প্রহার করা হইল। মতান্তরে, প্রহরী

পহিল ২০। প্রথম, পয়লা

পহিলেঁ ১২। প্রথমে। পহিলহি—ব্রজবুলি

পাএঁ ২। টী· পাদেন

পাএর ৩৩। টী· পাদস্য

পাএ ৩৬। টী. পাদান্। গুরুর নামে যুক্ত শ্রদ্ধাবাচক বিশেষণ ∠ পাদ

পাঅপসাএ, ১৪, ৩৪। পাদপ্রসাদে ∠ পাদপ্রসাদেন।

পাকেলা ৫০। পাকিল, পাকিয়া উঠিল।

পাথ ১। টী· পক্ষকেতি

পাখি ৩৬। পক্ষে। টী· পাশসান্নি-ধানান্তরমপি

পাখুড়ী ১০। পাপড়ি। টী· দল

পাখে ৪৬। পক্ষে। টী· পক্ষাপক্ষ

পাগল ২৮।

পাঞ্চ ১৪, ৪৫। পাঁচ ∠ পঞ্চ

পাঞ্চজনা ১২। পাঁচজন। টী· পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়স্যাহংকারমমকারাদি-ভূষণম্।

পাটেঁ ১৬। পীঠে। টী· পাট ত্রয়ং

পাটের ১। পটুতার বা পাটিপাট্যের। অধুনা—মাটি পাট করা = প্রযত্ন করা।

পুণ্য ১৬ ।

পুন্ন ৩৫ । পুণ্য

পুলিন্দা ১৪ । মাস্তুল । টী· সন্ধ্যাভাষয়া নপুংসকং

পুড়া ২০ । টী· সংবৃত্তিবাসনাপূটং

পূরা ২০ । পরিপূর্ণ

পেখ ৩০, ৪৬ । দেখ । অমুজ্ঞা । টী· পশ্য, পশ্যন্

পেখমি ৩৫ । আমি দেখি, দেখিতেছি । টী· পশ্যামি

পেখু ৪৬ । টীকার পাঠ—পেখই = পশ্য, দেখিতেছি ।

পেহ্ম ২০ । প্রেম । টী· ক্রীড়ারসমনুপমং

পোইআ ১১ । অপপাঠ । টী· যোগীন্দ্র

পোথী ৪০ । পুথি ∠ পুস্তিকা

পোহাঅ ১৯ । প্রভাত হয়, পোহায় । টী· ক্লেশান্ধকার পলায়তে ।

পোহাই ২৮ । ঐ । স্বকায়ক্লেশতমঃ স্বয়ং নাশিতং ।

পোহাইলী ২৮ । টী· অন্ধকারং প্রজ্ঞোপায়বিকল্পং নাশিতং । পোহাইল । স্ত্রীং

ফরই ৪২ । টী· স্ফুরতি । প্রকাশিত, বিকশিত হয় । স্ফূর্তি পায় ।

ফরিঅ ৪৩ । টী· স্ফুরিতং । প্রকাশিত, বিকশিত হয় । স্ফূর্তি পায় ।

ফলবাহা ৪৫ । ফলবাহক । ফলন্ত । টী· বহলফলক্ষেতি ।

ফাড্ডিঅ ৫ । ফাড়িয়া, টীকার পাঠ—ফা ড়অ । টী· ব্যাবৃত্তিবশাৎ··· খণ্ডয়িত্বা

ফাল ৪ । টী· খণ্ডয়িত্বা । ফাড়, খণ্ডন কর ।

ফিটঅ ২১ । টী· মুক্তক্রিয়ঃ । মুক্ত হয়, খুলিয়া যায় ।

ফীটউ ১২ । টী· নিঃকৃন্তিতং ।

ফিটিলি ৫০ । দূর হইল ।

ফীটা ৪৭ । টী· দগ্ধা । দগ্ধ করা

ফুটিলা ৫০ । ফুটিল । টী· স্ফুটীভূতম্

ফুড় ৪৬, ৪৭ । টী· স্ফুটং কৃত্বা । স্পষ্ট ভাবে, বিকশিত করে ।

ফেটলিউ ২০ । টী· নিষ্কৃন্তিতং । গর্ভমোচন করিলাম । আ. বা. খালাস

ফেটই ৩০ । দূর করে । টী· স্ফেটয়তি

বঅণ ৩৯, ৪৫ । বচন

বইঠা ১ । উপবিষ্ট । টী· উপবিষ্টঃ

বইঠামণি ২৫ । টী· নিত্যরূপা

বখাণী ২৯, ৩৭ । ব্যাখ্যাত । টী· ব্যাখ্যায়তে, বচনদ্বারেণ প্রতিপাদয়িতব্যং

বখানে ৩৪ । ব্যাখ্যার দ্বারা । টী· ব্যাখ্যানেন

বাঙ্ক ৩২ । বাঁকা পথ । টী· বক্রমার্গং

বঙ্গাল ৩৩ । রাগ-নাম

বঙ্গালী ৪৯ । বাঙ্গালী জাতি । টী· বঙ্গালিকা

বঙ্গে ৩৯ । বঙ্গদেশে

বজ্র ২৮ । টী· বজ্রমুপায় জ্ঞানং

বাজ-নাব ৪৯। বজ্রা-নৌকা। বজ্র-নৌকা (পারিভাষিক) অমোঘ্য-বজ্র

বাজই ১১, ১৭। টী˙ নাদিতঃ। বাজে

বাজিল ১৭। বজ্রধর, বজ্রপদ

বাজুলে ৩৫। বজ্রকুলেন, বজ্রগুরু

বাঝই ৪৬। বদ্ধ হয়। টী˙ বদ্ধা ভবন্তি

বাটত ৮, পথের শেষে ∠ বর্ত্ম+অন্ত

বাটত ১৪। পথে। ৭মী। টী˙ মার্গে

বাটা ১৫। পথ

বাঢ়ই ৪৫। টীকার পাঠ-বাটই। টী˙ বর্দ্ধতে। বর্দ্ধিত হয়।

বাড়ী ৫০। টী˙ বাটিকা

বাণ ২১, ২৯। বর্ণ। টী˙ বর্ণোপলম্ভোপদেশো

বাণে ২৮। তীরের দ্বারা। টী˙ নিজমন বোধিচিত্তেন বাণ (ন)ং চ

বাণ্ড ৩৭।

বাতাবর্ত্তে ৪১। ঘূর্ণীঝড়। টী˙ বাতাবর্ত্তেন

বাধা ৩৪। বদ্ধ। টী˙ বদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি

বান্ধঅ ৩। বাঁধে। দানা বাঁধা। টী˙ বন্ধয়তি। তু. মদিরা সঁধ।—কীর্তিলতা

বান্ধ ১। বন্ধ, বাঁধন। টী˙ পশ্চাচ্ছন্দমোড্ডিয়ানকরণাদিবন্ধস্থিহায়।

বান্ধন ৯, ২১। বন্ধন, বাঁধন। টী˙ প্রকারানবধূতীব্যাপকবন্ধনং।

বান্ধিসুআ ৪১। বন্ধ্যাপুত্র। টী˙ বংধ্যা ভাগবতীনৈরাত্মা তস্যাঃসুতঃ পরমার্থসত্যং

বান্ধী ১৪। বাঁধিয়া। টী˙ বিধৃতং

বাপ ২০। সম্বোধন আদরে। বাপা—ম. বা

বাপা ৩২। ঐ

বাপুড়ী ১০। সম্বোধন

বাপূড়া ২০। মূল-বায়ুড়া। লুপ্ত। টী˙ বাসনাবরাকী কথং বিদ্যতে। ন বিদ্যতে এব পরং

বাস ৫, ৮, ১৪, ১৫, ৩২।

বারুণী ৩। মদ। সন্ধ্যাভাষায়—তদেব সংবৃত্তিবোধিচিত্তং

বাল ১৫। বালক, বালযোগী

বালী ২৮, বালি ৫০। বালিকা। জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা

বালুআ-তেলেঁ ৪১। টী˙ বালুকাতৈলোপমং। Absert

বাষণা ৪১। বাসনা। টী˙ অনাদিবিকল্পবাসনাদোষং গ্রহঃ।

বাস ৩৭। (ভান্তি+)। অনুভব কর। তু. লাজ বাসা। ম বা.। ভালোবাসা, বেজার বাসা—আ. বা

বাসন পুড়া ২০। টী˙ সংবৃত্তিবাসনাপুটং

বাসসি ১৫। অনুভব কর। পছন্দ করিতেছ। টী˙ করিষ্যসি।

বাসে ৫০। বাঁশ দিয়া

বাহঅ ১৩। টী˙ বাধাং কুরু। বায়, বহন করে, বাহিতেছে।

বিপথ ১৬। বিপক্ষকারিণম্

বিবাহিআ ১৯। বিবাহ্ করিয়া। ভঙ্গং কৃত্বা।

বিবিহ ৯। বিবিধ

বিমন ৭। দুঃখিত, বিমনা। Absent-minded টী˙ বিশিষ্টমনসো

বিমুক্ক ৪৬। বিমুক্ত। টী˙ বিমুক্তং

বিম্বাকারে ৩৯। বুদ্‌বুদ আকারে

বিরমানন্দ ২৭। বিলক্ষণচতুর্থানন্দশুদ্ধো-য়ং বিরমানন্দ

বিরলে ৩৩। অল্পলোকে। টী˙ বিরলে

বিরুবা ৩। চর্যাপদকর্তার নাম।

বিরুআ ১৮। বিরূপ। বিরুদ্ধং

বিশেসো ২২। পার্থক্য

বিষম ৫০। ভীষণ। টী˙ বিষম

বিসমা ১৭। টী˙ বিশিষ্টাধিমাত্রং সত্ত্বানাং সমং নির্ব্বাণং। বিশ্রাম

বিসারা ৩০। বিকল্প, বিশাল। টী˙ ত্রৈলোকচতুর্থানন্দব্যতিরেকান্নান্যো-পায়োনাস্তি

বিলক্ষণ ২৭। Definite। লক্ষণহীন। টী˙ বিলক্ষণচতুর্থানন্দশুদ্ধোহয়ং।

বিলসঅ ৯। বিলসই ১৭, ২৯, ৩৪, ৪২। বিলাস করে।

বিলসই ২৯। টী˙ বিলসতি। বিলসতি ক্রীড়তি

বিলসন্তি ৫০। টী˙ বিলসতি ক্রীড়তি। গৌরবে বহুবচন

বিসঙ্কা ২২। টী˙ ভয়ম্বা

বিশুদ্ধে ৩০। টী˙ বিশুদ্ধ্যা

বিস ৩৯। বিষ। টী˙ রূপাদিবিষ

বিসঅ ৩০। বিষয়। টী˙ বিষয়াণাং

বিসন্না ৪২। বিষন্ন। টী˙ বিষাদ [২]

বিহণি ২৩। উষাকাল। তু. তাম্বাচূড়া রাএ হইল বিহান—বড়ু চণ্ডীদাস।

বিহরই ১১। বিহরতি ভ্রমতি

বিহরহু ৩৯। ত্রিজগতি বিহরণং করোমি

বিহরিউ ৩১। বিহার করেন। বিহলিউ টী˙ বিফলীকৃতম্

বিহাণ ৪৪। বিধান, বিহিত, হনন কর। মতান্তরে, প্রভাত।

বিহুণে ১৩। বিনা, বিহনে, বিনে।

বিহুন্নে ৩৫। ঐ

বিহুন ৩৬। ঐ। টী˙ খণ্ডয়িত্বা

বীণা ১৭। চর্যাপদকর্তার নাম।

বীরনাদে ১১। টী˙ শূন্যতাসিংহনাদেন

বীরা ৪, ২০। বীর, যশস্বী টী˙ বীরাঃ

বুজিঅ ১৫। চোখ বন্ধ করিয়া। টী˙ সুক্কোন্মীলিতলোচনে

বুঝ ৩২। বোঝ। অনুজ্ঞা। টী˙ জানীহি

বুঝঅ ৩৩। অথাবগমং করিষ্যতীতি।

বুঝ্‌ঝিঅ ৩০। দ্র˙ বুঝিঅ

বুঝসি ১৫, ৪১। টী˙ প্রাপ্যতে। স্বরূপাব-গমনং করোষি।

বুঝি ২৩। ঐ

বুঝিঅ ২৭। টী˙ অবগতং

বুঝিরে ২৩।

বুঝিল ৩৫। টী. স্বরূপমবগতম্

বুড়ই ১৪। ঘুরিয়া বেড়ায়। টী· ভ্রমন্তি
বুড়ন্তে ১৬। ডুবিতে ডুবিতে। শতৃজাত অসমাপিকা। টী· অস্মিন্ মগ্নে
বুড়িলী ১৪। টী· স্থিত্বা। ডুবিলি, জলমগ্ন
বুদ্ধনাটক ১৭। টী· বুদ্ধনাটকং
বুধ ২৭। জ্ঞানী। টী· ভগবান্ বজ্রধরঃ।
বুধী ৩৩। বুদ্ধি। টী· বুদ্ধিঃ সবিকল্পক-জ্ঞানং
বুলথেউ ১৫। বলে
বেঅন ৩৬। বেদনা
বেঙ্গ (গ) ৩৩। অঙ্গহীন। টীকার পাঠ —ব্যঙ্গঃ = বিগতাঙ্গ
বেটিল, বেঢ়িল ৬। টী· বেষ্টিতঃ
বেণি ১, ৪, ১৬, ১৭, ১৯। বেণী ১৩। দুই, দ্বৈতবোধ
বেণ্টে ৫৩। বাঁটে। টী· মূলং
বৈরী ৬। বদ্ধবৈরী
বোড়ী ১৪। বুড়ি। গননার একক
বোড়ো ৪১। বোড়া সাপ। রজ্জুসর্প
বোলবা ৪০। বলা (যায়) টী· কথং··· বক্তুং শক্যতে। তব্য জাত অসমাপিকা
বোব ৪০। বোবা। টী· মূকস্য
বোলঅ ৬। বলে
বোলই ১৮। টী· বদন্তি
বোলী ৪০। টী· ভন্যতে। বলা হয়।
বোলথি ২৬। বলেন। গৌরবে বহুবচন টী· বদতি
বোলিআ ৩৮। টী· বোলিতমিতি
বোহি ৫, ৩২। বোহী ৪৪। বোধি (পারিভাষিক) টী· বোধিমহামুদ্রা-সিদ্ধি।
বোহে ২১। বোধে
বোহেঁ ১২। বজ্রগুরোরুপদেশাৎ
ভঅ ৩৮। ভয়
ভইঅ. ৪৭। হইল। ভই ম
ভ ল ১৪। টী· ভূতাঃ। হইল
ভইলা ৭. ১৫, ৩২, ৫০। ঐ
ভইলী ৪৯। টী· ভূতা। হইলি
ভইলে ২। হইলে। অসমাপিকা
ভইলেসি ২০। হইল। টী· ভূতোঽসি
(অমিঅ) ভখঅ ২১। অমৃত-ভক্ষক। টী. বোধিচিত্তামৃতাস্বাদাহারং
ভড়া ৪৭। ভটত্রয়। হরি, হর, বাহ্ম বাহ্ম সন্ধ্যাভাষয়া বিটনাড়িকা, হরি = মূত্র নাড়ী, হর = শুক্রনাড়িকা
ভণ ৪০. ৪২। বল। অনুজ্ঞা।
ভণঅ ২১, ভণই ১, ৪, ৭, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৭-৪১, ৪৩-৪৭। ভণে, বলে ∠ ভণতি
ভণতি ২২। ঐ
ভণথি ২০। ঐ
ভণন্তি ৩, ১৬, ৩৯। ঐ। গৌরবে বহুবচন
ভণি ২৯, ভণিআ ৩৫। বলিয়া। অসমাপিকা

ভণ্ডার ৩৬, ৪৯। টী' ভণ্ডারং। ভাণ্ডার টী' আগারং

ভন্তি ১৫। টী' ভ্রান্ত্যা। ভ্রান্তিবশতঃ

ভব ৭, ২০, ২২, ৪২, ৪৫। পারিভাষিক। টী' ভবঃ

ভব-উলোলেঁ ৩৮। সংসার-সমুদ্র-তরঙ্গে। টী' ভবসমুদ্রবিষয়োল্লালনেন

ভবজলধি ১৩। ভবসমুদ্র। টী' ভবসমুদ্রং

ভবণই ৫। ভবনদী। টী' ললনারসনাস্বাভাবত্রয়ং পারাবারগভীরত্বেন নদীসন্ধ্যয়া বোদ্ধব্যং

ভবনির্বাণা ২২, -নির্বাণে ১৯। টী' ভবনির্ব্বাণং মন-পবনাদি বিকল্পং। টী' অনাত্মবিদ্যাবাসনাদোষেণ

ভববল ১২। টী' ভববলং বিষয়াভাস বলং

ভববিন্দারঅ ২১। টী. ভবং স্বকায়ং বিদারয়তি

ভবমত্তা ৫০। সংসারাসক্ত

ভব মোহ ৩৯। ভবসত্ত্বস্য হি মোহোয়মদ্ভুতঃ

ভমন্তি ২২। ∠ভ্রমন্তি=ভ্রমণ করে

ভয় ৩১।

ভয়ঙ্কর ১৬।

ভর ২৭। পূর্ণ। তু. ভর-দুপুর

ভর ৩৬। টী. নির্ভরং। পূর্ণভাবে। তু. দিন-ভোর দেয় দূরপাল্লা—সত্যেন্দ্রনাথ

ভরিন্তী ৮। ভর্তি, পূর্ণ

ভাঅ ২। বিভেতি। টী' সন্ত্রস্তা। ভীত হয়।

ভাইব ২৯। ভাবা হইবে। ভাবা যায়। টী' ভাব্যং

ভাইলা ৩২। প্রতিভাত হইল।

ভাঙ্গ তরঙ্গ ৪২। তরঙ্গভঙ্গ। টী' ভগ্নতরঙ্গং

ভাগেল ৩৯। ভাঙ্গিল। টী' ভগ্নং

ভাজই ১৬। টী' ভগ্না: পরাজিত হইল, ভাগিয়া গেল

ভাঞ্জীয় ১০। ভাঙ্গিয়া, ছিড়িয়া টী' তন্মুলং

ভাত ৩৩। টী' ভক্তং

ভাদে ৩৫। চর্যাপদকর্তার নাম

ভান্তি ১৫, ৩৭। ভান্তি ৪১। ভ্রান্তি ভ্রান্তিযুক্ত টী' ভ্রান্ত্যা, ভ্রম, ভ্রান্তির-ভ্রান্তি

ভান্তো ৬। বিভ্রান্তি। টী' বিভ্রান্তি বিকল্পৈশ্চচারঃ

ভাব ২৯।

ভাবাভাব ৯, ৩০, ৪৩। ভাবাভাবং-গ্রাহ্যাদিবিকল্পং। গম্ভীরসহজানন্দাম্বু-ভাবাভাববিকল্প।

ভাবিঅই ২৬। ভাবা হয়।

ভাভরিআলী ১৮। নাগরীপনা, সুন্দরী-পনা, ছেনালী, চালাকি। তু. ভাব-কালি। টী' ভর্ভরিআলিকা অসদা-রোপেণ

রসানেরে ২২। টী' রসায়নে বিবিধাদিকল্পপ্রয়োগং
রহঅ ৩৬। রহে
রাআ ৩৪। রাজা, সম্রান্ত ব্যক্তি। টী' তিনবার 'রাআ' শব্দপ্রয়োগে স্বকীয়ং 'কায়ৈশ্বর্য্যাদিকং গুণং সূচিতং।'
রাউতু ৪১, ৪৩। রাউত, সৈনিক। ভুসুকুর পূর্বাশ্রমের পদবী বা উপাধি।
রাগ ১১। টী' মহাসুখরাগবহ্নিনা
রাজপথ ১৫।
রাজসাপ ৪১। রজ্জুসর্প। টী' 'রজ্জো-সর্পাভিজ্ঞানং
রাজই ৩১। বিরাজ করে। শোভাপায়। টী' রাজতে শোভতে
রাতি ২, ২৮। রাত্রি
রামক্রী ১৫, ৩০। রাগ-নাম
রাহঅ ৩৬। রাখিয়া, রহে
রিসঅ ৯। টী' ঈর্ষ্যামদং। প্রেম করে ∠রীরংসা। রিস করে—আ. বা
রুঅ ৪৯। রূপ। টী' ভাবগ্রহঃ
রুখের ২। বৃক্ষের। টী' কায়বৃক্ষস্য
রুণা ১৭। করুণভাবে ∠রুগণ। রুনিয়ে যাওয়া = রুগ্ন হওয়া অর্থে
রুন্ধেলা ৭। রোধ করা হইল। টী' সুদৃঢ়ং রুদ্ধা
রূপা ৮। রূপা। টী' রূপবেদনাসংজ্ঞা-সংস্কারবিজ্ঞানাদীনাং
রূব ২৯। রূপ। টী' রূপং
রে ১, ১২, ১৪. ১৫, ৫০। সম্বোধনে
রোষে ২৮। ক্রোধে। টী' জ্ঞানানন্দ-গন্ধেনপ্রেরিত
লই ২৯, ৩৬, ৪৭। লইয়া। টী. গৃহীত্বা
লইআ ২৮, ৩৫, ৪৯, ৫০। ঐ
লকৃখ ৩৪। লক্ষ্য। টী' লক্ষ্যাতে।
লকৃখণ ১৫। লক্ষণ
লড় ৪২। স্নেহ-পদার্থ
লধা ৩৪। লব্ধ [-প্রতিষ্ঠ]
লবএ ১১। লয় ∠লভতে
লাইঅ ১১। লইয়া
লাউ ১৭। লাউ নির্মিত বীণার খোল
লাগি ১৬। লাগিয়া। নিমিত্ত
লাগেলি ১৬, ১৭, ৪৭। লাগেলী ২৮। লাগিল। টী' লগাবয়িত্বা, লগ্নঃ, লগ্নং
লাঙ্ক ৩২। লংকা (ceylon), দূরদেশ
লাংগ ১০, লাঙ্গা ৩৬। নগ্নযোগী
লাড়ীডোম্বীপাদানাং (বৃত্তি) ১০। চর্যাপদকর্তার নাম।
লীলে ১৪, লীলেঁ ১৮, ২৭, ৫৪। অনায়াসে, অবলীলাক্রমে। টী' লীলয়া
লুই ১, ২৯, ৫৪। চর্যাপদকর্তার নাম।
লুড়িউ ৪৯। লুণ্ঠিত হইল, লুঠ করে। মতান্তরে, লুটাইয়া দিলাম।
লেই ১৪। লয়। টী' গৃহ্ণাতি
লেপ ন ৪। লেপন। টী' মোহমলাবলিপ্তা

সঅলা ৩৬, ৪১, ৪৩। ঐ

সঅলানুত্তর ৩৪। সকল-অনুত্তর। টী· সকলানুত্তরং

সএল ১৬, ১৭। সকল।

সংকেলিউ ১৫। ক্রীড়া কর, সংক্ষিপ্ত-ভাবে < সংকলিতঃ

সংঘারা ২০। সংহার করিল। টী· উপসংহারকৃতং

সমাঅ ৪। টী· অন্তর্ভবতি

সংপুন্না ৪২। সম্পূর্ণ। টী· সংপূর্ণোয়ং

সগুণ ৫০। শকুনি

সংবোহিঅ ৪০। সংবোধিত। বোঝানো। টী· সংবোধনং করোতি

সংবোহী ৪৪। সংবোধি। টী· চতুর্থানন্দং সংবোধয়িত্বা

সংবোহেঁ ২৯। সংবোধে, জ্ঞানে। টী· সম্বোধনে

সংসার ৩৩।

সংসারা ১৫। দ্র. সংসার

সংহার ১৪।

(সঅ) সঁবেঅণ ২৬। দ্র. সঅসম্বেঅণ

সঙ্কা ২২। শঙ্কা

সঙ্গে ১৯।

সচরাচর ২২। চরাচরসমেত, চরাচরের সহিত জগৎ। টী· জম্বুদ্বীপমহাস্থানে সচরাচরে ভ্রমন্তি।

সড়ি ৪৫। ষড়্‌গতি। টী. ষটিত্বা

সদভাবে ১০। সরলমনে। সদ্ভাবেন

সদ্‌গুরু ৮, ৪১।

সদ্‌গুরু পাব ৪১। টী· সদ্‌গুরুচরণারাধনং

সন্তাপেঁ ১৬। সন্তাপ জন্য।

সন্তারে ৩৭। সাঁতার, নদী পারাপার কার্য। টী· পারাবারে

সন্ধি ২৮, সান্ধি ১৭। সংযোগস্থল

সপরবিভাগা ৩৬। আত্মপরভেদজ্ঞান

সভাব ৪৩। স্বভাব। টী· ভাবনামেব স্বরূপঃ।

সম ১০। সহিত। টী· সহ

সমতাজোএঁ ৪৭। পারিভাষিক। টী· প্রজ্ঞোপায়সমতাং।

সমতুলা ৫০। সমতুল, সমান

সমরস-১৭। তমক্ষরস্বরূপং

সমরসে ৪৩। মনোবোধিচিত্তরত্ন-যোগীন্দ্রসমরসীভূতং

সমাইউ ২। প্রবেশ করে। টী. অন্তর্ভবতি

সমাণা ৪৬। সমান

সমাহিঅ ১। টী· সমাধয়ো দশাকুশলপরিহারায় ইন্দ্রিয় নিরোধায় নির্দ্দিষ্টাঃ।

সমুদা ১৫। সমুদ্র। টী· মহাসমুদ্র

সমুদে ৩৫। ঐ

সরবর ১০। সরোবর। টী· সংরোবরং কায়পুষ্করং

সরহ ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯। চর্যাপদকর্তা।

সরুঅ ১৫। স্বরূপ

সরুআ ৩০। ঐ। তু. সরুআ শঙ্খিনী-গো. বি

সরুই ৩। খুব সরু। টী. সূক্ষ্মরূপা

স্বপরাপর ৩৪। আপন-পর। টী· স্বপরাপরং
স্বভাবে ৪৬।
স্বমোহেঁ ৩৫। টী· বাহ্যবিষয়সঙ্গেন। [ন] প্রকল্পান্তং
হ ৬, ৩৯। নিশ্চয়াত্মক বা সংযোগাত্মক অব্যয়। ও ∠ অপি
হই ৪৭। হইল
হণ ২৩। নিহত
হথা ৪১। হাত। টী· হস্ত
হর ৪৭। শুক্রনাড়িকা
হরি ৪৭। মূত্র নাড়ী
হরিঅ ৯। হারাইয়া। টী· হারিতম্
হরিণা ৬। মদ্দাহরিণ। তু. হাঁসা-মদ্দা-হাঁস
হরিণার ৬। মদ্দা হরিণের। টী· চিত্তহরিণ
হরিণী ৬। জ্ঞানমুদ্রানৈরাত্মা
হাঁউ ১৮, ২০, ৩৫। আমি। টী· অহং
হাক ৬। হাঁক। টী· হাকং
হাঁড়ীত ৩৩। টী· স্বকায়াধারং
হাড়েরি ১০। হাড়-নির্মিত
হাথে ৩২। হাতে
হালো ১০, ১৮। নারী সম্বোধনে
হিঅ ২৮। হৃদয়। টী· হৃদয়ং প্রভাস্বরং
হিঅঁহি ২। হিঅহি ৬, ৭। হৃদয়ে
হিঁ ৪। অব্যয় ∠ অপি
হিণ্ডই ২৮। টী· হিণ্ডতি ক্রীড়তি। খুজিয়া বেড়ায়। তু. ঢুঁড়ে—ব্রজবুলি
হিএঁ ৪৪। হৃদয়ে
হুঁ ৩৯। হুঙ্কার বীজ
হে ৫। সম্বোধনে
হিএঁ ৫০। টী· হৃদয়েন
হের ৫০। দেখ
হেরি ৭, ৫০। দেখিয়া
(শূণমে) হেরী ১৩। ঐ
হেরুঅ ২৬। হেরুক = বজ্রযানের প্রধান উপাস্য দেবতা—বজ্রধর
হেরুঅ-বীণা ১৭। হেরুক-বীণা
হেলেঁ ১৮। অবহেলায়। টী· ষষ্ট্যুত্তর-শত-প্রকৃতিদোষাঽবহেলয়া
হো ৭, ৩৭। ও
হোই ৩, ১৭, ·২, ২৯, ৪৬। হয় ∠ ভবতি
হোই ১৫। হও। অনুজ্ঞা
হোইব ৫। হইবে।
হোহী ৫। দ্র. হোই
হোহিসি ২৩। হও
হোহু ৬। ঐ